সোনালী ও রুপালী

কোলবালিশপ্রেমী যমজ মেয়ের গল্প

শেখ রেজওয়ান নূর

সূচিপত্র

জবা ও কমল দম্পতির যমজ মেয়ে সোনালী (বড়) ও রুপালী (ছোট)। তাদের জন্ম একসাথে হলেও সোনালীর জন্মের কিছুটা পরে রুপালীর জন্ম হয়েছে। তবে তারা দুজনেই সবকিছু সমান ভাগেই পেয়েছে। বলতে গেলে, পরম সুখেই বসবাস করছিলো তারা।

অধ্যায় এক

সোনালী ও রুপালীর নামকরণ এবং তাদের জন্ম

(জবা ও কমলের যমজ মেয়ে সোনালী ও রুপালী, তবে তাদের নামকরণ জবার মধুচন্দ্রিমার সময়ই করা হয়, এবং এখন তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।)

সেদিন ছিলো পূর্ণিমা রাত। চাঁদের আলোয় যেন সবকিছু চকচক করছিলো। জবা হোটেলের রুমে চাঁদের আলো পোহাচ্ছিলো। তখন কমল জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কী করছো?' জবা বললো, 'আমি চাঁদের জোছনা পোহাচ্ছি।' কমল বললো, 'চাঁদের রুপালি আভা পড়তেই তোমার শরীর ঝলমল করছে।' জবা বললো, 'সেটাই। দিনে রোদের সোনালি আভা এবং রাতে চাঁদের রুপালি আভা পড়তেই আমার শরীর ঝিলমিলিয়ে ওঠে।' কমল বললো, 'তখন তোমাকে আরো সুন্দর লাগে।'

এ কথা শুনে জবা হেসে ফেললো। তখন কমল জবাকে কোলে তুলে নিয়ে দোল খাওয়াতে লাগলো। এতে জবা ভীষণ খুশি হলো। তার কিছুক্ষণ পর কমল জবাকে খাটে নামিয়ে দিলো। তারপর কমল জবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবা কমলকে নিয়ে মালে ত্যাগ করলো, এবং দুপুরে ঢাকা পৌঁছে গেল। তারপর জবা কমলকে নিয়ে জবার বাবা-মায়ের ঘরে প্রবেশ করলো। সেখানে তারা এক রাত থাকার পর কমল জবাকে নিয়ে কমলের বাবা-মায়ের ঘরে প্রবেশ করলো। সেখানে কিছুদিন থাকার পর জবার মনে হলো তাদের নতুন ঘরে

ওঠা দরকার, তাই জবা কমলকে নিয়ে নতুন ঘরে উঠলো। সেখানে কিছুদিন থাকার পর জবা হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলো। তখন জবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার জবাকে পরীক্ষা করে বললেন যে জবা মেয়ের জন্ম দেবে।

এ কথা শুনে জবা ভীষণ খুশি হলো। তখন সে বললো, 'আমার প্রথম মেয়ের নাম রাখবো সোনালী। রোদের সোনালি আভার মতোই চকচকে হবে তার পুরো শরীর। সে হবে সোনার টুকরো।' কমল জিজ্ঞেস করলো, 'অনেক সময় তো যমজ মেয়ে থাকলেও একটা আরেকটার পেছনে থাকে, তাই একটাই দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে কী করবে?' জবা বললো, 'আমার দ্বিতীয় মেয়ের নাম রাখবো রুপালী। চাঁদের রুপালি আভার মতোই চকচকে হবে তার পুরো শরীর। সে হবে চাঁদের টুকরো।'

এ কথা শুনে সবাই খুব খুশি হলো। কমলের মা বললো, 'কি সুন্দর নাম!' কমল বললো, 'এত সুন্দর নাম তুমি কোথায় পেলে?' জবা বললো, 'জানি না।' কমলের মা বললো, 'আমার বৌমা ভীষণ বুদ্ধিমতী। সে যেভাবেই হোক, এত সুন্দর নাম দিয়েছে। তার এই কাজের প্রশংসা করা উচিত।' কমল বললো, 'ঠিক বলেছ, মা।'

তখন থেকেই কমল জবার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে শুরু করলো। কিছুদিন পর জবার বাবা-মা জবা ও কমলের নতুন ঘরে গিয়ে জবা ও কমলকে জবার বাবা-মায়ের ঘরে নিয়ে এলো। সেখানে জবা ও কমল কিছুদিন থাকার পর একদিন হঠাৎ কমলকে জানানো হয় যে তার মা মরে গেছে। তখন জবা কমলকে নিয়ে সপরিবারে কমলের দাদার বাড়ি যায় এবং সেখানেই কমলের মাকে কবর দেয়া হয়।

পরদিন জবা কমলকে নিয়ে সপরিবারে জবার বাবা-মায়ের ঘরে ফিরে আসে। তখন কমলের মন খারাপ থাকায় জবার পরিবার কমলকে সঙ্গ দিয়ে তার মন থেকে কষ্ট দূর করে দেয়। যদিও এতে অনেকটা সময় লেগেছে, কিন্তু কমলের মন থেকে কষ্ট দূর হয়ে গেছে। তখন থেকেই কমল আবার জবার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে শুরু করলো।

এভাবেই কাটলো বেশ কিছুদিন। কমল বাড়ির পাশাপাশি হাসপাতালেও সময় কাটাতো। কাজ তো করতেই হবে, না হলে কি করে চলবে? ঠিক তেমনি যেদিন জবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা, তার তিন দিন আগেও কমল হাসপাতালে কাজ করতে গিয়েছিলো। তখন জবা হঠাৎ কমলকে ফোন করে বলে, 'আমার খারাপ লাগছে। তুমি তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসো।'

কমল তখনই হাসপাতাল থেকে বের হয়ে জবার বাবা-মায়ের ঘরের দিকে আসতে লাগলো। তবে তার আগেই জবা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তখন জবার চিৎকারে তার বাবা-মা এগিয়ে আসে। তারপর জবার বাবা-মা একটি গাড়ি ভাড়া করে জবাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কমল জবার বাবা-মায়ের ঘরে এসে দেখলো যে সেখানে কেউ নেই। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই জবার মা সব খুলে বললো। সাথে সে এটাও বললো যে সবকিছু কমলের অবহেলার কারণেই হয়েছে, তাই সে যেন জবাকে দেখতে না যায়। তখন কমল হাসপাতালে ছুটে গেল এবং জবাকে দেখতে চাইলো। কিন্তু জবার মা কিছুতেই সেটা হতে দেবে না।

কিছুক্ষণ পর কমলকে বলা হলো যে জবা যমজ মেয়ের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু জবা বেঁচে নেই। এ কথা শুনে কমল দৌড়ে ওটিতে ঢুকে পড়লো। সেখানে জবা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। তখন কমল কাঁদতে কাঁদতে জবাকে বললো, 'চোখ খোল, জবা। এই তো, আমি এসে গেছি।' জবার কোনো নড়চড় নেই। তখন কমল বললো, 'আমাকে না হয় না-ই বা দেখলে। কিন্তু একবার তোমার মেয়েদের মুখ দেখে নাও।' কিন্তু তাতেও লাভ হলো না।

তখন জবার মা ভেতরে ঢুকে কমলকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। এক পর্যায়ে কমল জবার বুকে জোরে আঘাত করতে লাগলো, আর বললো, 'তুমি আমাকে এভাবে ছেড়ে যেতে পারো না। আমার জন্য না হোক, আমাদের মেয়েদের জন্য তোমাকে বাঁচতে হবে। আর যদি মরতেই হয়, তবে আমার বুকে মাথা রেখে তবেই মরবে।'

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ আঘাত করার পর কমল দেখল, জবা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তখন কমল ডাক্তারকে এ বিষয়ে জানাতেই সে জবার কাছে গেল। তারপর সে বললো, 'এরকম খুব কমই হয়। সে ক্ষেত্রে আপনারা সত্যিই সৌভাগ্যবান।' তারপর সে কিছু লোকজনকে (হাসপাতালের কর্মচারী) ডেকে বললো, 'তোমরা তাড়াতাড়ি তাকে আইসিইউতে নিয়ে যাও, এবং তার চিকিৎসা শুরু করে দাও।' তখন জবার বাবা বললো, 'দেখেছ, আমরা তো হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। আর কমল কিনা আমাদের মেয়েকে বাঁচিয়ে দিলো।' জবার মা বললো, 'ঠিক তাই।'

কিছুক্ষণ পর কমল ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিলো। ডাক্তার বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। আপনার স্ত্রী ভালো আছেন। তবে আমরা তাকে আরো কিছুটা সময়

পর্যবেক্ষণে রাখছি। তারপর আমরা তাকে কেবিনে দিয়ে দেব। তখন আপনারা তার সাথে কথা বলবেন, কেমন?' কমল বললো, 'তাহলে আমাদের মেয়েদের কী হবে?' তখন ডাক্তার বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। তাদের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিচ্ছি। তাদের কিছুই হবে না।'

এ কথা শুনে কমল কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। তারপর সে বললো, 'অপনারা বাড়ি ফিরে যান। আমি আছি এখানে।' জবার বাবা বললো, 'তা কি করে হয়? আমরা তোমাকে একা ফেলে রেখে যেতে পারবো না।' জবার মা বললো, 'আমার মেয়েকে না দেখে আমি কোথাও যাবো না।' কমল বললো, 'এখনই তো আর জবাকে আইসিইউ থেকে বের করে দেয়া হবে না। আরো সময় লাগবে তার জন্য। ততক্ষণ আমি এখানে থাকছি। আপনারা বাড়ি যান।' কিন্তু জবার বাবা-মা সেখান থেকে নড়বে না।

কিছুক্ষণ পর জবাকে আইসিইউ থেকে বের করে নিয়ে আসা হলো। তখন জবার মা বললো, 'মা-মণি, এখন কেমন লাগেছে?' জবা বললো, 'কিছুটা ভালো লাগছে।' তখন কমল জবার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'কথা দাও, তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না।' তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছিলো আমার?' কমল বললো, 'তুমি মরতে বসেছিলে।' জবার মা বললো, 'ঠিক তাই। তোমার নড়চড় ছিলো না বলে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, তুমি মরে গেছ।' তখন জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে আমি বেঁচে ফিরলাম কি করে?' তখন কমল বললো, 'আমি তোমার বুকে আঘাত করে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'তুমি আমার সাথে এমনটা করতে পারলে!' তখন কমল কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'অন্যায় করে থাকলে ক্ষমা করে দিও।' জবা বললো, 'করবো না।' জবার বাবা বললো, 'এ ছাড়া যে আর কোনো উপায় ছিলো না।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। সে ক্ষেত্রে আমি কমলকে ক্ষমা করে দিলাম।' কমল বললো, 'তুমি বেঁচে আছো, এতেই আমি খুশি। আমি আর কিছু চাই না।' জবা হেসে বললো, 'আমি যেন কার জন্য বেঁচে আছি?' কমল বললো, 'আমার জন্য।'

জবা বললো, 'তাহলে কি আমি তোমার ওপর রাগ করে থাকতে পারি?' কমল বললো, 'একদম না।' তারপর জবাকে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর জবার একপাশে সোনালীকে (হলুদ তোয়ালে জড়ানো) এবং অপর পাশে রুপালীকে (সাদা তোয়ালে জড়ানো) রাখা হলো। তখন জবা তার দুই মেয়ের মাথা জবার দুই হাতের উপর রেখে বললো, 'আমার দুই মেয়ে, সোনালী ও রুপালী।' কমল বললো, 'তোমার মেয়েরা একদম তোমার মতোই হয়েছে।'

এ কথা শুনে জবা দুষ্টুমির ছলে বললো, 'মোটেও না। মেয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে? তারা একদম তোমার মতোই হয়েছে।' কমল বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে দুষ্টুমি করছো, তাই না?' তখন জবা বললো, 'আমি কেন এই কাটা পেট নিয়ে তোমার সাথে দুষ্টুমি করবো?' জবার মা বললো, 'খুব ব্যথা করছে, তাই না?' জবা বললো, 'ব্যথা করছে, তবে বেশি না। আসলে, আমার মেয়েদের মুখ দেখার পর ব্যথা অনেকটাই কমে গেছে।' জবার বাবা বললো, 'সেটাই স্বাভাবিক। তোমার মা যখন প্রথমবার তোমার মুখ দেখেছিলো সে এতটাই খুশি হয়েছিলো যে আমি সেটা বলে বোঝাতে পারবো না।'

এ কথা শুনে জবার মা এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তখন জবা বললো, 'মা, কাঁদছ কেন? এখন তো তোমার খুশি হওয়ার কথা।' তারপর জবা নিজেও কেঁদে ফেললো। তখন কমল জবাকে বললো, 'তুমিও কাঁদেছো!' জবা চোখ মুছে বললো, 'একদম না।' তারপর জবা অনেক কষ্টে হেসে বললো, 'আমি হাসছি।' কমল বুঝলো, এই হাসি আসল না। কিন্তু সে কিছু বললো না।

পরদিন জবার মা জবাকে বললো, 'তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। আমি আর তোমাকে এই অবস্থায় দেখতে পারছি না।' তখন ডাক্তার বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি কি আর তাকে ছেড়ে দেয়া যায়? একটু ধৈর্য্য ধরুন। কিছুদিন পর আমরা তাকে ছেড়ে দেব।' কমল বললো, 'সত্যিই, আমি আর জবাকে এই অবস্থায় দেখতে পারছি না।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'অস্থির হওয়ার মতো কিছুই হয়নি। আমি কোথাও হারিয়ে যাচ্ছি না। আমি তোমাদের মাঝেই আছি।' জবার বাবা বললো, 'আমার মনে হয় জবাকে আরো কিছুদিন এখানে থাকতে হবে।' কমল বললো, 'ঠিক আছে তাহলে। আমি জবার সাথেই থাকছি। আপনারা মাঝেমধ্যে এখানে আসবেন, জবার সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরে যাবেন।' জবার বাবা-মা তাতে রাজি হয়ে গেল।

এভাবে কিছুদিন চলার পর জবা কিছুটা সুস্থ হলো, এবং সে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে গেল, সঙ্গে কমল এবং ছোট্ট দুই মেয়ে সোনালী ও রুপালী। ঘরে ফিরে যেতেই জবাকে তার বেডরুমে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর কমল তার কোলের

ওপর একটি চারকোণা বালিশ রেখে জবাকে বললো, 'তুমি এখানে শুয়ে পড়ো।' জবা শুয়ে পড়লো।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে জবা নিজেই সোনালী ও রুপালীর যত্ন নিতো, কারণ সেসব শুধু মায়েদের পক্ষেই সম্ভব। বাকিটা কমল করে দিতো। পাশাপাশি, কমল জবার যত্ন নিতো। এভাবে কিছুদিন চলার পর জবা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলো। তারপর কমল সোনালী ও রুপালীর জন্য দুটো আলাদা বেবি সেট (baby set) কিনলো (একটি বেবি সেটে একটি ছোট বালিশ এবং দুই পাশে ছোট দুটো কোলবালিশ থাকে), একটি হলদে এবং অপরটি সাদা।

কমল একটা বেবি সেট সোনালীকে এবং অপরটি রুপালীকে দিয়ে দিলো। ছোট্ট মেয়েরা সেগুলো ব্যবহার করেই ঘুমাতো, শুধু খিদে পেলে তাদের কোলবালিশগুলো সরিয়ে দেয়া হতো যেন তাদের খাওয়াতে সুবিধা হয়। এভাবেই চললো প্রায় দুই বছর।

(সোনালী ও রুপালী তো জবার কোল আলো করে পৃথিবীতে এলো। এবার তাদের বড় হয়ে ওঠার পালা।)

অধ্যায় দুই
সোনালী ও রুপালীর শৈশব

(সোনালী ও রুপালী তো জন্ম নিয়েছে। এবার চলুন, দেখে আসি তাদের শৈশব কিভাবে কাটে।)

জবা ও কমল দম্পতি খুব ভালোভাবেই তাদের মেয়েদের যত্ন নিচ্ছিলো। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর হঠাৎ জবার মনে হলো, কমল তাকে অবহেলা করেছে। তখন জবা কমলকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি যখন বলেছিলাম যে আমার খারাপ লাগছে, তখন কি তুমি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়েছিলে?' কমল বললো, 'না। আমার বের হতে একটু দেরি হয়েছিলো।'

এ কথা শুনে জবা ভীষণ রেগে গেল। তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমার সাথে এমনটা কেন করলে?' কমল বললো, 'চাইলেই তো আর কাজ ফেলে আসা যায় না। অন্য একজনকে দায়িত্ব দিতে হয়। তাই দেরি হয়ে গিয়েছিলো।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে কি আমার প্রতি তোমার কোনো দায়িত্ব নেই?' কমল বললো, 'অবশ্যই আছে। তাই তো তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'তুমি আমার কাছে আসতে অনেকটা দেরি করেছিলে। আমি এর জন্য তোমাকে কখনোই ক্ষমা করবো না।' কমল বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। একবার আমাকে ক্ষমা করে দাও। কথা দিচ্ছি, আর কখনো এমনটা হবে না।' কিন্তু জবা কমলের কথা শুনবে না।

তখন জবার বাবা-মা সেখানে চলে এলো। তারা জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, জবা?' জবা বললো, 'শুনলাম, আমি কমলকে ফোন করে আসতে বলার পরও নাকি সে দেরি করে এসেছে।' জবার মা বললো, 'ঠিক তাই।' তখন জবা কমলকে বললো, 'তুমি এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।'

এ কথা শুনে যেন কমলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। সে বললো, 'তাহলে আমি কোথায় যাবো?' জবার মা বললো, 'তোমার মা যখন অসুস্থ ছিলো, তখন তুমি তাকে দেখতে যেখানে গিয়েছিলে, ঠিক সেখানেই যাবে।' জবা বললো, 'ঠিক তাই। এখন থেকে আমরা আলাদা থাকবো, আর আমার মেয়েদের আমি নিজেই বড় করবো।' তখন জবার বাবা বললো, 'যখন তোমার কাজ পড়েছিলো তখন তো তোমারও দেরি হয়েছিলো, তাতে কমল কি কিছু বলেছে?'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'তখন বিষয়টা এতটা গুরুতর ছিলো না বলে কিছু মনে করিনি। তবে এখন বিষয়টা অনেক গুরুতর (serious)। কমলের অবহেলার জন্যই আমি মরতে বসেছিলাম। তাই শাস্তি হিসেবে কমলকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আর যদি কমল এখানে থেকে যায় তবে আমি আমার মেয়েদের নিয়ে চলে যাবো।' তখন কমল বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।' জবা বললো, 'যেদিন আমার মনে হবে যে তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত, সেদিন

আমি নিজে তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। তার আগে এখানে এলে আমি কখনোই তোমাকে ক্ষমা করবো না, আর কখনো তোমাকে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো না।'

পরে কমল অনেক কষ্ট নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জবার বাবা-মায়ের ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে গেল। তখন জবার বাবা বললো, 'এটা কি ঠিক হলো?' তখন জবা বললো, 'তুমি কি কমলের জন্য কষ্ট পেয়েছ?' জবার বাবা বললো, 'অনেক কষ্ট পেয়েছি।' তখন জবা বললো, 'সে ক্ষেত্রে আমিও চলে যাচ্ছি। তোমরা যেখান থেকে আমাকে নিয়ে এসেছিলে, সেখানেই থাকবো।'

এ কথা শুনে জবার মা বললো, 'না, মা। তুমি এখানেই থাকবে। আমরা তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।' তখন জবা বললো, 'সে ক্ষেত্রে আমি বেশ কিছুটা সময় এখানেই থাকবো।' তখন থেকে জবা একাই সোনালী ও রুপালীর যত্ন নিতে থাকলো, এবং এভাবেই চললো বেশ কিছুটা সময়।

এই সময়ের মধ্যে কমল অনেকবার জবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে। তখন জবা বলেছে, এমনটা করলে জবা কমলকে আরো দেরিতে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তবে কমল জবার সাথে কথা বলার চেষ্টা চালিয়েই গেল, কখনো রাস্তায়, কখনো বা হাসপাতালে। এতে জবা রাগ করে বললো সে কখনোই কমলের সাথে সম্পর্ক রাখবে না।

প্রায় এক বছর পর জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে জবার বাবা-মায়ের ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে উঠলো। জবা সেখানেই সোনালী ও রুপালীকে আদর-যত্নে বড়

করতে লাগলো। এভাবেই কাটলো প্রায় দুই বছর। তখনও কমল জবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি।

ততদিনে সোনালী ও রুপালীর মুখে বুলি ফুটেছে। তারা কথা বলতে শিখে গেছে। একদিন সোনালী হঠাৎ জবা ও কমলের ছবি দেখে বললো, 'এটা তোমার আর বাবার ছবি, তাই না?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' তখন রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে বাবার? সে এখানে নেই কেন?' জবা বললো, 'তার জন্যই আমি মরতে বসেছিলাম। সে কারণেই আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

এ কথা শুনে সোনালী ও রুপালী খুব কষ্ট পেল। তারা বললো, 'তাহলে কি বাবা আর আসবে না?' জবা বললো, 'এতদিনে হয়তো সে মরে গেছে। তাই বলছি, সে আর কখনো আসবে না।' কিন্তু সোনালী ও রুপালী কিছুতেই এটা মানতে পারলো না। তারা বললো, 'যে করেই হোক বাবাকে এনে দাও।' কিন্তু জবা সেটা করবে না।

কিন্তু এই দুটি ছোট্ট মেয়ের বায়না যেন থামছে না। এবার জবা-ও ভীষণ রেগে গেল। সে বললো, 'তোমরা না থামলে আমি তোমাদের এমন মার মারবো যে সারা জীবন মনে থাকবে।' এতে সোনালী ও রুপালী কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা বললো, 'তোমরা ভদ্র হয়ে থাকলে সবই ঠিক থাকবে, আর না হলে আঘাত সহ্য করতে হবে।'

সোনালী ও রুপালী তখন আর কিছু বললো না। তখন জবা বললো, 'ঠিক এমনই লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবে, কেমন?' তারা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর হঠাৎ

জবার কোলবালিশের দিকে রুপালীর নজর পড়লো। সে বললো, 'এটাই তোমার ঘুমের সঙ্গী, তাই না?' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' তখন সোনালী বললো, 'আমরাও এমন কোলবালিশ চাই।'

তখন জবা বললো, 'আমার রাজকন্যারা চাইলে আমি অবশ্যই কোলবালিশ বানিয়ে দেব। শুধু বলে দাও, কিসের নকশা করতে হবে।' তখন সোনালী বললো যে সে দিনের আকাশ পছন্দ করে, এবং রুপালী বললো যে সে রাতের আকাশ পছন্দ করে। তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমি কাল তুলা কিনে নিয়ে আসবো। তারপর তোমাদের জন্য কোলবালিশ বানিয়ে দেব।'

সেই রাতে জবা সোনালী ও রুপালীকে নিজ হাতে খাওয়ালো। তারপর জবা এক পাশে সোনালীকে এবং অপর পাশে রুপালীকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আর সোনালী যেন খাট থেকে পড়ে না যায় সে জন্য জবা নিজের কোলবালিশটা সোনালীর অপর পাশে রেখে দিয়েছিলো। এভাবেই কেটেছিলো একটি রাত।

পরদিন সকালে উঠে জবা বললো, 'ভাবছি, তোমাদের স্কুলে ভর্তি করে দেব।' কিন্তু জবার মেয়েরা কিছুতেই স্কুলে ভর্তি হবে না। জবা বললো, 'স্কুলে তোমার অনেক সহপাঠী থাকবে। তুমি অনেক নতুন জিনিস শিখবে। তখন সবাই তোমাদের দেখে অবাক হয়ে যাবে। তখন তোমাদের খুব ভালো লাগবে, তাই না?' তাতেও সোনালী ও রুপালী রাজি হলো না। তখন জবা বললো, 'এমনটা করলে আমি কোলবালিশ বানিয়ে দেব না। তোমরা কি সেটা চাও?' রুপালী বললো, 'এমনটা করতে যেও না।' সোনালী বললো, 'তুমি যা চাও, তা-ই হবে।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'এবার বুঝেছ তাহলে।' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি তুলা কিনে নিয়ে আসছি, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে হাসপাতালে গেল। সেখানে কাজ করে কিছুটা সময় পর জবা শিমুল তুলা কিনতে গেল। সেই সঙ্গে চার টুকরো সাদা কাপড় কিনে নিলো সে।

বেশ কিছুটা সময় বাইরে কাটিয়ে জবা ঘরে ফিরলো। তখন রুপালী বললো, 'এতক্ষণে তোমার আসার সময় হলো!' জবা বললো, 'আমি তোমাদের জন্য শিমুল তুলা আর চার টুকরো কাপড় নিয়ে এসেছি। দুই টুকরো কাপড় দিয়ে মূল কোলবালিশ বানাবো, আর বাকি দুই টুকরো কাপড় দিয়ে কোলবালিশের কভার বানাবো।' এতে সোনালী ও রুপালী ভীষণ খুশি।

তখন জবা বললো, 'আমি যে তোমাদের জন্য ঘুমের সঙ্গী বানিয়ে দিচ্ছি, তাতে কি তোমরা খুশি হয়েছ?' তারা বললো, 'খুব খুশি হয়েছি।' তখন জবা বললো, 'বেশ। তাহলে এবার বলো, একটি কোলবালিশ তৈরি করতে কয় টুকরো কাপড় লাগে?' রুপালী বললো, 'তিন টুকরো।' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে এক টুকরো কাপড় বের করে বললো, 'তাহলে কিভাবে কাটবো এটাকে?' সোনালী বললো, 'এক টুকরো চারকোণা করে এবং দুই টুকরো গোল করে কাটতে হবে।' জবা সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঠিক বলেছ, সোনা। এবার চলো, কাজে লেগে পড়ি।'

তারপর সোনালী ও রুপালী কাপড়টা গোল করে কেটে নিলো। আর জবা কাপড়ের বাকি অংশটা চারকোণা করে কেটে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আগে সোনালীর কোলবালিশ তৈরি করে দিই, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক

আছে।' জবা বললো, 'বলে দাও, কেমন নকশা করবো।' সোনালী সবটা বলে দিলো, আর জবা সেভাবে নকশা করে দিলো।

নকশা করা শেষ হলে জবা বললো, 'বাহ্। খুব সুন্দর হয়েছে তোমার কোলবালিশের নকশা।' তারপর জবা গোল টুকরাগুলো চারকোণা কাপড়ের দুই পাশে জুড়ে দিলো। সেই সঙ্গে সে চারকোণা কাপড়ের অপর দুই প্রান্ত এক করে জুড়ে দিলো, যদিও মাঝখানে কিছুটা ফাঁক ছিলো। এটা দেখে রুপালী বললো, 'তুমি এই ফাঁক দিয়ে তুলা ঢুকিয়ে দেবে, তাই না?' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর জবা ফাঁকা জায়গা দিয়ে তুলা গুঁজে দিয়ে তারপর ফাঁকা জায়গাটা সেলাই করে আটকে দিলো। তারপর জবা কোলবালিশটা সোনালীকে দিয়ে বললো, 'এই নাও তোমার কোলবালিশ।'

সোনালী তার কোলবালিশটাকে কোলে নিয়ে সেটাকে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'খুব সুন্দর হয়েছে এটা।' তখন রুপালী বললো, 'তা তো হবেই। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন দিনের আকাশ কোলে নিয়ে বসে আছো।' সোনালীর কোলবালিশটা ছিলো হালকা নীল রঙের, কোথাও সাদা মেঘের মতো, আর একপাশে হলুদ বৃত্ত, একদম সোনালি রোদের মতো। সোনালী আদর করে তার নাম রাখলো 'রোদেলা'।

এটা শুনে রুপালী বললো, 'বাহ্, কী সুন্দর নাম।' জবা আরেক টুকরো কাপড় বের করে বললো, 'এবার তোমারটা বানিয়ে দিই। বলো, তুমি কেমন নকশা চাও?' তখন রুপালী সবটা বলে দিলো, আর জবা সেভাবে নকশা করে দিলো। তারপর জবা কোলবালিশটাকে পূর্ণরূপ দিয়ে রুপালীকে বললো, 'এবার তুমিও নাও।'

রুপালী কোলবালিশটাকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তখন সোনালী এটাকে দেখে বললো, 'তোমারটাও খুব সুন্দর হয়েছে।'

রুপালীর কোলবালিশটা ছিলো গাঢ় নীল রঙের, সঙ্গে বেশ কিছু তারা, এবং এক পাশে বাঁকা চাঁদ। এটা দেখে সোনালী বললো, 'তুমি তো রাতের আকাশ কোলে নিয়ে বসে আছো।' রুপালী বললো, 'মা, সত্যিই তোমার হাতে জাদু আছে। তুমি সত্যিই খুব সুন্দর নকশা করতে পারো।' তখন জবা বললো, 'তা ঠিক। এবার তুমি তোমার বোনের (কোলবালিশটার) নাম বলে দাও।' তখন রুপালী তার কোলবালিশটার নাম রাখলো 'চাঁদনী'। তখন সোনালী বললো, 'বাহ্, খুব সুন্দর নাম।'

জবা বললো, 'এবার আমি তোমাদের কোলবালিশগুলোর কভার তৈরি করবো।' তারা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা কোলবালিশগুলোর কভার তৈরি করলো। একটি হলদে এবং অপরটি সাদা রঙের। তারপর জবা বললো, 'এবার তোমাদের কোলবালিশগুলো দাও।' তারা কোলবালিশগুলো দিয়ে দিতেই জবা বললো, 'এখন আমি কোলবালিশগুলোকে কভার দিয়ে আবৃত করে দেব।' তারপর জবা সোনালীর কোলবালিশটাকে হলুদ কভার দিয়ে এবং রুপালীর কোলবালিশটাকে সাদা কভার দিয়ে আবৃত করে দিলো।

সোনালী ও রুপালী নিজেদের কোলবালিশ পেয়ে ভীষণ খুশি। তারা বললো, 'আজ থেকে আমরা কোলবালিশ নিয়েই ঘুমাবো।' জবা বললো, 'বেশ। তাহলে তা-ই হবে, কেমন?' রুপালী বললো, 'বাবা থাকলে আরো ভালো হতো।' জবা

বললো, 'সে হয়তো বেঁচে নেই। তবে সে বেঁচে থাকলে আমি খুব তাড়াতাড়ি তাকে এই ঘরে নিয়ে আসবো। কথা দিলাম।'

সেই রাতে খাওয়ার পর জবা বললো, 'এবার তোমরা নিজ নিজ কোলবালিশ বুকে নিয়ে ঘুমাও।' সেটাই হলো। তারা নিজ নিজ কোলবালিশ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে উঠে জবা বললো, 'আজ আমি তোমাদের নিয়ে স্কুলে যাবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সবাই নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর রুপালী বললো, 'তাহলে চলো এবার।' জবা বললো, 'চলো।' তারপর তারা তৈরি হয়ে নিলো। তারপর তারা স্কুলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

প্রায় বিশ মিনিট পর তারা স্কুলে পৌঁছে গেল। সেখানে জবার অনেক সহপাঠী ছিলো, বিশেষ করে জুঁই এবং বৈশাখী। তারাও তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সেখানে এসেছে। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তোমরাও কি তোমাদের ছেলে-মেয়েদের এখানেই পড়াতে চাও?' তারা বললো, 'হ্যাঁ। এতে আমরা বার বার দেখা করতে পারবো। তখন খুব ভালো লাগবে।' জবা বললো, 'ঠিক বলেছ।'

কিছু সময় পর মৌ সেখানে উপস্থিত হলো। তারপর সে বললো, 'হঠাৎ এমনটা কেন করলে, আপু?' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?' তখন জুঁই বললো, 'তুমি কেন কমলকে তাড়িয়ে দিলে? কী অপরাধ ছিলো তার?' জবা সবটা বলতেই মৌ বললো, 'আমার সাথেও তো এমনটা হয়েছে। তাই বলে কি আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি?' তখন জবা বললো, 'আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমলকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। এবার তোমরা খুশি তো?' মৌ বললো, 'তুমি পারলে তো খুব ভালো হয়।'

কিছুক্ষণ পর জুঁই-বৈশাখীদের সাথে জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে স্কুলের ভেতর গেল। তখন সোনালী ও রুপালীর মন ভীষণ খারাপ। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই তারা বললো, 'অন্য সবার বাবা আছে, শুধু আমাদের বাবা নেই।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। আগে তোমরা ভর্তি হয়ে যাও, তারপর আমি তোমাদের বাবার খোঁজ করবো, কেমন?' তারা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা-জুঁইরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করলো। তারপর তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

ঘরে ফিরে জবা বললো, 'আগামী সপ্তাহে তোমাদের ক্লাস শুরু হবে। আমরা এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নেব, ঠিক আছে?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর তারা স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। কখন কী করতে হবে, সব ঠিক করে দেয়া হলো, এবং সোনালী ও রুপালী সেভাবেই কাজ করতে লাগলো। এবাবেই কাটলো কিছুদিন।

দেখতে দেখতেই সোনালী ও রুপালীর ক্লাস শুরু হয়ে গেল। সকালে জবা সোনালী ও রুপালীকে তৈরি করে দিয়ে স্কুলে নিয়ে গেল। তারপর জবা কমলের খোঁজ করতে হাসপাতালে গেল। আর তখনই একটি ভুল করলো সে, কারণ কমল ততদিনে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, আর যে হাসপাতালে আছে সে দেখতে কমলের মতো হলেও সে কমল নয়।

জবা সেই অপরিচিত মানুষটিকে বললো, 'কমল, বাড়ি চলো।' সেই অপরিচিত মানুষটি জিজ্ঞেস করলো, 'কে আপনি?' জবা বললো, 'আমি তোমার প্রিয়তমা

জবা।' সেই অপরিচিত মানুষটি বললো, 'আমি কমল না, আর আমি যাকে বিয়ে করেছি তার নাম জবা না।' এতে জবা ভীষণ কষ্ট পেল। তখন সে বললো, 'আমি জানি, আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সেই সঙ্গে কথা দিচ্ছি, আর কখনো এমনটা করবো না।' তবে তাতেও কাজ হলো না।

ততক্ষণে স্বর্ণালী সেখানে চলে এসেছে। তখন সে জবাকে বললো, 'থাক, আপু। ভাই যখন তোমার সাথে থাকতে চাইছে না, তুমি তাকে ছেড়ে দাও।' জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'এমনটা হলে আমি আমার মেয়েদের কী জবাব দেব?' তখন স্বর্ণালী বললো, 'এভাবে এক দিনে কাজ হবে না।' তখন জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে?' স্বর্ণালী বললো, 'বেশ কিছুদিন সময় লাগবে, তবে কাজ হয়ে যাবে।' জবা বললো, 'কমল আমার কাছে ফিরে আসবে তো?' স্বর্ণালী বললো, 'অবশ্যই।'

তারপর জবা কাজে লেগে পড়লো। অন্য দিকে, তাদের নতুন হাসপাতালের অনেকটাই এখন তৈরি হয়ে গেছে। সেটাও সবাইকে জানানো হয়ে গেছে। এতে সবাই ভীষণ খুশি। জবা এই কথাটা সেই অপরিচিত মানুষটিকে জানাতেই সে বললো, 'আমি এখানেই থাকবো, কোথাও যাবো না।' জবা তাকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে তাদের একে অপরের পাশে থাকা দরকার। তবে তাতেও লাভ হলো না।

পরে কাজ শেষ করে জবা স্কুলে ফিরে গেল। তারপর সে সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা আসেনি?' জবা বললো,

'না।' তখন সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে বাবার?' জবা রেগে গিয়ে বললো, 'সে মরে গেছে। সে আর কোনোদিন আসবে না, বুঝেছ?' তখন তারা কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা বললো, 'কান্নাকাটি করে লাভ নেই। তোমাদের বাবা আর কোনোদিন আসবে না। তবুও তোমরা তার পেছনে পড়ে থাকলে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না।'

সোনালী ও রুপালী মন খারাপ করে বসে রইলো। তখন জবা বললো, 'তোমাদের কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা সেভাবেই কাজ করবে। নইলে এমন মার মারবো যে সারা জীবন মনে থাকবে।' তখন থেকেই সোনালী ও রুপালী কাজে লেগে পড়লো। কিছুক্ষণ পর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করে বললো, 'তোমরা খেয়ে নাও।' তখন সোনালী ও রুপালী মন খারাপ করে খেয়ে নিলো।

তখন জবা বললো, 'যার যাওয়ার, সে তো যাবেই। তার জন্য মন খারাপ করে লাভ নেই।' রুপালী বললো, 'ঠিক সেটাই।' তখন জবা বললো, 'আমার কাছে এসো। তোমাদের আদর করে দিই।' কিন্তু তারা সেখানে যাবে না। তখন জবা বললো, 'আমার কাছে আসতে ভয় পাচ্ছো? তাহলে আমিই তোমাদের কাছে আসছি।' তারপর জবা তাদের কাছে এসে প্রথমে সোনালীকে ও তারপর রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার খুশি তো?'

তখন সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। এটা দেখে রুপালী নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা বললো, 'কাঁদে না, সোনারা।' তারপর সে সোনালী ও রুপালীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো আর বললো,

'তোমরা যদি লক্ষ্মী মেয়েদের মতো থাকো, তবে তোমাদের সাথে খারাপ কিছু হবে না।' তাতেও সোনালী ও রুপালীর কান্না থামলো না।

তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি তোমাদের মন ভালো করার জন্য একটি গান শুনিয়ে দিচ্ছি।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে মন ভালো করা একটি গান শুনিয়ে দিলো। সেই গান শুনে সোনালী ও রুপালী কিছুটা শান্ত হলো। তারপর রুপালী বললো, 'এতক্ষণ আমরা কিছুই না করে চুপচাপ বসে ছিলাম। এখন আমাদের কী হবে?' জবা বললো, 'আজ আমি কিছুই বলবো না, কারণ আজ আমার জন্যই আমার সোনামণিদের মন খারাপ।' তখন সোনালী বললো, 'বেঁচে গেছি তাহলে।'

একই সময়ে কমল এক হোটেলের রুম থেকে গাইছিলো:

'এই তুমি তো সেই তুমি নও,
যেই তুমিতে ফুল ফোটানো হাসি ছিলো।
এই তুমি তো সেই তুমি নও,
যেই তুমিতে সুর জাগানো বাঁশি ছিলো।
তুমি এখন কেমন যানি কথায় কথায় অভিমানী,
আবার তুমি সেই তুমি হও,
যেই তুমিতে ভালোবাসা-বাসি ছিলো।'

কিন্তু জবা সেখানে তার গান শোনার জন্য বসে নেই। এতে কমলের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এদিকে জবা সোনালী ও রুপালীকে বললো, 'আজ থেকেই পড়া শুরু করে দিতে হবে। স্কুলে ভালো ফল করতে হবে, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা। তা-ই হবে।' তখন জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার লক্ষ্মী মা-মণি।' তারপর জবা সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমিও ভীষণ লক্ষ্মী।' তারপর তারা আবার কাজে লেগে পড়লো।

এভাবেই চললো বেশ কিছুদিন। জবা অনেক চেষ্টা করলো সেই অপরিচিত মানুষটাকে বোঝাতে, কিন্তু পারলো না। এর মধ্যে একদিন জবা হঠাৎ বলে উঠলো, 'আমি তোমার কোলে, না, কাঙ্খে উঠে দোল খেতে চাই। আগে তো তুমি আমাকে ঠিকই কাঁখে নিয়ে দোল খাওয়াতে। আর একবার এমনটা চাই।' তখন সেই অপরিচিত মানুষটি বললো, 'আমি আপনাকে দোল খাওয়াতে পারবো না।' জবা তাকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলতে থাকার পর সোনালী-রুপালীদের পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এলো। তখন জবা বললো, 'তোমাদের পরীক্ষার ফল যেন খুব ভালো হয়, কেমন?' তখন সোনালী বললো, 'আর এমনটা না হলে?' জবা রেগে বললো, 'সে ক্ষেত্রে আমি তোমাদের এমন মার মারবো যে সারা জীবন মনে থাকবে। আর, আমি তোমাদের আদরের কোলবালিশগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেব।' তখন রুপালী কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'এমনটা করতে যেও না। তাহলে আমরা মরেই যাবো।'

তখন জবা বললো, 'তাহলে আমার কথামতো চলতে হবে, কেমন?' তারা বললো, 'সেটাই হবে।' তারপর থেকেই তারা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তবে এর

মধ্যেই জবা এক অঘটনের সাক্ষী হলো। একদিন হঠাৎ জবা দেখল, সেই অপরিচিত মানুষটি মরে গেছে। তখন জবা বললো, 'কমল, তুমি কেন আমাকে এভাবে ফেলে চলে গেলে? এখন আমি আমার মেয়েদের কী জবাব দেব?' তারপর জবা কান্নায় ভেঙে পড়লো।

তখন স্বর্ণালী জবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'যার যাওয়ার, সে তো যাবেই। তাই বলছি, এভাবে কান্নাকাটি না করে তুমি দোয়া করো, যেন সে ওপারে গিয়েও সুখে থাকে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। তবে আমি সেটাই করবো।' তারপর সে ঘরে ফিরে গেল, আর সে ভাবতে লাগলো, এবার সে নিজের মেয়েদের কী বলে সান্ত্বনা দেবে। কিছু সময় পর সে স্কুলে গিয়ে সোনালী ও রুপালীকে স্কুল থেকে ঘরে নিয়ে এলো।

সোনালী ও রুপালী দেখল, জবার মনটা ভীষণ খারাপ। তখন সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা? মন খারাপ কেন?' রুপালী বললো, 'বলে দাও, মা। তাহলে তোমার মনটা ভালো হয়ে যাবে।' তখন জবা বললো, 'তোমাদের বাবা...' রুপালী বললো, 'হঠাৎ এ কথা উঠছে কেন?' জবা বললো, 'তোমাদের বাবা সত্যিই মরে গেছে। আমি তাকে বাঁচাতে পারিনি।' তারপর জবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন সোনালী ও রুপালী জবার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, 'বাবা তো অনেক আগেই মরে গেছে। তুমি হয়তো তার মতো অন্য একজনকে দেখেছ।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'না, মা-মণিরা। আমি তোমাদের বাবাকেই দেখেছি।' তখন সোনালী বললো, 'তুমি তো অনেক আগেই বলেছিলে যে বাবা মরে গেছে।

তাহলে এখন বাবা কোথা থেকে এলো?' জবা বললো, 'তোমাদের বাবা হয়তো আমার ওপর অভিমান করেছিলো। তাই হয়তো সে বলেছিলো যে সে আমাকে চেনে না। তখন আমি তার ওপর রেগে যাই, আর তারপর তোমাদের বলি যে তোমাদের বাবা বেঁচে নেই। তবে আমি ভাবতে পারিনি, বেচারা এভাবে মরে যাবে।'

এ কথা শুনে সোনালী ও রুপালী ভীষণ কষ্ট পেল। তখন সোনালী বললো, 'মা, তুমি আমাদের কোলে মাথা রেখে ঘুমাও।' জবা বললো, 'না, মা। আমার ঘুম আসবে না।' তখন সোনালী ও রুপালী জবাকে বেডরুমে নিয়ে গেল। তারপর সোনালী জবাকে খাটে বসিয়ে দিয়ে বললো, 'মা, তুমি শুয়ে পড়ো। আর, বাবা তো তোমার সাথেই আছে।' তখন জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সে কোথায়?' তখন সোনালী ও রুপালী জবার কোলবালিশটা জবার দিকে টেনে দিয়ে বললো, 'এই তো। তুমি এটাকে জড়িয়ে ঘুমাও। মনে হবে, বাবা তোমার সাথেই আছে।'

তখন জবা বললো, 'আগে আমি দুপুরের খাবার তৈরি করে নিই।' রুপালী বললো, 'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমরাই পারবো।' জবা বললো, 'তোমরা এতটাই ছোট যে তোমরা এসব কাজ ঠিকমতো করতে পারবে না। আর যদি করতেই হয়, তবে আমার সাহায্য নেবে।' তারপর তারা তিনজন মিলে দুপুরের খাবার তৈরি করলো। তারপর রুপালী বললো, 'মা, হাঁ করো।' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা। আজ তোমার মন খারাপ বলে আমরাই তোমাকে খাওয়াবো।' জবা বললো, 'তার কোনো দরকার নেই। আমি একাই খেতে পারবো।'

তখন রুপালী বললো, 'তুমি তো অনেকবার আমাদের খাইয়ে দিয়েছ। এবার না হয় আমরা তোমাকে খাওয়াবো।' সোনালী বললো, 'এতে হয়তো তোমার মনটা ভালো হয়ে যাবে।' তারপর তারা নিজ হাতে জবাকে খাওয়ালো। তখন জবা বললো, 'অনেক দিন পর আবার মায়ের হাতে খাবার খেলাম।' রুপালী জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'অনেক সময় মায়েরা মেয়ে আর মেয়েরা মা হয়ে যায়।' জবা বললো, 'ঠিক তাই।'

সোনালী বললো, 'এবার আমরাও খেয়ে নিই।' জবা বললো, 'তোমরা যদি আমাকে খাওয়াতে পারো, তবে আমিও পারবো।' তখন রুপালী বললো, 'মা, তোমার মন ভালো নেই। তুমি ঘুমাও।' জবা বেডরুমে গিয়ে তার প্রিয় কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। আর সোনালী ও রুপালী দুপুরের খাবার খাওয়ার পর জবার কাছে গেল। তারপর সোনালী বললো, 'তোমার ঘুম আসছে না, তাই না?' জবা মাথা নেড়ে জানান দিলো যে তার ঘুম আসছে না।

তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। আমি তোমাকে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।' তারপর রুপালী জবাকে মন ভালো করা গান শুনিয়ে দিলো, আর সোনালী জবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে জবা কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। তখন সোনালী বললো, 'মা একদম নিষ্পাপ শিশুর মতোই ঘুমাচ্ছে, তাই না?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ। মা একদম নিরপরাধ রাজকন্যার মতোই শান্তিতে ঘুমাচ্ছে।' তারপর সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর জবার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সে তার মেয়েদের কাছে এসে বললো, 'আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তোমরা কাজ করছিলে, তাই না?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'অন্যায় করেছি কি?' জবা বললো, 'একদম না।' তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'তোমরা খুব ভালোভাবে কাজ করছো। এভাবেই চালিয়ে যাও।'

সোনালী খেয়াল করলো, জবা তাদের কাজ দেখে খুশি হয়েছে। তখন সে জিজ্ঞেস করলো, 'মা, এখন কি তোমার মন ভালো?' জবা বললো, 'না।' রুপালী বললো, 'তাহলে তোমাকে হাসিখুশি লাগছে যে?' তখন জবা হেসে বললো, 'কারণ আমি খুব, খুব, খুব খুশি হয়েছি।' তখন সোনালী ও রুপালী জবাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর তারা বললো, 'তুমি সত্যিই খুব ভালো।' তখন জবা প্রথমে সোনালী ও তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার লক্ষ্মী সোনামণিরা।'

তারপর সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে পড়লো। এভাবেই কাটলো বেশ কিছুদিন। একে একে সোনালী ও রুপালীর সব পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, এবং তারা খুব ভালোভাবেই পরীক্ষা দিয়েছিলো। তারপর জবা ঠিক করলো, এবার সে তার বাবা-মায়ের ঘরে গিয়ে উঠবে এবং কিছুদিন সেখানেই থাকবে। তাই জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে নিজের ঘর ছেড়ে জবার বাবা-মায়ের ঘরে গিয়ে উঠলো।

জবাকে দেখে তার বাবা-মা ভীষণ খুশি। তারা বললো, 'এসো, মা-মণি।' তারপর জবা তার মেয়েদের নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। তখন জবার মা বললো, 'আমার ছোট্ট মা-মণিরা, আমার কাছে এসো।' সোনালী ও রুপালী দৌড়ে সেখানে চলে

গেল। তখন জবা বললো, 'তাদের ব্যথা দিও না, কেমন?' তখন জবার বাবা বললো, 'ব্যথা তো তুমি দিয়েছ। তোমার মেয়েরা কেন দেবে?'

এ কথা শুনে জবা অবাক হয়ে গেল। তখন সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী করেছি আমি?' জবার বাবা বললো, 'তুমিই তো কমলকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।' জবা বললো, 'কমল তো আর বেঁচে নেই।' তখন জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি সত্যি?' জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'হ্যাঁ, মা। সে হয়তো আমার ওপর এতটাই অভিমান করেছিলো যে সে নিজের হৃৎপিন্ডটা আরেকজনকে দান করে গেছে। সেই সাথে সে আমার কলিজাটাকেও কেটে দিয়ে চলে গেছে।'

এ কথা শুনে জবার মা নিজেও কেঁদে ফেললো। তারপর সে বললো, 'জানি না, সে কতটা কষ্ট নিয়ে মরেছে। আমি অনেক অন্যায় করেছি তার সাথে। একবার ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটাও কি সে দিতে পারলো না?' জবার বাবা বললো, 'তোমরা যে অন্যায় করেছ, তার কি কোনো ক্ষমা হয়?' জবা বললো, 'হয়তো হবে না। তবে চেষ্টা করে দেখতে কি দোষ ছিলো?' জবার বাবা বললো, 'তুমি কি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছ?'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'তা করেছি, তবে অনেক দেরিতে।' তখন জবার মা বললো, 'ততদিনে সে হয়তো তোমার ওপর অভিমান করেই ফেলেছে, তাই না?' জবা বললো, 'প্রথম দিকে কমল আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেও আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।' তখন জবার বাবা বললো, 'তাই সে এভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে, তাই তো?' জবা বললো, 'হতে পারে।' তখন জবার বাবা বললো, 'এ জন্য আমি তোমাকে কখনোই ক্ষমা করবো না।'

এ কথা শুনে জবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। সে বললো, 'এখন তোমরাই আমার সবকিছু। সেখানে তোমরা ক্ষমা না করলে আমি মরে যাবো।' জবার বাবা বললো, 'তাহলে মরে যাও।' তখন রুপালী কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'এভাবে বলতে নেই। মাকে ছাড়া আমরা বাঁচবো না।' তখন জবার বাবা জবাকে বললো, 'নিজের মেয়েদের দেখে শেখো।'

তখন সোনালী ও রুপালী জবার কাছে এসে জবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। তারা বললো, 'কথা দাও, তুমি কখনো আমাদের ছেড়ে যাবে না।' জবার বাবা বললো, 'না, সোনামণিরা। তোমাদের মা তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না।' জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'কথা দিলাম, আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবো না।'

তারপর জবার মা বললো, 'আমি দুপুরের খাবার তৈরি করে নিয়ে আসছি।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।' জবার বাবা জবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো আর বললো, 'আমার কথায় মন খারাপ করে থেকো না।' তারপর সে জবার কপালে চুমু দিলো। তারপর সে গেয়ে উঠলো:

'তুমি আমার জীবন, তুমি ছাড়া মরণ,
তুমি তো আমারই হৃদয়ের স্পন্দন।
কলিজা তুমি আমার, তুমি দু'চোখের আলো,
লাগে না, তুমি ছাড়া, আমার এক মুহূর্ত ভালো।
রুপকথা তুমি তো আমারই, জীবনের চেয়ে আরো দামী।।'

তাতে জবার মন কিছুটা ভালো হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর জবার মা এসে বললো, 'খাবার তৈরি হয়ে গেছে। এবার খেয়ে নাও।' জবার বাবা বললো, 'চলো তাহলে। তবে আজ আমি জবাকে নিজ হাতে খাওয়াবো।' জবা বললো, 'বাবা, তার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই খেতে পারবো।' জবার বাবা বললো, 'আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তাই আমিই তোমার কষ্ট দূর করবো। তাই বলছি, আজ আমি তোমাকে খাওয়াবো।' জবা বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।'

তখন রুপালী বললো, 'তুমি যদি লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপচাপ খেয়ে নাও তাহলে সব ঠিক থাকবে, না হলে আমরা কেউ তোমার সাথে কথা বলবো না।' সোনালী বললো, 'ঠিক তাই। এমনটা করলে আমরা তোমার সাথে আড়ি নেব।' তখন জবা বাধ্য হয়েই তার বাবার হাতে খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, 'এবার তোমরা খুশি তো?' সোনালী বললো, 'আমরা ভীষণ খুশি। আমাদের লক্ষ্মী মা-মণিটা কেমন সুন্দর করে খেয়ে নিলো।' রুপালী বললো, 'তারপর কি আর খুশি না হয়ে থাকা যায়?'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'ঠিক বলেছ। তোমরা খুশি না হয়ে থাকতে পারবে না।' তখন জবার মা বললো, 'এবার একটু ঘুমাও।' জবা বেডরুমে গিয়ে তার মায়ের কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলো, কিন্তু সে ঘুমাতে পারলো না। তখন রুপালী জবার কাছে গিয়ে বললো, 'তোমার ঘুম আসছে না, তাই না?' জবা মাথা নেড়ে জানান দিলো যে তার ঘুম আসছে না। তখন রুপালী তার কোলে জবার মাথা রেখে বললো, 'আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমাও।'

ততক্ষণে সোনালী-ও সেখানে উপস্থিত হয়েছে। সে বললো, 'আমরা মা-মণিকে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর তারা গাইতে শুরু করলো:

'তুমি চাঁদের কণা, তুমি যে রাজকন্যা,
তুমি তো আমাদের সব সুখের ক্ষণ।'

তখন জবার মা রুমে ঢুকে গাইতে লাগলো:

'কলিজা তুমি আমার, তুমি দু'চোখের আলো,
লাগে না, তুমি ছাড়া, আমার এক মুহূর্ত ভালো।
রুপকথা তুমি তো আমারই, জীবনের চেয়ে আরো দামী।।'

এক পর্যায়ে জবা ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছু সময় পর জবা জেগে উঠলো। সে দেখল, তার মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তখন জবা উঠে পড়লো। জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'মন ভালো তো?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তারপর জবা তার মায়ের সাথে জবার বাবার কাছে গেল। তখন জবার বাবা বললো, 'মা-মণি, এখন আর কষ্ট পেয়ে নেই তো?' জবা বললো, 'না, বাবা। আমার সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে।' তারপর জবার বাবা জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার পাশে বসে পড়ো।'

জবা তার বাবার পাশে বসে পড়লো, আর জবার মা জবার পাশে বসে পড়লো। তখন জবা বললো, 'মনে আছে, ছোটবেলায় আমি এভাবেই তোমাদের মাঝখানে বসে টিভি দেখতাম।' জবার মা বললো, 'তা কি আর মনে থাকবে না? তখন তো তুমি আমাদের মধ্যমণি ছিলে।' তখন রুপালী বললো, 'মা যেন সবসময় তোমাদের মধ্যমণি হয়েই থাকে, কেমন?' জবা হেসে বললো, 'বেশি পাকা পাকা

কথা, তাই না?' জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'সে কি ভুল কিছু বলেছে?' জবা বললো, 'না, মা।'

তখন সোনালী বললো, 'মা যেন আমাদের সকলের মধ্যমণি হয়েই থাকে।' জবা বললো, 'তোমরা যখন বলছো তখন সেটাই হবে।' এতে সোনালী ও রুপালী ভীষণ খুশি হলো। তারপর সবাই একসঙ্গে গল্প করতে লাগলো। এক পর্যায়ে মজার খেলায় মেতে উঠলো তারা। খেলতে খেলতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কেউ বুঝতে পারলো না।

কিছু সময় পর জবার মা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো, কেমন?' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা তার বাবার সাথে আরো কিছুটা সময় কাটিয়ে দিলো। সোনালী ও রুপালী সেখানেই ছিলো। তারাও জবাকে সঙ্গ দিলো। তাতেই ছিলো তাদের আনন্দ-উল্লাস।

কিছুক্ষণ পর জবার মা এসে বললো, 'রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেছে। তোমরা খেয়ে নাও।' জবার বাবা বললো, 'পরে খাবো।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'পরে কেন?' জবার বাবা বললো, 'আমি তোমাদের সবাইকে কিছু বলতে চাই।' জবার মা বললো, 'ঠিক আছে। বলে দাও।' তারপর জবার বাবা যা বললো তাতে জবা আর মুখ খুলতে পারলো না।

জবার বাবা বললো, 'যদি জবাকে আরেকবার বিয়ে দেয়া হয়, কেমন লাগবে?' এতে জবা এতটাই লজ্জা পেল যে সে মাথা নিচু করে ফেললো। তখন জবার মা বললো, 'এত লজ্জা কিসের? একজন জীবনসঙ্গী চলে গেছে বলে কি আরেকজন

আসবে না?' রুপালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে কি আমরা নতুন একজনকে বাবা হিসেবে পাবো?' জবার বাবা বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন জবা বললো, 'না, বাবা। এটা হতে পারে না। একজন তো চলেই গেছে, আরেকজনকে হারাতে পারবো না।' সোনালী বললো, 'একবার ভুল হয়েছে, আর হবে না।' জবা বললো, 'আমার কিছুটা সময় চাই।' জবার মা বললো, 'বেশ। বিয়ে নিয়ে পরেও চিন্তা করা যাবে। এবার তোমরা খেয়ে নাও।' তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো।

রাতে খাওয়ার পর জবা বললো, 'এবার আমরা ব্যাগ থেকে কোলবালিশগুলো বের করে নিই।' তখন জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কয়টা কোলবালিশ নিয়ে এসেছ?' জবা বললো, 'আমাদের তিনজনের তিনটি কোলবালিশ।' জবার মা বললো, 'নিশ্চয়ই তাদের নামকরণ হয়ে গেছে, তাই না?' জবা বললো,'হ্যাঁ।'

তখন সোনালী বললো, 'আমার কোলবালিশের নাম রোদেলা।' রুপালী বললো, 'আমারটার নাম চাঁদনী।' জবা বললো, 'আর আমারটার নাম...' জবার বাবা বললো, 'জবা।' এতে সোনালী ও রুপালী ভীষণ অবাক হয়ে গেল। তারা বললো, 'এটা কিভাবে সম্ভব?' তখন জবা বললো, 'আমার মা সেই কোলবালিশটাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতো।' তখন রুপালী বললো, 'সে জন্যই এমন নাম, তাই তো?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।'

তারপর জবার মা সবটা বলতেই সোনালী বললো, 'এবার বুঝেছি।' রুপালী বললো, 'মা, তুমি কেন তোমার নিরপরাধ বোনটাকে ফেলে দিতে যাচ্ছিলে?

এমনটা করলে তো সে মরেই যেত।' জবার বাবা বললো, 'এসব আমার জন্যই হয়েছে। আমিই জবাকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম বলেই জবা কষ্ট পেয়ে এমনটা করেছে।' তখন জবার মা বললো, 'ঠিক তাই। তারপর আমি আমার মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি।'

তখন সোনালী বললো, 'তাহলে মাঝখানে কোলবালিশ রেখে মা-মেয়ে দুই পাশ থেকে কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছিলো, তাই তো?' জবা বললো, 'ঠিক তাই, মা-মণি।' সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে কি তুমি তারপর থেকে তোমার প্রিয় কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে ঘুমাতে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ। সে আমার হৃদয়ের অনেক বড় একটি অংশ জুড়ে আছে।' তখন রুপালী বললো, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়েছে। এবার চলো, ঘুমাতে যাই।' তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর রুপালী জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'গতকাল দুপুরে তুমি কার কোলবালিশ নিয়ে ঘুমিয়েছিলে?' জবা কোলবালিশটা দেখিয়ে বললো, 'এটা আমার মায়ের কোলবালিশ।' সোনালী বললো, 'এটা তো অনেক পুরনো বলে মনে হচ্ছে।' জবা বললো, 'এটার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর।' তখন রুপালী বললো, 'তবুও এটা অক্ষত আছে!' জবা বললো, 'তোমরা বললে এটাকেও তোমাদের সঙ্গী করে দেব।' রুপালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।'

তখন জবার মা বললো, 'আমাদের অনেক বয়স হয়ে গেছে। এখন আর কোলবালিশ নিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। তোমরা ছোট আছো, তাই তোমরাই এটাকে তোমাদের সঙ্গী করে নাও।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা। সেটাই হবে।'

তারপর সে বললো, 'এবার আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। তোমরা লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

তারপর জবা হাসপাতালে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। সেখানে স্বর্ণালীর সাথে জবার দেখা হলো। স্বর্ণালী জিজ্ঞেস করলো, 'আপু, তোমার কি মন ভালো হয়েছে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' তখন স্বর্ণালী জবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো আর বললো, 'আমি জানি, তোমার মন ভালো নেই। ভাই চলে যাওয়ার পর তুমি খুব কষ্টে আছো। আমি বলছি, তুমি আরেকটা বিয়ে করে নাও। তোমার নতুন জীবনসঙ্গী তোমাকে সুখেই রাখবে।' তখন জবা স্বর্ণালীকে হালকা আঘাত করে বললো, 'দুষ্টু কোথাকার।'

ঠিক তখনই পেছন থেকে একজন বললো, 'ঠিক বলেছ, জবা। তখন জবা পেছনে তাকাতেই সে অবাক হয়ে গেল। সেখানে যে তার আরেক সহপাঠী তমা দাড়িয়ে আছে! জবা তমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি এখানে!' তমা বললো, 'হ্যাঁ, জবা। তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।' তখন জবা বললো, 'তাহলে বলেই দাও।' তখন তমা বললো, 'ভুলেও দ্বিতীয় বিয়ে করবে না, জবা। তুমি কমলকে নিয়েই থাকবে।'

তখন জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সে তো মরে গেছে। সে কিভাবে ফিরে আসবে?' স্বর্ণালী বললো, 'ঠিক তাই। সে তো মরেই গেছে।' তখন তমা বললো, 'স্বর্ণালী, তুমিও ভালোভাবেই জানো, কমল বেঁচে আছে। সে এখন দেশে নেই, তবে আমরা বললে সে ঠিকই ফিরে আসবে।' জবা বললো, 'তমা, হয়তো তোমারও আমার মতোই অবস্থা হয়েছে, তাই তুমি এমনটা বলছো। আমি জানি,

কমল মরে গেছে।' তখন তমা বললো, 'বুঝেছি, জবা। এভাবে বলে লাভ নেই। আমরা কাজে লেগে পড়ি, আর কমল ফিরে এলে তুমি সব বুঝবে।'

তারপর সবাই কাজে লেগে পড়লো, আর তারা কাজ করেই বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে দিলো। তারপর দুপুরে কাজ শেষ করে সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল। তারপর জবা বললো, 'আজ দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা ঘুরতে যাবো, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'চলো, এবার ঘুরতে যাই।' তখন জবার বাবা বললো, 'আমাদের বয়স হয়ে গেছে। আমরা আর ঘুরতে যেতে পারবো না। তোমরাই ঘুরে এসো।' তখন সোনালী বললো, 'তোমাদের ছাড়া ঘুরতে যাওয়ায় মজা নেই। তোমরাও চলো।'

জবার বাবা-মা যেতে চাইছে না, আবার জবার মেয়েরাও জবার বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলতে থাকার পর জবার মা বললো, 'তোমরা যখন এত করে বলছো, আমরা তোমাদের সাথে ঘুরতে যাবো। এবার তোমরা খুশি তো?' রুপালী বললো, 'আমরা ভীষণ খুশি।' তারপর তারা তৈরি হয়ে ঘুরতে বের হলো।

জবা ও তার পরিবার পার্কে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে দিলো। মৌ নিজেও সেখানে এসেছিলো। তখন জবা বললো, 'এদিকে এসো, মৌ।' তখন মৌ জবার কাছে এসে বললো, 'তুমি হয়তো পুরো পরিবার নিয়ে এখানে এসেছ, তাই না?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, তাই। তবে কমল থাকলে আরো ভালো হতো।' তখন মৌ

বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। সে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে।' তখন জবা বললো, 'আমি জানি, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। তবে এটাও ঠিক যে কমল বেঁচে নেই।'

এ কথা শুনে মৌ বললো, 'সে বেঁচে আছে। আমি খোঁজ নিয়েছি।' তখন জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি সত্যি?' মৌ বললো, 'হ্যাঁ।' তখন জবা বললো, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।' তখন মৌ বললো, 'ঠিক আছে। কাল আমার সাথে হাসপাতালে দেখা করবে। তখন সব বলে দেব।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তার কিছুক্ষণ পর জবা তার পরিবারের সাথে ঘরে ফিরে গেল।

ঘরে ফিরে যাওয়ার পর জবা বললো, 'আমি তো নিজে কমলের লাশ দেখেছি। তাহলে সে বেঁচে থাকে কিভাবে?' তখন জবার মা বললো, 'পৃথিবীতে একরকম দেখতে সাতজন হয়। যে মরে গেছে, সে হয়তো কমল নয়।' তখন জবা বললো, 'ঠিক তাই। কারণ, আমি কমলকে বলেছিলাম যে আমি যূঁথী হয়ে থাকবো। তারপর যখন কমল সত্যিই আমাকে যূঁথী ভেবে ভুল করে বসে তখন আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকি। তারপর একদিন হঠাৎ যূঁথী মরে গেলে আমি জানতে পারি যে যূঁথী অবিকল আমার মতোই ছিলো।'

তখন জবার মা বললো, 'তাহলে এবার বুঝেছ।' জবা বললো, 'হ্যাঁ, মা। এবার সব বুঝেছি।' তারপর জবার মা বললো, 'তাহলে এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করে নিই, কারণ এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা। আমরা এখানে গল্প করছি। তুমি রাতের খাবার তৈরি করে নাও।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর জবার মা এসে বললো, 'রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেছে। তোমরা খেয়ে নাও।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবার মা বললো, 'আজ থেকে আমার কোলবালিশটা তোমার। তুমি তোমার দুই পাশে দুটো কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবে, কেমন?' তখন জবা হেসে বললো, 'না, মা। ওই ছোট কোলবালিশটা ছোটদের কোলেই মানায়। তাই আজ থেকে ওই কোলবালিশটাও আমার মেয়েদের কাছেই থাকবে।'

এ কথা শুনে সোনালী ও রুপালী ভীষণ অবাক হলো। তারা বললো, 'আমরা তো নিজ নিজ কোলবালিশ পেয়ে গেছি। তাহলে আরেকটা কোলবালিশের কী দরকার?' তখন জবা বললো, 'তোমরা সেটাকে তোমাদের মাঝখানে রাখবে। তোমরা দুজন মিলে সেটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে।' তখন সোনালী বললো, 'জানি না, সেটা করতে পারবো কি না।'
তখন জবা বললো, 'এক দিনে কিছু হয় না। কিছুটা সময় লাগবে।'

তখন সোনালী ও রুপালী জবার মায়ের কোলবালিশটা জবার বাবা-মায়ের বেডরুম থেকে জবার বেডরুমে নিয়ে এলো। তারপর সেটাকে মাঝখানে রেখে এক পাশে সোনালী এবং অপর পাশে রুপালী শুয়ে পড়লো। তখন জবা বললো, 'তোমরা এই বেগুনি রঙের কোলবালিশটাকে আপন করতে না পারলেও সমস্যা নেই। সে ক্ষেত্রে আমি এটাকে আপন করে নেব।' তখন রুপালী বললো, 'মা, আমি তোমার সাথে ঘুমাতে চাই।' তখন জবা বললো, 'আমাকে ছাড়াই ঘুমানোর চেষ্টা করো। না পারলে তখন আমি তোমাদের সাথে ঘুমাবো।'

সোনালী ও রুপালী অনেক চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারলো না। তখন জবা বললো, তোমরা নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমাও।' সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। তখন জবা বুঝলো, সোনালী ও রুপালী জবাকে ছাড়া ঘুমাতে পারবে না। তখন জবা সোনালী ও রুপালীর মাঝখানে শুয়ে পড়লো। তারপর সে বললো, 'মাকে ছাড়া বুঝি ঘুম আসে না?' রুপালী বললো, 'না, মা। তোমাকে ছাড়া ভীষণ অসহায় লাগে।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'আমাকে ছাড়া থাকার অভ্যাস করতে হবে। ভবিষ্যতে এমন সময় আসতে পারে, যখন আমি তোমাদের সাথে থাকতে পারবো না। তখন আমাকে ছাড়াই তোমাদের থাকতে হবে।' তখন সোনালী বললো, 'আমরা সেটা করতে পারবো না।' জবা বললো, 'হঠাৎ করে কোনো কিছু হয় না। হয়তো একটু সময় লাগবে, কিন্তু আমি জানি, তোমরা পারবে।' তারপর জবা তার মেয়েদের সাথে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর থেকে সোনালী ও রুপালী একটু একটু করে জবার থেকে আলাদা থাকতে শুরু করলো। ততদিনে সোনালী ও রুপালীর পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন ঘনিয়ে এলো। তখন জবা বললো, 'মনে আছে তো, তোমাদের পরীক্ষার ফল যদি ভালো না হয় তবে আমি কী করবো?' রুপালী মন খারাপ করে বললো, 'মনে আছে, মা।' তখন জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কী করবে?' জবা বললো, 'আমার মেয়েদের পরীক্ষার ফল ভালো না হলে আমি তাদের প্রিয় কোলবালিশগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব।'

এ কথা শুনে জবার বাবা বললো, 'দরকার পড়লে তুমি আমাদেরটা কেটে দাও, কিন্তু দয়া করে নিজের মেয়েদেরটা অক্ষত রেখো। নইলে তোমার মেয়েরা মরেই যাবে।' তখন জবা বললো, 'মরলে মরবে। কিন্তু আমিও কোলবালিশ কেটেই ছাড়বো।' এ কথা শুনে সোনালী ও রুপালী কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবার মা বললো, 'তুমি এতটা নিষ্ঠুর হতে পারো না।' জবা বললো, 'আগে আমার মেয়েদের পরীক্ষার ফল হাতে পাই, তারপর যা করার করবো।'

এভাবেই কিছুদিন চলতে থাকার পর সোনালী-রুপালীদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলো। সেই ফল দেখে জবা সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেল। সোনালী যে প্রথম এবং রুপালী যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে! তখন জুঁই জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার মেয়েরা কি অপ্রত্যাশিত ফল করেছে?' জবা বললো, 'আমার মেয়েরা আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আমি তাদের কাছ থেকে এত ভালো ফল আশা করিনি।' তখন জবার অন্যান্য সহপাঠীরা বললো, 'কার মেয়ে, দেখতে হবে না? তারা তো আমাদের ক্লাসের প্রথম স্থান অধিকারী রাজকন্যা জবামণির মেয়ে। তারা ক্লাসে প্রথম না হলে কে হবে?'

এ কথা শুনে জবা লজ্জায় হেসে ফেললো। তারপর সে বললো, 'কি যে বলো তোমরা!' তখন জুঁই বললো, 'এখানে কমল থাকলে খুব ভালো হতো, তাই না?' জবা মন খারাপ করে বললো, 'হ্যাঁ।' তখন জুঁই বললো, 'তাহলে আর দেরি কিসের? আমি আজই হাসপাতালে জানিয়ে রাখছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমল চলে আসবে।' জবা বললো, 'সেটাই যেন হয়।' তখন মৌ বললো, 'সেটাই হবে, আপু। আমরা আর কিছু শুনতে চাই না। যদি ভাই না আসে তবে জোর করে নিয়ে আসা হবে।'

তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল। জবা তার বাবা-মায়ের ঘরে ফিরে সোনালী ও রুপালীকে বললো, 'তোমরা নিজ নিজ কোলবালিশ নিয়ে এসো।' এতে সোনালী ও রুপালীর মন খারাপ হয়ে গেল। তখন জবার বাবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, তোমার মেয়েদের ফল কি তোমার প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি?' জবা বললো, 'না, তেমনটা হয়নি।' তখন জবার মা বললো, 'আমিও একবার ফলাফল দেখতে চাই।' জবা বললো, 'কোন মুখ নিয়ে দেখবে? দেখার পর লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করবে।'

এ কথা শুনে জবার মা ভীষণ রেগে গেল। তারপর সে বললো, 'তুমিই তোমার মেয়েদের ধরে রাখো, আর আমি তাদের কোলবালিশগুলো নিয়ে আসছি।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে চেপে ধরে বসে রইলো, আর জবার মা বেডরুম থেকে সোনালী ও রুপালীর কোলবালিশগুলো নিয়ে এলো। তারপর জবার মা জবাকে বললো, 'এবার এগুলো কেটে দাও।' তখন সোনালী ও রুপালী কান্নায় ভেঙে পড়লো।

এসব দেখে জবার বাবা ভীষণ রেগে গেল। সে জবার হাত থেকে সোনালী ও রুপালীর পরীক্ষার ফলাফলের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে এক নজর দেখে নিলো। এতে তার চোখ সেখানেই আটকে গেল। তখন জবার মা বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই সোনালী ও রুপালীর ফলাফল দেখে খুশি হয়েছ।' তখন জবার বাবা বললো, 'খুশি হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এবার তুমিও দেখে নাও।' জবার মা বললো, 'আমি জানি, ফল ভালো হয়নি। তবুও তোমার কথায় একবার দেখে নিচ্ছি।' তারপর

জবার মা সেই কাগজে চোখ রাখতেই তার চোখ সেখানে আটকে গেল। তখন জবার বাবা বললো, 'এবার তুমিও নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছ, তাই না?'

এ কথা শুনে জবার মা বললো, 'তোমার মেয়েরা তো খুব ভালো করেছে। আমরা সেই উপলক্ষে মিষ্টি খেতে চাই।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা। আমি মিষ্টি কিনে দেব।' সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?' জবার মা বললো, 'ক্লাসে তোমরা সেরা হয়েছ।' তখন সোনালী ও রুপালী কান্নায় ভেঙে পড়লো, আর বললো, 'এত ভালো ফল করার পরও যদি কোলবালিশ কেটে দেয়া হয় তবে আমরা কোলবালিশ ছাড়াই থাকবো। লাগবে না কোনো কোলবালিশ।'

তখন জবার বাবা সোনালীকে এবং জবার মা রুপালীকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর তারা বললো, 'আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। নইলে কি আর কেউ তোমাদের ওপর রাগ করে!' জবা বললো, 'ঠিক তাই। তোমাদের কোলবালিশগুলো অক্ষত থাকবে। আমি তাদের গায়ে কোনো আঁচড় লাগতে দেব না।' তারপর জবা প্রথমে সোনালীর ও পরে রুপালীর কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আজ থেকে তোমরা তোমাদের প্রিয় কোলবালিশের সাথে আরো বেশি সময় কাটাবে।'

কিন্তু সোনালী ও রুপালী কেঁদেই চলেছে। কোনো কিছুতেই যেন তাদের কান্না থামাতে পারছে না। তখন জবা বললো, 'চলো, সবাই মিলে ঘুরে আসি।' তবে তাতেও কাজ হলো না। অনেক আদর করার পর সোনালী ও রুপালী ঘুরতে যেতে রাজি হলো। তবে ততক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে। তখন জবা বললো, 'যদি বৃষ্টি চলে যায় তবে আমরা ঘুরতে বের হবো, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তখন জবা

বললো, 'তোমরা দুজন তোমাদের কোলবালিশগুলো কোলে নিয়ে বসে পড়ো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর তারা তাদের কোলবালিশ কোলে নিয়ে বসে পড়লো, আর সবাই গল্প করতে লাগলো।

দেখতে দেখতেই বৃষ্টি থেমে গেল। মেঘের কোল থেকে রংধনু উঁকি দিলো। রুপালী অপলক দৃষ্টিতে রংধনুর দিকে তাকিয়ে রইলো। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী দেখছ?' রুপালী বললো, 'আকাশের সাতরং দেখছি।' তখন জবা সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'ওমা, কি সুন্দর রংধনু!' সোনালী বললো, 'এটা থেকে চোখ সরানো দায়।' জবা বললো, 'একদম ঠিক।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লো।

রংধনুটা রুপালীর নজর এমনভাবে কেড়ে নিয়েছিলো যে রুপালী অন্য কিছুর দিকে নজর দিতে পারলো না। তখন জবা বললো, 'রংধনুটা সত্যিই তোমার নজর কেড়েছে, তাই না?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' জবা বললো, 'খুব অপরুপ রংধনুটা।' সোনালী বললো, 'একদম তোমার মতো।' এতে জবা লজ্জায় হেসে ফেললো। তখন জবার মা বললো, 'এতে লজ্জার কী আছে? তুমি সত্যিই অপরুপা।' জবার বাবা বললো, 'ঠিক তাই।'

আস্তে আস্তে রংধনুটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন জবা বললো, 'এবার তাহলে আমরা হাঁটতে শুরু করি, কেমন?' রুপালী মন খারাপ করে বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'মন খারাপ কেন, মা? কী হয়েছে?' রুপালী বললো, 'রংধনুটা মুছে গেছে।' তখন জবা বললো, 'কোনো ব্যাপার না। আমি

আরেকটা এঁকে দেব, কেমন?' সোনালী বললো, 'বেশ।' তারপর তারা হাঁটতে শুরু করলো।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর তারা পার্কে পৌঁছে গেল। তারপর জবা বললো, 'আমরা এখানে কিছুক্ষণ বসে থাকবো।' তারপর তারা বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর মৌ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললো, 'তোমরা ঘুরতে এসেছ, তাই না?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' তখন মৌ বললো, 'চলো, আমরা গল্প করতে করতে হেঁটে নিই।' তারপর সবাই হাঁটতে শুরু করলো। তখন মৌ বললো, 'আমরা ভাই-এর (কমল) সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। পরে হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে যে তার ফিরে আসতে কিছুটা সময় লাগবে।'

এ কথা শুনে জবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন মৌ বললো, 'তবে তুমি একদম ভেঙে পড়বে না। সে নিজে আসতে না চাইলে জোর করে নিয়ে আসা হবে।' জবা বললো, 'এভাবে জোর করে নিয়ে আসলে কি কমলের মন ভালো থাকবে?' মৌ বললো, 'ভাইকে ছাড়া তুমি বুঝি খুব সুখেই আছো?' জবা বললো, 'সেটা নয়, তবে...' মৌ বললো, 'আমি কিছুই শুনতে চাই না। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার প্রিয় মানুষটাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব।'

জবা মৌকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে এভাবে জোর করে কোনোকিছু পাওয়া যায় না, থবে মৌ শুনবে না। তখন জবা বললো, 'বেশ। তোমার যেটা ভালো মনে হয় সেটাই করো। তবে খারাপ কিছু হলে আমি দায়ী থাকবো না।' মৌ বললো, 'চিন্তার কিছু নেই, আপু। এই ব্যাপারে তোমার কোনো দোষ নেই, তাই তুমি

কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।' তারপর সবাই হাঁটতে হাঁটতে পার্কের এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল।

তখন জবা বললো, 'তাহলে এবার আমরা ঘরে ফিরে যাই, কেমন?' মৌ বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল। তারপর জবা চিন্তা করতে লাগলো, কমলকে এভাবে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কি ঠিক হবে? তখন জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'এভাবে বসে কী ভাবছো?' তখন জবা সবটা বলতেই জবার মা বললো, 'তুমি যেন খুশি থাকো, তার জন্যই এসব করা হচ্ছে।' জবা বললো, 'জানি না, কমল ফিরে এসে খুশি হবে কি না।'

তখন জবার মা বললো, 'আমি রাতের খাবার তৈরি করতে যাচ্ছি, তোমরা গল্প করে নাও।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা তার পরিবারের সাথে গল্প করতে লাগলো। গল্পের এক পর্যায়ে জবার মনে পড়লো, সে মিষ্টি না কিনেই ফিরে এসেছে। তবে তথক্ষণে রাত হয়ে গেছে বলে সে আর বের হতে পারলো না। তবে জবা এ বিষয়টা জানাতেই জবার বাবা বললো, 'আজ কিনতে না পারলেও সমস্যা নেই। কাল কিনবে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, বাবা। তা-ই হবে।'

কিছুক্ষণ পর জবার মা বললো, 'রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেছে। তোমরা খেয়ে নাও।' তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আজ আমার সোনামণিরা আমার সাথেই ঘুমাবে।' এ কথা শুনে সোনালী ও রুপালী ভীষণ খুশি হলো। তারপর তারা নিজ নিজ কোলবালিশ সাথে নিয়ে বেডরুমে গেল। তারপর জবা বিছানার মাঝখানে শুয়ে পড়লো, এবং বললো, 'তোমরা দুজন আমার দুই পাশে শুয়ে পড়ো।'

এ কথা শুনে জবার এক পাশে সোনালী এবং অপর পাশে রুপালী শুয়ে পড়লো। তখন জবা বললো, 'তোমরা কি আমার আচরণে কষ্ট পেয়েছিলে?' রুপালী বললো, 'খুব কষ্ট পেয়েছি।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা রুপালীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'কাঁদে না, মা। আসলে, আমি একটু দুষ্টুমি করছিলাম।' তখন সোনালী বললো, 'আর তাতেই আমরা কষ্ট পেয়েছি।' তারপর সে-ও কান্নায় ভেঙে পড়লো।

ততক্ষণে জবার চোখ দিয়েও পানি বের হতে শুরু করেছে। জবা যেন কান্না চেপে রাখতে পারছে না। তখন সে বললো, 'এসো, মা-মণিরা। তোমরা দুজন আমার বুকের দুই পাশে থাকবে।' তারপর জবা একপাশে সোনালী এবং অপর পাশে রুপালীকে রেখে প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো। তাতেও তাদের কান্না থামলো না। তখন জবা সোনালী ও রুপালীকে মন ভালো করা গান শুনিয়ে দিলো। এক পর্যায়ে সোনালী ও রুপালী ঘুমিয়ে পড়লো। জবা নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর সোনালী ও রুপালী হঠাৎ উঠে পড়লো। তারপর তারা নিজ নিজ কোলবালিশ জবার কাছে রেখে ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে বেচারি জবা তো ঘুমিয়েই আছে। সে তো আর এসব জানে না। পরদিন সকালে এটা জবার নজরে আসতেই সে বললো, 'তোমরা কেন এমনটা করতে গেলে?' রুপালী বললো, 'তুমি তো আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় কোলবালিশগুলো কেটে ফেলতে চেয়েছিলে। তাই আমরা তোমার দুই পাশে দুটো কোলবালিশ রেখে

নিজেরা অপর পাশ ফিরে ঘুমিয়ে ছিলাম।' সোনালী বললো, 'ঠিক তাই। আমরা কোলবালিশ ছাড়াই থাকবো, এবং দরকার পড়লে তোমাকে ছাড়া থাকবো।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'তাহলে আমি মরে গেলেই ভালো হয়। সে ক্ষেত্রে তোমাদের কোলবালিশ কাটার মতো কেউ থাকবে না।' তখন রুপালী বললো, 'এ কেমন কথা? আমরা তোমাকে ছেড়ে থাকতে চাইছি বলে তুমি নিজেকে শেষ করে দেবে?' জবা বললো, 'আমি তোমাদের এত আদর করলাম, তাতেও যদি কাজ না হয়, তবে আমার বেঁচে থেকে কী লাভ? তার চেয়ে ভালো আমি মরে যাই। তাই আমি ঠিক করেছি, আমি আজই আমার হৃৎপিন্ড কোনো এক অসহায় মানুষকে দিয়ে আসবো। হয়তো তার এই হৃৎপিন্ডটা প্রয়োজন।'

এ কথা শুনে রুপালী কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা বললো, 'কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই। আমি আর বাঁচতে চাই না।' তখন সোনালী বললো, 'তোমাকে ছাড়া আমরা বাঁচবো না।' রুপালী বললো, 'যদি আমরা সত্যিই কোনো অন্যায় করে থাকি তবে আমাদের ক্ষমা করে দাও। কথা দিচ্ছি, এমনটা আর হবে না।' কিন্তু জবা তার মেয়েদের কথা শুনবে না।

কিছু সময় পর জবা সোনালী ও রুপালীকে বললো, 'আজ আমি তোমাদের নিজ হাতে খাওয়াবো।' তখন জবার বাবা জিজ্ঞেস করলো, 'আজ হঠাৎ এমন করছো কেন?' জবা বললো, 'আজ আমি সবাইকে শেষ বিদায় জানাচ্ছি। আজ আমি আমার হৃৎপিন্ড আরেকজনকে দিয়ে আসবো। তাতে তার উপকার হবে।' তখন জবার মা বললো, 'এমনটা করতে যেও না। আমরা তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।' রুপালী বললো, 'বললাম তো, ভুল হয়ে গেছে। আর এমনটা হবে না।'

জবা বললো, 'চুপচাপ খেয়ে নাও। না হলে ভালো হবে না, এই বলে দিলাম।' তারপর সোনালী ও রুপালী মন খারাপ করে খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার বলে দাও, আমি কোন জামা পরে হাসপাতালে যাবো।' তখন রুপালী কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'তুমি লাল জামাটা পরে যাও।' জবা বললো, 'বেশ। তাহলে আমি তৈরি হয়ে নিই।' তারপর জবা তৈরি হয়ে নিলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'বিদায়, সোনামণিরা। তোমরা লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। আর আমার বাবা-মা আজ থেকে তোমাদের খেয়াল রাখবে। তাহলে আমি চলি।' তারপর জবা বেরিয়ে পড়লো।

এদিকে সোনালী ও রুপালী কেঁদেই চলেছে। তখন জবার মা বললো, 'তোমাদের মা তোমাদের সাথে যা করেছে, তার জন্য কি তোমরা তাকে শাস্তি দিয়েছ?' রুপালী সব খুলে বলতেই জবার বাবা বললো, 'খুব ভালো করেছ। তোমাদের মা তোমাদের সাথে যা করেছে, তারপর তার একটা শিক্ষা পাওয়া দরকার ছিলো।' তবে মাকে ছাড়া সোনালী ও রুপালীর মন ভালো হলো না।

ওদিকে জবা মিষ্টি কিনে তার সব সহপাঠীদের খাওয়ালো। তখন জুঁই বললো, 'সত্যিই, তোমার মেয়েরা এই সমাজের আলোকিত মেয়ে হয়ে উঠবে।' জবা বললো, 'মোটেও না।' তখন স্বর্ণালী বললো, 'কী এমন হয়েছে যে তুমি এমনটা বলছো?' তখন জবা সব খুলে বলতেই জুঁই বললো, 'তুমি যে তোমার মেয়েদের সাথে এমনটা করলে, এটা কি ঠিক হলো?' জবা বললো, 'আমি তাদের সাথে একটু দুষ্টুমি করেছি, আর তারা আমার সাথে এরকমটা করলো!' মৌ বললো,

'আপু, তোমার মেয়েরা এখনো কচি খুকি। তারা তো আর বুঝবে না যে তুমি তাদের সাথে দুষ্টুমি করেছ।' জুঁই বললো, 'ঠিক তাই।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'ঠিক আছে। তোমরা যখন বলছো তখন আমি আমার মেয়েদের কিছুটা বেশি সময় দেব।' এদিকে জবা ও তার সহপাঠীদের পরিকল্পিত নতুন হাসপাতাল তাদের গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত বললেই চলে। শুধু ভেতরের কিছু কাজ বাকি আছে। জবার যেন সেখানে যেতে তর সইছে না। সে বললো, 'চলো। একবার আমাদের স্বপ্নের নতুন হাসপাতাল দেখে আসি।' তারপর তারা নতুন হাসপাতাল দেখতে গেল।

নতুন হাসপাতাল দেখে জবা যেন স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে গেল। হাসপাতালটা যেন তাকে ডাকছে। তখন জুঁই বললো, 'কোথায় হারিয়ে গেলে?' জবা তখনো চুপচাপ হাসপাতালটা দেখেই যাচ্ছে। তখন একপাশ থেকে জুঁই এবং অপর পাশ থেকে স্বর্ণালী জবাকে ধাক্কা দিতে লাগলো। তখন জবার মনে হলো যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। তখন জবা চিৎকার করে বললো, 'ভূমিকম্প হচ্ছে। তাড়াতাড়ি দূরে সরে যাও! আমিও আসছি।' জুঁই হাসতে হাসতে বললো, 'কোনো ভূমিকম্প হচ্ছে না। তুমি যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে। তাই তোমাকে ধাক্কা দিচ্ছিলাম।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'এবার বুঝেছি। আসলে, আমার মনে হচ্ছিলো, এই হাসপাতাল আমাকে ডাকছে।' মৌ বললো, 'নিজেকে নতুন হাসপাতালের একজন বলে মনে হচ্ছে, তাই না?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' স্বর্ণালী বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। আমরা শীঘ্রই এখানে যোগ দেব।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। এবার আমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাই।' জুঁই বললো, 'তা ঠিক আছে, তবে তুমি তোমার মেয়েদের

প্রতি বিশেষ যত্ন নিও। তারা হয়তো মন খারাপ করে বসে আছে, এমনকি তারা হয়তো খাবার মুখে তুলে নেয়নি।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমি এখনই গিয়ে আমার মেয়েদের আদর করবো।' মৌ বললো, 'আমার মেয়েরা পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারেনি বলে আমি তাদের একটু বকেছিলাম, আবার কিছু সময় পর আমি তাদের আদর করেছি। আর তোমার মেয়েরা তো পারলে বিশ্ব জয় করে ফেলবে। তাদের ওপর রেগে থাকবে না, কেমন?' তখন জবা মৌকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো, আর বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আর কখনো এমনটা করবো না।' মৌ বললো, 'চিন্তার কিছু নেই, আপু। তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাও।' তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

ঘরে ফিরে এসে জবা দেখল, সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। আমরা যে তাকে ছাড়া বাঁচবো না।' তখন জবার বাবা বললো, 'তোমরা চোখ বন্ধ করো।' সোনালী ও রুপালী চোখ বন্ধ করলো, আর জবা সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিলো। তারপর জবা সোনালী ও রুপালীর কাছে যেতেই জবার মা জবার এক হাতের ওপর সোনালীর হাথ এবং জবার অপর হাতের ওপর রুপালীর হাত রাখলো। তখন জবার বাবা বললো, 'এবার তোমরা চোখ খোল।'

তখন সোনালী ও রুপালী চোখ খুলতেই দেখল, তাদের মা তাদের সামনে দাড়িয়ে আছে। এটা দেখে রুপালী বললো, 'আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো?' জবা বললো, 'একদম না।' সোনালী বললো, 'তাহলে আমাদের মা বেঁচে আছে।' জবা

বললো, 'হ্যাঁ, সোনা। আমি বেঁচে আছি। তবে আমি হাসপাতাল থেকে এসেছি তো, তাই আমি জানি না, আমি কতটা জীবাণু সাথে করে নিয়ে এসেছি। তাই বলছি, আমি গোসল করে নিই, তারপর তোমাদের কাছে আসবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা গোসল করতে গেল।

গোসল করে ফিরে এসে জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা খেয়েছ?' জবার বাবা বললো, 'আমরা কেউ খাইনি। আমরা সবাই তোমার জন্য বসে আছি।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে এবার আমরা একসাথে খেয়ে নিই।' জবার মা বললো, 'ঠিক আছে।' জবা বললো, 'আমার মেয়েরা আমার জন্য যা করেছে, তারপর আমি নিজ হাতে আমার মেয়েদের খাওয়াবো।' তারপর জবা নিজ হাতে সোনালী ও রুপালীকে খাওয়ালো। তারপর জবা বললো, 'কিছুক্ষণ পর আমি সবাইকে মিষ্টি দেব।'

এ কথা শুনে সবাই ভীষণ খুশি হলো। রুপালী বললো, 'তুমি ফিরে এসেছ বলেই আমরা খেয়ে নিয়েছি। না হলে আমরাও না খেয়ে মরে যেতাম।' জবার মা বললো, 'দেখেছ, তোমার মেয়েরা তোমাকে কতটা ভালোবাসে?' তখন জবা বললো, 'চুপ!' তারপর সে সোনালী ও রুপালীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। জবার বাবা বললো, 'কী এমন হলো যে তুমি কান্নাকাটি করছো?' জবা বললো, 'আমি আমার মেয়েদের ছাড়া বাঁচবো না।'

জবার বাবা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি মরতে চেয়েছিলে যে?' জবা বললো, 'বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে। আর কখনো এমনটা করবো না।' তারপর জবা প্রথমে সোনালী ও পরে রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'এবার তোমরা সবাই মিষ্টি

খেয়ে নাও।' তারপর জবা সবাইকে মিষ্টি দিলো। তারপর জবা বললো, 'সোনামণিরা, হাঁ করো।' তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে মিষ্টি খাওয়ালো।

মিষ্টি খেয়ে ছোট্ট মেয়েদের মন ভালো হয়ে গেল। তখন জবা বললো, 'এখন তোমাদের মন ভালো হয়ে গেছে, তাই না?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' রুপালী বললো, 'তুমি আমাদের সাথে থাকলে আমরা অবশ্যই খুশি হবো।' তখন জবা বললো, 'আমি সব সময় তোমাদের সাথে থাকতে পারবো না। আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।' সোনালী বললো, 'সেটা ঠিক আছে। তবে রাতে আমাদের সাথে থাকবে তো?' জবা বললো, 'অবশ্যই থাকবো, সোনামণিরা।'

এ কথা শুনে রুপালীর মুখে হাসে ফুটে উঠলো। সে বললো, 'তাহলে আজ রাতে আমরা মা-মণির সাথে ঘুমাবো।' জবা বললো, 'অবশ্যই। আমি যেভাবে তোমাদের কষ্ট দিয়েছি, তার শাস্তি হিসেবে আমিই তোমাদের কষ্ট দূর করবো। আশা করি তাতে তোমাদের মন ভালো হবে।' সোনালী বললো, 'বেশ।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ছিলো মন ভালো করা গান। এভাবেই গল্প করতে করতে সন্ধ্যা নেমে এলো।

কিছুক্ষণ পর জবার মা বললো, 'আমি রাতের খাবার তৈরি করতে যাচ্ছি, তোমরা গল্প করতে থাকো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা বললো, 'আমি একটি রংধনু এঁকে দিচ্ছি। আমার মেয়েরা এটাকে মন ভরে দেখবে।' তারপর জবা একটি সুন্দর রংধনু এঁকে দিলো। সেটা দেখে রুপালী বললো, 'তুমি এত সুন্দর রংধনু আঁকতে পারো!' জবা বললো, 'হ্যাঁ, সোনা।' তখন সোনালী বললো,

'সত্যিই তোমার হাতে জাদু আছে। তোমার মতো মা পেয়ে নিজেদের ভীষণ সৌভাগ্যবতী মনে হচ্ছে।'

এ কথা শুনে জবা এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তখন সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা? মন খারাপ কেন?' জবা বললো, 'কে বলেছে, আমার মন খারাপ?' তখন রুপালী বললো, 'তুমি কাঁদছ যে?' জবা চোখের পানি মুছে বললো, 'একদম না। এই যে, আমি হাসছি।' তারপর জবা অনেক কষ্টে নিজের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললো। সোনালী ও রুপালী বুঝলো, এই হাসি আসল না, তবুও তারা কিছু বললো না।

কিছুক্ষণ পর জবার মা বললো, 'রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেছে। তোমরা খেয়ে নাও।' তখন জবা বললো, 'আমি আমার মেয়েদের নিজ হাতে খাওয়াবো।' রুপালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' জবা বললো, 'জানি, আমি ক্ষমার যোগ্য না। তবুও বলছি, পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।' সোনালী বললো, 'না, মা। এভাবে বলতে নেই।' তখন জবা বললো, 'তাহলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের খাওয়াবো।' তখন সোনালী ও রুপালী জবার কাছে যেতেই জবা নিজ হাতে সোনালী ও রুপালীকে খাওয়ালো।

রাতে খাওয়ার পর জবা বললো, 'এবার চলো। আমি নিজেই তোমাদের ঘুম পাড়াবো।' তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' সোনালী বললো, 'অনেক দিন পর আমরা আবার তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে পারবো।' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে বেডরুমে গেল। তারপর জবা

খাটের মাঝখানে শুয়ে পড়লো এবং বললো, 'আমার এক পাশে সোনালী এবং অপর পাশে রুপালী ঘুমাবে।'

তখন জবার এক পাশে সোনালী এবং অপর পাশে রুপালী শুয়ে পড়লো। জবা সোনালীকে বুকের এক পাশে এবং রুপালীকে বুকের অপর পাশে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার লক্ষ্মী মা-মণিরা।' তখন সোনালী জবার এক গালে এবং রুপালী জবার অপর গালে একসাথে চুমু দিয়ে বললো, 'পরীর মতো মা আমাদের।' জবা বললো, 'আমি ভাবতে পারিনি, তোমরা এতটা দুষ্টু হবে।' রুপালী বললো, 'মনে হয় ভুল কিছু বলে ফেলেছি।' জবা বললো, 'সেটাই।'

এ কথা শুনে সোনালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ভুলটা কোথায়?' জবা বললো, 'আমি মোটেও পরীর মতো না।' রুপালী বললো, 'আমাদের দুষ্টু-মিষ্টি মা-মণি।' সোনালী বললো, 'ঠিক তাই।' তখন জবা হেসে বললো, 'তাই, না?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।' জবা বললো, 'এবার ঘুমাও। না হলে খুব মারবো, এই বলে দিলাম।' সোনালী বললো, 'তুমি আঘাত করলেও আমরা খুশি হবো। শুধু আমাদের ছেড়ে যেও না।' জবা বললো, 'যাবো না, সোনা।' রুপালী বললো, 'আর আমাদের কোলবালিশগুলোর কী হবে?'

এ কথা শুনে জবা অবাক হয়ে গেল। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাতে চাও?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা। হাজার হোক, তারা তো আমাদের বোনের মতো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। তোমরা কোলবালিশ

নিয়েই ঘুমাও, তবে কোলবালিশ দুটো আমার দুই পাশে থাকবে, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সোনালী ও রুপালী তাদের কোলবালিশগুলো জবার দুই পাশে রেখে দিলো। জবা দুটো কোলবালিশের গায়ে তার দুই হাত বুলিয়ে দিলো। তখন রুপালী বললো, 'তোমার আদর পেয়ে আমাদের বোনগুলো খুশি হবে।' জবা বললো, 'সে জন্যই তো তাদের আদর করছি।' সোনালী বললো, 'তুমি সত্যিই খুব ভালো।' জবা বললো, 'এবার তোমরা তোমাদের কোলবালিশগুলো বুকে নিয়ে ঘুমাও, কেমন?' তারপর সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ কোলবালিশ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। জবা নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল, লাল জামা পরা মেয়েটার কাছে বসে ছোট্ট দুটো মেয়ে কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই লাল জামা পরা মেয়েটি বললো, 'তুমি তো এই ছোট্ট মেয়েদের মেরে ফেলতে চেয়েছিলে, তাই তারা কাঁদছে।' তখন জবা বললো, 'কোনো মা তার নিজের মেয়েদের মেরে ফেলতে পারে না।' তারপর জবা সেই ছোট্ট মেয়েদের কোলে নিয়ে দেখল, তারা দেখতে এক রকম হলেও তাদের জামার রং কিছুটা আলাদা। একজনেরটা হালকা নীল এবং অপরজনেরটা গাঢ় নীল রঙের।

জবা সেই ছোট্ট মেয়েদের চুমু দিয়ে বললো, 'আমি ভুল করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।' তখন হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'আমরা বেঁচে থাকলে তো তুমি বেঁচে থাকবে না, তাই আমরা মরে গেলেই ভালো হয়।'

জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'না, মা-মণিরা, আমি বেঁচে থাকবো, আর তোমাদের নিয়েই বেঁচে থাকবো, কেমন?' কিন্তু ছোট্ট মেয়েরা সেটা মানবে না।

তখন গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'আমরা আর বাঁচতে চাই না। তুমি আমাদের মেরে ফেললেই ভালো হয়।' জবা বললো, 'তোমরা তো আমার বুকের অনেক ভেতরে বাস করো। আমি কিভাবে তোমাদের মেরে ফেলব?'
তারপর সে গাইতে লাগলো:

'আমার বুকের অনেক ভেতরে তোমাদের বসবাস,
আমার চোখের অতল গভীরে তোমাদের নীল আকাশ।।'

তখন হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'কী মিষ্টি কণ্ঠ তোমার!' গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'মনে হচ্ছে যেন কোকিল গান গাইছে।' জবা বললো, 'তাহলে এবার তোমাদের মন ভালো হয়েছে, তাই না?' তারা বললো, 'হ্যাঁ।' তারপর জবা সেই ছোট্ট মেয়েদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তখন হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'তোমার হাতের কোমল স্পর্শ পেয়ে খুব ভালো লাগছে।' গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'মনে হচ্ছে যেন আমরা স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছি।' তারপর সেই ছোট্ট মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লো, আর তারা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হতে থাকলো।

তখন জবার ঘুম ভেঙে গেল এবং সে চিৎকার করে বললো, 'এ হতে পারে না!' তখন সোনালী ও রুপালী উঠে পড়লো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা?' জবা বললো, 'আমি হয়তো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।' তখন জবার মা এসে বললো, 'কী এমন হয়েছিলো যে তুমি এভাবে চিৎকার করে উঠলে?' জবা সব খুলে

বলতেই রুপালী বললো, 'তুমি সত্যিই দুঃস্বপ্ন দেখছিলে।' সোনালী বললো, 'আমি পানি এনে দিচ্ছি।'

তারপর সোনালী এক গ্লাস পানি এনে জবাকে বললো, 'এই নাও, মা। পানি খাও।' জবা পানি খেয়ে নিতেই রুপালী তার কোলে একটি চারকোণা বালিশ রেখে জবাকে বললো, 'মা, তুমি আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাও।' জবা রুপালীর কোলে মাথা রাখতেই রুপালী জবার কপালে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তুমি ঘুমাও।' কিন্তু জবা তো কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাবে না।

তখন রুপালী নিজের কোলবালিশটা জবাকে দিয়ে বললো, 'এই নাও।' জবা রুপালীর কোলবালিশটা বুকে নিয়ে সেটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার লক্ষ্মী মা-মণি।' তারপর জবা ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর রুপালী জবার মাথাটা নিজের কোল থেকে নামিয়ে জবাকে খাটের ওপর সমানভাবে শুইয়ে দিলো। তারপর রুপালী জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমাদের লক্ষ্মী মা-মণিটা এক নিষ্পাপ রাজকন্যার মতোই শান্তিতে ঘুমাচ্ছে।' সোনালী বললো, 'মাকে একদম ফুটফুটে পরীর মতো লাগছে।' তারপর সে জবাকে চুমু দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। রুপালী নিজেও জবার অপর পাশে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আমি হাসপাতালে যাচ্ছি, দুপুরে ফিরে আসবো।' রুপালী বললো, 'সত্যি কথা বলছো তো?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, মা। আমি সত্যিই ফিরে আসবো।' তারপর জবা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। তারপর কিছুটা সময় সোনালী ও

রুপালীর মন খারাপ থাকলেও জবা ঘরে ফিরে আসতেই সোনালী ও রুপালীর মন ভালো হয়ে গেল। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে গল্প করতে লাগলো, আর রাতে খাওয়ার সময় হলে সবাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। এভাবেই কাটলো বেশ কিছুদিন। মাঝেমধ্যে তারা দুপুরে খাওয়ার পর ঘুরতে যেত, আর তাতেই সবার মন ভালো হয়ে যেত।

এভাবে দেখতে দেখতেই সোনালী ও রুপালীর স্কুল খোলার সময় ঘনিয়ে এলো। তখন জবা বললো, 'এবার আমরা ফিরে যাই, কেমন?' জবার মা বললো, 'আচ্ছা।' কিন্তু সোনালী ও রুপালী যেন জবার বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। তখন জবা বললো, 'এখন তো তোমাদের স্কুল খুলে যাবে। তাই আমরা চলে যাচ্ছি। পরবর্তীতে ছুটি পেলেই আবার ফিরে আসবো, কেমন?' কিন্তু সোনালী ও রুপালী যাবে না।

তখন জবা রেগে গিয়ে বললো, 'এমনটা করলে কিন্তু আমি আর কখনো তোমাদের নিয়ে এখানে আসবো না।' তখন সোনালী ও রুপালী বললো, 'তাহলে চলো।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে জবার বাবা-মায়ের ঘর ছেড়ে জবা ও কমলের নতুন ঘরে প্রবেশ করলো। তবে তখন থেকেই সোনালী ও রুপালীর মন খারাপ ছিলো। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সোনালী বললো, 'আগে আমরা তোমার বাবা-মায়ের সাথে কত গল্প করেছি। এখন কার সাথে করবো?' তখন জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'ভবিষ্যতে তো আরো ছুটি পাবে। তখন আমরা আবার সেখানে যাবো।'

কিন্তু সোনালী ও রুপালী সেটা মেনে নিতে পারলো না। তখন জবা রেগে গিয়ে বললো, 'আমরা আর কখনো সেখানে যাবো না। সেখানে গিয়ে তোমরা আমার মাথায় চড়ে বসেছ।' সোনালী বললো, 'সত্যিই, এখানে কথা বলার মতো কেউ নেই। সেখানে কথা বলার মতো অনেক মানুষ ছিলো।' জবা বললো, 'চুপ!' রুপালী বললো, 'তুমি একদম ভালো না।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'তোমরা এখন যা করলে, তারপর তোমরা আর কখনো আমার সাথে থাকবে না। খাওয়া, ঘুম-সব আলাদাভাবে করবে, আমার সাথে নয়। আজ থেকে আমি জানবো যে আমার মেয়েরা মরে গেছে, আর তোমরাও জানবে যে তোমাদের মা মরে গেছে।' তখন রুপালী কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে, মা। আমাদের ক্ষমা করে দাও।' সোনালী কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমরা কথা দিচ্ছি, আর কখনো এমনটা করবো না।'

তখন জবা বললো, 'আমি বলেছি না, আমরা আলাদা থাকবো? তোমরা এখান থেকে দূর হও।' সোনালী ও রুপালী আবার আগের মতোই নিজ নিজ কাজে লেগে পড়লো। এটা দেখে জবা খুশি হলেও সে সোনালী ও রুপালীকে বুঝতে দিলো না যে সে কতটা খুশি হয়েছে। জবা বললো, 'তোমরা মনে করবে না যে তোমাদের কাজ দেখে আমি খুশি হয়েছি। তোমাদের কোনো কাজ আমার মন ভালো করতে পারবে না।' তবুও সবাই নিজ নিজ কাজ করতে লাগলো।

সেই রাতে খাওয়ার পর জবা বললো, 'তোমরা আলাদা ঘুমাবে।' রুপালী বললো, 'আমরা এক রাত তোমার সাথে ঘুমাতে চাই।' জবা বললো, 'একদম না।' সোনালী বললো, 'একটা রাতেরই তো ব্যাপার। তুমি কি পারবে না?' জবা বললো, 'পারবো

না। আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে এমন মার মারবো যে সারা জীবন মনে থাকবে।' কিন্তু সোনালী ও রুপালী কিছুতেই তাদের মাকে ছাড়া থাকবে না।

তখন জবা তার মেয়েদের বেশ কয়েকবার আঘাত করার পর তারা বললো, 'ঠিক আছে। আমরা তোমাকে ছাড়াই ঘুমাবো।' জবা বললো, 'যাও তাহলে। আর, ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না যেটা আমাকে বাধ্য করবে তোমাদের আঘাত করতে।' তখন সোনালী ও রুপালী কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। জবা আরেকটি বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো, তবে সোনালী ও রুপালী তখনো জেগে ছিলো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল, লাল জামা পরা মেয়েটি কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি বললো, 'তুমি পারলে এতটা নিষ্ঠুর হতে!' তখন জবা বললো, 'আমি কী এমন করেছি যে তুমি এমনটা বলছো?' মেয়েটি বললো, 'তুমি কেন নিজের মেয়েদের এভাবে মারলে? কী অপরাধ ছিলো তাদের?' জবা সবটা বলতেই মেয়েটি বললো, 'তারা যেখানে ছিলো সেখানে মানুষ বেশি ছিলো বলেই তারা আসতে চায়নি, আর তুমি তাতেই নিজের মেয়েদের আঘাত করেছ। আর তুমি যদি জোর করেই সব করতে চাও তাহলে তারা আর কোনোদিন হাসিখুশি থাকবে না। সব সময় কষ্ট নিয়ে থাকবে। তখন কি তোমার ভালো লাগবে?'

তখন জবা বললো, 'না।' মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'যদি তোমার সাথে এমনটা করা হয় তবে তোমার কেমন লাগবে?' জবা বললো, 'এমনটা হলে আমি মরেই যাবো।' তখন মেয়েটি বললো, 'তাহলে এবার তোমার মেয়েদের কাছে গিয়ে

তাদের আদর করে এসো।' জবা মেয়েটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয় মেয়ে, তাই আগে আমি তোমাকেই আদর করবো।'

ততক্ষণে জবার ঘুম ভেঙে গেছে। তখন সে বললো, 'আমার মেয়েরা ঠিক আছে তো?' তারপর সে তার মেয়েদের কাছে ছুটে গেল। তারপর সে রুপালীর কপালে হাত দিতেই দেখল, সেই ছোট্ট মেয়েটির গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সোনালীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তখন জবা বললো, 'জ্বরে তো গা পুড়ে যাচ্ছে। আমি এখনই জলপট্টি দিয়ে দিচ্ছি।' রুপালী বললো, 'তুমি চলে যাও। আমরা তোমাকে ছাড়াই থাকতে চাই।' জবা বললো, 'কিন্তু আমি তোমাদের ছাড়া বাঁচতে পারবো না।' সোনালী বললো, 'তুমি আমাদের যেভাবে কষ্ট দিয়েছ তাতে আমরা মরে গেলেই ভালো হয়।'

তখন জবা বললো, 'না, মা। এভাবে বলতে নেই।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন সোনালী জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি ঘুমাও, মা।' জবা বললো, 'আগে তোমাদের জলপট্টি দিয়ে দিই। না হলে তোমরা মরেই যাবে।' তখন রুপালী বললো, 'মরলে মরবো।' জবা বললো, 'যদি মরতেই হয় তবে আমি মরবো, তোমরা নয়।' সোনালী বললো, 'তোমার হাতে তো অনেক মানুষের জীবন আছে, তাহলে তুমি কেন মরবে? আর, তুমি মরে গেলে যারা তোমার আশায় বসে থাকতো তাদের কী হবে?' তখন জবা বললো, 'আর তোমাদের জীবন কার হাতে?'

তখন রুপালী হেসে বললো, 'এটা তো আমি ভেবে দেখিনি। আমাদের ছাড়া যে তুমি অসম্পূর্ণ!' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'এবার জলপট্টি দিয়ে দিই, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং

তারপর রুপালীকে জলপট্টি দিয়ে দিলো। এভাবে বেশ কয়েকবার করার পর জবা বললো, 'আশা করি এবার তোমাদের জ্বর কমেছে।' তারপর জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবা উঠে বললো, 'আজ আমি সব কাজ নিজেই করবো। তোমরা আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাবে না, কেমন?' রুপালী বললো, 'আমরা সব পারবো। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।' জবা বললো, 'একদম না। এখনো তোমাদের জ্বর ভালো হয়নি। আমি তোমাদের খাবার খাওয়াবো, তারপর জ্বর কমানোর ঔষধ খাওয়াবো।' সোনালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' তখন জবা বললো, 'তোমরা হয়তো এখনো আমার ওপর রেগে আছো, কিন্তু তোমরা এভাবে নিজেদের ক্ষতি করতে যেও না। দরকার পড়লে আমাকে আঘাত করো।'

এ কথা শুনে রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা। আজ আমরা কিছুই করবো না। হাজার হোক, আমরা তো তোমাকে কষ্ট দিতে পারবো না।' জবা বললো, 'তাহলে আমি তোমাদের জন্য খাবার বানিয়ে নিয়ে আসছি।' তারপর জবা হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা তৈরি করতে লাগলো, আর এই ফাঁকে সোনালী ও রুপালী হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার তোমরা লক্ষ্মী মেয়ের মতো খেয়ে নাও।' তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে নিজ হাতে খাবার খাওয়ালো।

তারপর জবা বললো, 'এবার তোমরা জ্বর কমানোর ঔষধ খেয়ে নাও।' রুপালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই। আমরা ঠিক আছি।' জবা বললো, 'তাহলে মেপে দেখি।' তারপর জবা দেখল যে এখনো অনেকটা জ্বর আছে। তখন জবা

বললো, 'ঔষধ খেয়ে নাও।' তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে ঔষধ খাওয়ালো। তারপর জবা বললো, 'এবার তোমরা লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে থাকবে। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবো।'

রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা। ভালোভাবে যেও।' জবা বললো, 'তোমরা বিছানা ছেড়ে উঠবে না। দরকার পড়লে নিজের কোলবালিশের সাথে সময় কাটাবে, কেমন?' তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আসি তাহলে।' তারপর জবা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

হাসপাতালে গিয়ে জবা ঠিকমতো কাজ করতে পারলো না। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই জবা বললো, 'আমার মেয়েরা কিছুতেই আমার বাবা-মাকে ছেড়ে আসতে চাইছিলো না। তাই আমি তাদের আঘাত করেছি, আর এখন তাদের জ্বর এসেছে।' তখন জুঁই বললো, 'তোমার মেয়েরা ছোট বলে এমনটা করেছে। তাই বলে তুমি তাদের এতটা কষ্ট দেবে?' জবা বললো, 'আমি না বুঝে আমার মেয়েদের এতটা কষ্ট দিয়েছি। এখন আমার মন যে তাদের কাছে পড়ে আছে।'

তখন জুঁই বললো, 'তাহলে আজ তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে যাও।' জবা বললো, 'সেটাই করতে হবে।' কিন্তু চাইলেই কি আর তাড়াতাড়ি করা যায়! তাই জবাকে কিছুটা দেরিতেই ঘরে ফিরতে হলো। তবে ততক্ষণে সোনালী ও রুপালী কাজে লেগে পড়েছে। এটা দেখে জবা বললো, 'বেশি পাকামি হচ্ছে, তাই না?' রুপালী বললো, 'কেন, মা? ভুল কিছু করছি কি?'

তখন জবা বললো, 'আমি তোমাদের চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলেছিলাম, আর তোমরা কি না নিজ নিজ কাজে লেগে পড়েছ!' রুপালী বললো, 'এভাবে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছিলো না, তাই আমরা এমনটা করছি।' তখন জবা বললো, 'দেখি তো, আমার সোনামণিদের জ্বর সেরে গেছে কি না।' তারপর জবা প্রথমে সোনালী এবং তারপর রুপালীর শরীরের তাপমাত্রা মেপে দেখল যে তাদের জ্বর সেরে গেছে। তখন জবা বললো, 'খুব ভালো হয়েছে যে তোমাদের জ্বর সেরে গেছে।'

তখন সোনালী বললো, 'তাহলে কি এবার সব ঠিক হয়ে যাবে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, সোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে।' তখন রুপালী বললো, 'বেশ।' তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করতে গেল। সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো।

কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমরা খেয়ে নিই।' তারপর সবাই খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'ভেবেছিলাম তোমাদের নিয়ে ঘুরতে যাবো, তবে তোমাদের শরীর খারাপ ছিলো বলে পারছি না। তাই এবার আমি তোমাদের নিয়ে একটু ঘুমাবো।' রুপালী বললো, 'আমরা ঠিক আছি, মা।' জবা বললো, 'আজ নয়, মা। কাল তোমাদের নিয়ে ঘুরতে যাবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে বেডরুমে গেল। তারপর জবা খাটের মাঝখানে শুয়ে পড়লো। সোনালী জবার এক পাশে এবং রুপালী জবার অপর পাশে শুয়ে পড়লো।

তারপর জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার লক্ষ্মী মা-মণিরা।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে সোনালী ও রুপালী ঘুমিয়ে পড়লো। জবা নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে পড়লো। তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন ঘুম হয়েছে?' সোনালী বললো, 'ভালো ঘুম হয়েছে, মা।' রুপালী বললো, 'নিজেকে একদম ফুরফুরে লাগছে।' জবা বললো, 'ঠিক তাই। নিজেকে একদম সতেজ লাগছে।' তারপর সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে পড়লো। এতেই তাদের অনেকটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' তখন রুপালী বললো, 'আমি একবার তারায় ভরা ঐ আকাশ দেখতে চাই।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। দেখে নাও।' সোনালী বললো, 'আমিও দেখবো।' জবা বললো, 'তাহলে তুমিও দেখে নাও।' তারপর সোনালী ও রুপালী বারান্দায় গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ রুপালী চিৎকার করে বললো, 'মা, একবার এদিকে এসো।' তখন জবা ছুটে এসে বললো, 'কী হয়েছে, মা? চিৎকার করছো কেন?' রুপালী বললো, 'ওই দেখ, তারা খসে পড়ছে।' জবা অবাক হয়ে দেখল, যেন সত্যিই একটি তারা খসে পড়ছে! সোনালী বললো, 'আমি শুনেছি, খসে পড়া তারার দিকে তাকিয়ে মন থেকে কিছু চাইলে সেটা পূরণ হয়।'

তখন সোনালী ও রুপালী চোখ বন্ধ করে দু'হাত তুলে বললো, 'আমরা যেন আমাদের বাবাকে ফিরে পাই।' জবা নিজেও চোখ বন্ধ করে দু'হাত তুলে বললো, 'হে আল্লাহ্! আমার জন্য না হোক, আমার মেয়েদের জন্য তুমি কমলকে ফিরিয়ে দাও।' তারপর জবা চোখ খুলে বললো, 'আমি খাবার তৈরি করে নিই।' সোনালী বললো, 'আমরাও আসছি।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো।

কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'তাহলে এবার আমরা খেয়ে নিই, কেমন?' রুপালী বললো, 'অবশ্যই।' তখন জবা বললো, 'তোমরা আমাকে যা দেখিয়েছ তাতে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। তাই আমি তোমাদের নিজ হাতে খাওয়াবো।' সোনালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই। আমরা নিজেরাই খেতে পারবো।' জবা বললো, 'না, মা-মণিরা। আজ তোমরা আমাকে এতটাই খুশি করেছ যে আমি তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না। তাই আমি নিজ হাতে তোমাদের খাওয়াবো।'

তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে নিজ হাতে খাবার খাওয়ালো। তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে বেডরুমে গেল। তারপর জবা খাটের মাঝখানে শুয়ে পড়লো। সোনালী জবার এক পাশে এবং রুপালী জবার অপর পাশে শুয়ে পড়লো। তখন রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'মা, বাবা ফিরে আসবে তো?' জবা বললো, 'তোমরা মন থেকে চাইলে অবশ্যই আসবে।' তখন রুপালী বললো, 'সেটাই যেন হয়।' তারপর সে কাঁদতে শুরু করলো।

তখন জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'কাঁদে না, মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।' সোনালী বললো, 'জানি না, সেটা হবে কি না।' জবা বললো, 'তোমরা মন থেকে চাইলে সেটা অবশ্যই পূরণ হবে।' তারপর জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো।

তখন রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি আমার চাঁদনীকে বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারি?' জবা বললো, 'অবশ্যই।' এ কথা শুনে সোনালী বললো, 'তাহলে আমিও রোদেলাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো।' জবা বললো, 'তোমরা নিজ নিজ কোলবালিশ বুকে নিয়ে ঘুমাও। আর আমিও জবাকে বুকে নিয়ে ঘুমাই, কেমন?' রুপালী বললো, 'তাহলে বেগুনি রঙের কোলবালিশটার কী হবে?' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমি সেটাকে বুকে নিয়ে ঘুমাচ্ছি, আর জবাকে খাটের উন্মুক্ত প্রান্তে রেখে দিচ্ছি।' তারপর জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে কোলে তুলে নিলো। তারপর সে কোলবালিশটাকে রুপালীর অপর পাশে রেখে দিলো যাতে রুপালী বিছানা থেকে পড়ে না যায়।

তখন রুপালী বললো, 'আমি কি জবা আপুকে চুমু দিতে পারি?' জবা বললো, 'অবশ্যই পারবে। এই নাও।' তখন সোনালী মন খারাপ করে বললো, 'আমি কি আমার প্রিয় জবা আপুকে চুমু দিতে পারবো না?' জবা বললো, 'তুমিই আগে দাও।' তখন রুপালী বললো, 'মা, তুমি কোলবালিশটাকে কোলে নাও, আর আমরা দুই পাশ থেকে সেটাকে চুমু দিই।' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'বাহ্। এই না হলে আমার মেয়ে!' তারপর সে সোনালীকে চুমু দিলো।

তারপর জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটা কোলে নিতেই সোনালী সেটার এক পাশে এবং রুপালী অপর পাশে চুমু দিলো। তারপর সোনালী কোলবালিশটার এক পাশে এবং রুপালী অপর পাশে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকার পর জবা বললো, 'এবার এটাকে খাটের উন্মুক্ত প্রান্তে রেখে দিই।' তারপর জবা কোলবালিশটাকে রুপালীর অপর প্রান্তে রেখে দিলো। তারপর সে তার মায়ের বেগুনি রঙের কোলবালিশটা বুকে নিয়ে সেটাকে চুমু দিলো। তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল, কমল তার কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তখন জবা কমলের বুকে মাথা রাখতেই কমল জবার কপালে চুমু দিয়ে বললো, 'আমি চলে এসেছি, প্রিয়তমা।' তখন জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'এতদিন কোথায় ছিলে? তোমাকে ছাড়া আমরা খুব কষ্টে ছিলাম।' সোনালী বললো, 'ঠিক তাই।' তখন কমল সোনালীকে এবং জবা রুপালীকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর কমল বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। আজ থেকে আমি তোমাদের সাথেই থাকবো।'

ততক্ষণে সবার ঘুম ভেঙে গেছে। একজন আরেকজনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী দেখছ এমন করে?' রুপালী তার স্বপ্নের কথাটা জবাকে বলতেই জবা বললো, 'আমিও সেটাই দেখেছি।' সোনালী বললো, 'আমিও।' তখন জবা বললো, 'তাহলে কি কমল বেঁচে আছে, আর সে কি আমাদের সাথে দেখা করবে?' রুপালী বললো, 'আমরা একই স্বপ্ন দেখেছি মানে এটা সত্যি।' তখন জবা বললো, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়। তবে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। কাল আমাকে কাজে যেতে হবে।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

হ্যাঁ, এটাই সত্যি। ততক্ষণে কমলকে দেশে ফিরতে বলা হয়ে গেছে। কমল নিজ মালপত্র গোছাতে শুরু করেছে। তবে তার মন ভালো নেই। জবা যে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে! তখন কমল মন খারাপ করে গাইতে লাগলো:

'পথের মোড়ে শিশির-ভোরে চোখ বাঁকিয়ে দেখতে আমায় যখন,
মনের ভেতর প্রেমের ঝড় বয়ে যেত খুব নীরবে তখন।
তুমি এখন কেমন যানি, কথায় কথায় অভিমানী।
আবার তুমি সেই তুমি হও...'

কিন্তু জবা তো সেখানে নেই। সে যে নিজের ঘরে!

পরদিন সকালে জবা নাশতা করে বেরিয়ে গেল। তারপর হাসপাতালে গিয়ে সে সবটা বলতেই জুঁই দুষ্টুমির ছলে বললো, 'কমলকে জানানো হলেও সে বলেছে যে সে আসবে না।' এটা শুনে জবার মন খারাপ হয়ে গেল। তখন জুঁই বললো, 'তুমি যা করেছ, তারপর কমলের আগমনটাই তোমার কাছে প্রত্যাশিত। তবে আমরা এখনো জানি না, কমল আসবে কি না।' জবা মন খারাপ করে কাজ করতে লাগলো, তবে কাজে যেন তার মন বসছে না। তার ভাবনা জুড়ে যে এখন শুধুই কমল!

তখন জুঁই বললো, 'আমি সব বুঝতে পারছি। তুমি কমলের কথা ভাবছো, তাই না?' জবা বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। সে বললো, 'মোটেও না।' জুঁই বললো, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার মন কমলের কাছে পড়ে আছে।' জবা বললো, 'একদম না।' তারপর তারা আবার কাজে লেগে পড়লো।

কাজ শেষ করে জবা ঘরে ফিরে যেতেই সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা কি আসেনি?' জবা বললো, 'না, মা। সে আসেনি।' তখন রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, মা? কী হয়েছে?' জবা বললো, 'জানি না, সোনা।' তখন সোনালী বললো, 'হয়তো আমরা ঠিকমতো চাইতে পারিনি বলেই পাইনি।' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। তখন জবা বললো, 'আমি আগে গোসল করে আসি, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলবো।' তারপর জবা গোসল করতে গেল।

গোসল করে এসে জবা বললো, 'তোমাদের বাবা হয়তো আজ আসবে না। তার আসতে দেরি হবে, কিন্তু সে আসবে। আমি অনেকটাই নিশ্চিত।' সোনালী বললো, 'আমার মনে হয় বাবা বেঁচে নেই। না হলে আজই চলে আসতো।' রুপালী বললো, 'হতে পারে।' জবা বললো, 'এমনটা হওয়ার কথা নয়।' সোনালী জবার এক পাশে এবং রুপালী জবার অপর পাশে বসে পড়লো। জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে আদর করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করতে গেল। সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা খাবার তৈরি করে খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'চলো, এবার আমরা ঘুরে আসি।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তারপর তারা ঘুরতে বেরিয়ে পড়লো।

জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে পার্কে গেল। সেখানে জবার দেখা হলো নীলাঞ্জনার সাথে। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছো, বোন?' জবা বললো, 'ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?' নীলাঞ্জনা বললো, 'অনেক দিন পর তোমার

সাথে দেখা হলো। ভালো না থেকে কী করবো?' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' নীলাঞ্জনা বললো, 'গত রাতে দেখলাম, আকাশ থেকে তারা খসে পড়ছে। তখন আমি সেটার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম যেন তোমার প্রিয় মানুষটা দেশে ফিরে আসে।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'এমনটা তো আমিও চেয়েছি। কিন্তু সেটা পূরণ হয়নি।' নীলাঞ্জনা বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ তখন সেটাই হবে।' তারপর তারা পার্কে হাঁটতে লাগলো, আর গল্প করতে করতে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলো। তারপর তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে পড়েছে। তবে জবার মন যেন কাজে নেই। সে কমলের কথা ভেবেই চলেছে। এটা দেখে রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী ভাবছো, মা?' জবা বললো, 'ভাবছি, তোমাদের বাবা আসবে কি না।' সোনালী বললো, 'আমার মনে হয় বাবা আসবে, তবে একটু দেরি হবে।' জবা বললো, 'হতে পারে।' রুপালী বললো, 'তুমি তো বাবাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আবার তেমনটা করবে না তো?' জবা বললো, 'আর কখনো এমনটা করবো না। এবার কমল ফিরে এলে আমি তাকে আমার কলিজার ভেতর গেঁথে রাখবো।'

এভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকার পর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী জবাকে এ কাজে সাহায্য করলো। তারপর

সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সবাই বেডরুমে গিয়ে নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ততক্ষণে কমল দেশে ফিরে এসেছে। সে বিমানবন্দরে নিজের অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিজের ঘরে প্রবেশ করলো। তারপর সে ঘর পরিষ্কার করে নিলো। তারপর সে বেডরুমে গিয়ে নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। তারপর সে গাইতে লাগলো:

'স্বপ্ন বুনে, প্রহর গুনে দিন কেটেছে এক ফাগুনের আশায়,
একলা চলো, কথা বলো, বুঝি না তো কোন আগুনের ভাষায়।
তুমি এখন কেমন যানি, কথায় কথায় অভিমানী,
আবার তুমি সেই তুমি হও...'

কমল ঠিক করলো, সে কিছুদিন জবার থেকে দূরে থাকবে এবং ততদিন কমল জবার সাথে সম্পর্ক রাখবে না। তারপর কমল ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে কমল হাসপাতালে গিয়ে সবাইকে বলে দিলো যেন তারা জবাকে এটা বলে না দেয় যে কমল ফিরে এসেছে। সবাই সেটা মেনে নিলো। জবাকে জানানো হলো না যে কমল ফিরে এসেছে। জবা হাসপাতালে আসতো, কাজ করে নিজ ঘরে ফিরে যেত। এভাবেই কাটলো কিছুদিন।

দেখতে দেখতেই সোনালী ও রুপালীর স্কুল খুলে গেল। তখন থেকেই তারা আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করলো। নতুন বই, নতুন সহপাঠী-সব যেন তাদের সঙ্গী হয়ে উঠলো। এতে তারা ভীষণ খুশি। জবা নিজেও ভীষণ খুশি, কারণ সে আবার তার সহপাঠীদের সাথে দেখা করতে পারছে। এতে জবা যেন কিছুদিনের জন্য

কমলকে ভুলে গেল। স্কুল শেষে জবা তার মেয়েদের নিয়ে ঘরে ফিরে যেত, আর সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে পড়তো। এভাবেই চললো কিছুদিন।

দেখতে দেখতেই সোনালী ও রুপালীর জন্মদিন ঘনিয়ে এলো। তখন জবা বললো, 'সামনেই তো তোমাদের জন্মদিন। তোমরা যা চাও, তা-ই দেব। বলো, কী চাও?' সোনালী বললো, 'নতুন কিছু চাই না।' জবা বললো, 'তা বললে কি আর হয়!' তারপর জবা বললো, 'বেশ। আমি তোমাদের নতুন জামা কিনে দেব।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' জবা ঠিক করলো, সে সোনালী ও রুপালীর ছোট কোলবালিশগুলো কেটে মাঝারি আকৃতির কোলবালিশ তৈরি করে দেবে।

সোনালী ও রুপালীর ষষ্ঠ জন্মদিনের তিন দিন আগে জবা বললো, 'আজ আমি তোমাদের নতুন জামা কিনে দেব।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' সেই দুপুরে খাওয়ার পর জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে তাদের পছন্দের জামা কিনতে গেল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, একই রঙের একটিই জামা আছে। তাই জবাকে বাধ্য হয়েই একটি হলুদ এবং একটি সাদা জামা কিনতে হলো।

সেই রাতে জবা বললো, 'তোমরা কি নতুন জামা পেয়ে খুশি হয়েছ?' সোনালী বললো, 'না।' জবা বললো, 'একই রঙের জামা পেলে খুশি হতে, তাই না?' রুপালী বললো, 'সেটা বলছি না।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে?' সোনালী বললো, 'আমরা ভীষণ খুশি হয়েছি।' তখন জবা হেসে বললো, 'মায়ের সাথে দুষ্টুমি হচ্ছে?' সোনালী বললো, 'তুমি পারলে আমরা পারবো না?' জবা বললো, এবার বুঝেছি।'

সেই রাতে সবাই খেয়ে বেডরুমে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সোনালী ও রুপালী তো নিজেদের কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে খুশি মনেই শুয়ে আছে, কিন্তু জবার মন ভালো নেই। সে ভাবতে লাগলো, 'কাল তো আমি আমার মেয়েদের প্রিয় কোলবালিশগুলো কেটে ফেলব। তাতে কি আমার মেয়েরা কষ্ট পাবে না? আমার কি এতটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত?' এভাবে কিছুক্ষণ ভাবতে থাকার পর সে ঘুমিয়ে পড়লো। সোনালী ও রুপালী ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল, সে কমলের অপেক্ষায় বসে আছে। সে গাইতে লাগলো:

'দিবানিশি মন আমার চেয়ে থাকে প্রতীক্ষায়,
কাছে আসবে, কবে তুমি ভালোবাসবে আমায়।'

তখন কমল জবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমি এসে গেছি, প্রিয়তমা।' তারপর জবা বললো, 'এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? তুমি জানো, তোমাকে ছাড়া আমরা কতটা কষ্টে থেকেছি?' কমল বললো, 'তুমি তো আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তাই আমি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। কারণ আমি চেয়েছিলাম, তোমার জীবনে আমার চেয়েও ভালো কেউ আসুক, যে তোমার সব কষ্ট দূর করে তোমার সাথে সুখে থাকবে।'

ততক্ষণে জবার ঘুম ভেঙে গেছে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'যদি আমি কমলকে আমার জীবনে না পাই তবে আমি এই জীবন রাখবো না।' এতে সোনালী ও রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। তারা বললো, 'আমরা তোমার কোনো ক্ষতি হতে দেব না।তুমিই আমাদের সব।' জবা বললো, 'আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবো না।

তোমরাই তো আমার সবকিছু।' তারপর জবা প্রথমে সোনালী এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবা সোনালী ও রুপালীকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে গেল। তারপর সে সোনালী ও রুপালীর কোলবালীশগুলো কেটে ভেতর থেকে তুলা বের করে রাখলো। তারপর জবা হাসপাতালে যেতেই জানিয়ে দেয়া হলো, জবা ও তার সহপাঠীদের দুই দিনের ছুটি দেয়া হয়েছে। তখন জবা বললো, 'তাহলে তো আমি আমার মেয়েদের কিছুটা বেশি সময় দিতেই পারি।'

তখন জুঁই বললো, 'আসলে, আমরা দুই দিন পর এখান থেকে বিদায় নেব, তাই এমনটা করা হয়েছে।' জবা বললো, 'তাহলে কি আমরা সবাই আমাদের স্বপ্নের নতুন হাসপাতালে চলে যাচ্ছি?' জুঁই বললো, 'হ্যাঁ, সোনা।' জবা বললো, 'তার মানে, আমার মেয়েদের জন্মদিনে আমি আরো একটা উপহার পাচ্ছি!' জুঁই বললো, 'আরো একটা আছে।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী?' জুঁই বললো, 'এখন না হয় সেটা না বললাম। দুই দিন পর নিজেই দেখে নিও।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'ঠিক আছে।' জুঁই বললো, 'তাহলে আমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাই, কেমন?' জবা বললো, 'তুমি যাও। আমি কাপড় আর তুলা কিনে নিয়ে তারপর যাবো।' জুঁই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'হঠাৎ এ কথা বলছো কেন?' জবা বললো, 'আমার মেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের কোলবালিশগুলোও তো বড় হওয়া দরকার তাই না?' জুঁই বললো, 'তাহলে তুমি বুঝি নতুন কোলবালিশ তৈরি করবে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন জুঁই বললো, 'তাহলে যাও। তোমার মেয়েদের নতুন উপহার দাও।' জবা বললো, 'তাহলে আমি যাই।' তারপর জবা কিছু তুলা ও চার টুকরো সাদা কাপড় কিনে নিয়ে এলো। তারপর সে সোনালীর নতুন কোলবালিশের নকশা এঁকে দিলো, আর তাতে অনেকটা সময় লেগে গেল। তারপর সে ভাবলো, এখন রুপালীর কোলবালিশের নকশা আঁকতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার আগেই সোনালী ও রুপালীর স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। তাই জবা রুপালীর কোলবালিশের নকশা না এঁকেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে বললো, 'আমি দুই দিন একটু ব্যস্ত থাকবো।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, মা? কী হয়েছে?' জবা বললো, 'বোকা কোথাকার। আমি তোমাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবো।' সোনালী বললো, 'এমনটা হওয়ার কথা না।' তখন সোনালী দেখল, জবা আরেক টুকরো কাপড়ে দিনের আকাশের ছবি এঁকে রেখেছে। তখন সে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা তো আমার কোলবালিশে আছেই।' তখন জবা বললো, 'নেই। ভালো করে দেখে নাও।'

তখন সোনালী বেডরুমে গিয়ে দেখল যে কোলবালিশগুলো নেই। তখন সে ফিরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন রুপালী সোনালীকে জড়িয়ে ধরে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, আর জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, বোন? কাঁদছ কেন?' সোনালী বললো, 'আমাদের কোলবালিশগুলো নেই।' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কেন? কী হয়েছে?' জবা বললো, 'আমি সেগুলো কেটে ফেলেছি।'

এ কথা শুনে রুপালী নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে বললো, 'তাদের কী এমন অপরাধ ছিলো যে তুমি তাদের কেটে ফেললে?' জবা বললো, 'তোমরা বড় হয়েছ, তাই তোমাদের জন্য কিছুটা বড় আকৃতির কোলবালিশ তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'তার কোনো দরকার ছিলো না। আমরা ছোট কোলবালিশগুলো নিয়েই খুশি ছিলাম।' জবা বললো, 'সেগুলো তোমাদের মেয়ে বলে মনে হচ্ছিলো। তোমরা ছোট থাকতে আমাকে অনেক বিরক্ত করেছিলে, তবুও আমি কিছুই বলিনি, কারণ আমি জানতাম যে তখন তোমাদের এসব বোঝার বয়স হয়নি। এখন যদি তোমাদের মেয়েরা তোমাদের বিরক্ত করে, তোমরা কি সেটা সহ্য করতে পারবে?'

এ কথা শুনে রুপালী বললো, 'পারবো না।' জবা বললো, 'তাহলে আমি তোমাদের জন্য মাঝারি আকৃতির কোলবালিশ তৈরি করে দিই, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রুপালীর কোলবালিশের নকশা আঁকতে লাগলো। রুপালী বললো, 'তাহলে আমরাই দুপুরের খাবার তৈরি করে নিই।' জবা বললো, 'একদম না। আমিও আসছি।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো।

কিছুক্ষণ পর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আমি রুপালীর কোলবালিশের নকশা আঁকা শেষ করে দুটোর ভেতরেই তুলা ভরে সেলাই করে দেব।' রুপালী বললো, 'তাহলে ততক্ষণ আমরা এভাবেই বসে থাকি।' জবা বললো, 'মন খারাপ করার মতো কিছু হয়নি। তোমরা চাইলে আমার মায়ের দেয়া বেগুনি রঙের কোলবালিশটা নিয়ে বসতে পারো।' সোনালী বললো, 'আর যদি লালটা নিয়ে আসি?'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'সেটা তো অনেক বড়। তোমরা সেটাকে নিয়ে আসতে পারবে না।' রুপালী বললো, 'তবে কি তুমি সেটাকে এনে দেবে?' জবা বললো, 'আমার মা-মণিরা চাইলে অবশ্যই দেব।' তখন সোনালী বললো, 'তাহলে চলো, মা। আমরা একসাথে সেটাকে নিয়ে আসি।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে লাল কোলবালিশটা বেডরুম থেকে নিয়ে এলো। তারপর জবা বললো, 'তোমরা এটাকে কোলে নিয়ে গল্প করো, আর আমি তোমাদের কোলবালিশ তৈরি করে দিই।' রুপালী বললো, 'তুমি এটাকে চুমু দাও, কারণ এটা তোমার সবচেয়ে প্রিয় মেয়ে।'

তখন জবা বললো, 'অবশ্যই, মা।' তারপর জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'তুমি কিছুটা সময় আমার মেয়েদের সাথে কাটাও।' তারপর সোনালী কোলবালিশটার এক পাশে এবং রুপালী অপর পাশে চুমু দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। জবা বললো, 'বাহ্। খুব ভালো। তোমরা খুব ভালোভাবেই এটার যত্ন নিতে পারবে।' সোনালী বললো, 'তুমি যেভাবে এটাকে আদর-যত্নে বড় করেছ, তাতে আমরা কিভাবে এটাকে আঘাত করি?'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'আমি আমার জবাকে অনেক আদর-যত্নে বড় করেছি। তাই বলছি, তোমরা এটাকে কষ্ট দিওনা।' সোনালী বললো, 'একদম কষ্ট দেব না এটাকে।' জবা বললো, 'তাহলে এবার এটাকে নিয়ে গল্প করো।' রুপালী বললো, 'এটাকে একটা গান শুনিয়ে দিই।' জবা বললো, 'বেশ।' তারপর রুপালী একটি মন ভালো করা গান শুনিয়ে দিলো। জবা বললো, 'বাহ্। এই না হলে আমার

মেয়ে!' তারপর জবা বললো, 'রুপালীর কোলবালিশের নকশা আঁকা প্রায় শেষ হয়েছে। আর কিছুক্ষণ পর কোলবালিশ তৈরি করে দেব।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই রুপালীর কোলবালিশের নকশা আঁকা শেষ হলো। তারপর জবা সোনালীর কোলবালিশের চারকোণা কাপড়ের দুই প্রান্তে গোল কাপড় দিয়ে সেলাই করে মাঝখানে কিছুটা ফাঁক রাখলো। তারপর জবা সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে তুলা ঢুকিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করে সেলাই করে দিলো। তারপর জবা বললো, 'আজ সোনালীর কোলবালিশ তৈরি করে দিলাম, কাল রুপালীরটা তৈরি করে দেব। তবে আজ সোনালী নিজের কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবে না।'

এ কথা শুনে সোনালীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন জবা বললো, 'এবার আমি সোনালীর কোলবালিশটাকে পিটিয়ে সমান করবো।' তখন সোনালী বললো, 'এমনটা করতে যেও না। এমনটা করলে আমার বোনটা মরেই যাবে।' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। তখন জবা বললো, 'তোমাদের জন্মের পর তোমাদের সাথেও এমনটাই হয়েছে, কিন্তু সেটা তোমরা জানো না।' তখন রুপালী কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'এমনটা করলে আমরা বেঁচে থাকলেও ছোট্ট মেয়েটা মরেই যাবে।'

তখন জবা বললো, 'আমি বলছি, কিছুই হবে না।' তারপর সে সোনালীর কোলবালিশটাকে বেশ কয়েকবার আঘাত করলো। তখন সোনালী ও রুপালী কাঁদতে লাগলো। জবা বললো, 'আমি সোনালীর কোলবালিশের কভার তৈরি করিনি। আমি সেটা তৈরি করার আগ পর্যন্ত সোনালী এটাকে নিয়ে ঘুমাবে না।'

সোনালী বললো, 'তাহলে আমি কাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো?' জবা বললো, 'তুমি আমার মায়ের দেয়া বেগুনি কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমাবে।'

এ কথা শুনে সোনালী বললো, 'আমি কোলবালিশ ছাড়াই ঘুমাতে পারবো।' তখন জবা বললো, 'রাগ করে না, লক্ষ্মীসোনা। আমি পারলে কাল তোমার কোলবালিশের কভার তৈরি করে দেব। তারপর তুমি প্রতি রাতে নিজের কোলবালিশ নিয়েই ঘুমাবে।' কিন্তু সোনালী জবার ওপর রেগেই রইলো। তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। আজ রাতে তুমি আমার প্রিয় লাল কোলবালিশটাকেই বুকে নিয়ে ঘুমাবে।' তাতেও কাজ হলো না।

তখন রুপালী বললো, 'বুঝেছি। আজ সোনালী আমার সাথে ঘুমাবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক বলেছ, বোন।' জবা বললো, 'তাহলে সেটাই হবে।' তারপর তারা গল্প করতে লাগলো। আর গল্প করতে করতেই সন্ধ্যা নেমে এলো। তার কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো।

কিছুক্ষণ পর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার তোমরা আমার সাথে চলো।' তারপর জবা তার লাল কোলবালিশটা কোলে নিয়ে সোনালী ও রুপালীর সাথে নিজের বেডরুমে গেল। তারপর জবা বললো, 'তোমরা এটাকেই বুকে নিয়ে ঘুমাবে, আর সেটা সম্ভব না হলে আরেকটা কোলবালিশ আছে, সেটাকে বুকে নিয়ে একজন ঘুমাবে, আর অপরজন এটাকে

বুকে নিয়ে ঘুমাবে।' তারপর জবা সোনালীর কোলবালিশটা অপর বেডরুমের বিছানার ওপর রেখে দিলো।

তারপর জবা সোনালী ও রুপালীর কাছে ফিরে এলো। তারপর জবা বললো, 'সোনালী আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে, আর রুপালী সোনালীর অপর পাশে ঘুমাবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা। সেটাই হবে।' তারপর সোনালীকে মাঝখানে রেখে জবা এক পাশে এবং রুপালী অপর পাশে শুয়ে পড়লো। কিন্তু সোনালী তো জবার ওপর রাগ করেছে, তাই সে রুপালীর দিকে মুখ করেই শুয়ে আছে।

এটা দেখে রুপালী বললো, 'তুমি কি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে চাও, না আমি মাঝখানে একটি কোলবালিশ রেখে দেব?' সোনালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' রুপালী বললো, 'আপু, আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তাই বলছি, কোলবালিশ লাগলে বলবে, কেমন?' তারপর রুপালী সোনালীকে চুমু দিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে সোনালী ঘুমিয়ে পড়লো। রুপালী নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু জবা তখনো ঘুমায়নি। সে মন খারাপ করে গাইতে লাগলো:

'মায়াবী এই নিশিতে ভাবছি বসে আনমনে,
আসবে কি তুমি একাকী এই নির্জনে
রাঙাতে আমায় তোমারই ভালোবাসার পরশে?
আহা এ কী ছোঁয়ায়, এ কী মায়ায় হারাবো দুজন দুজনায়!'

কিন্তু কমল তো সেখানে নেই। সে যে নিজের ঘরে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে! তাই জবা নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল, হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি মরে গেছে। পাশে গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটিও মরে গেছে। দুজনেরই বুকের মাঝখানে লম্বা কাটা দাগ। তখন জবা বললো, 'এ হতে পারে না। আমার মেয়েরা এভাবে মরতে পারে না।' তখন লাল জামা পরা মেয়েটি বললো, 'তুমি কেন এমনটা করতে গেলে? তাদের কী অপরাধ ছিলো?' জবা বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। এমনটা আর হবে না।' দেখতে দেখতেই ছোট্ট মেয়ে দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন জবা উঠে চিৎকার করে বললো, 'না!' তখন সোনালী বললো, 'কী হয়েছে, মা?' তখন জবা বললো, 'আমার মেয়েরা...' রুপালী বললো, 'আমরা তোমার সাথেই আছি। তুমি হয়তো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ।' জবা বললো, 'হতে পারে।' রুপালী বললো, 'আমি পানি নিয়ে আসছি।' তারপর রুপালী এক গ্লাস পানি নিয়ে এলো। তারপর সে বললো, 'নাও, মা। পানি খাও।' জবা পানি খেয়ে নিলো। তারপর সবাই আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা করে নিলো। তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে এলো। তারপর সে রুপালীর কোলবালিশের চারকোণা কাপড়ের দুই প্রান্তে গোল কাপড় দিয়ে সেলাই করে দিলো। তারপর সে চারকোণা কাপড়টাকে লম্বালম্বিভাবে সেলাই করে মাঝখানে একটু ফাঁক রেখে দিলো। তারপর জবা সেই ফাঁকের ভেতর তুলা ঢুকিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করে দিলো। তারপর জবা ফাঁকা জায়গাটা সেলাই করে দিলো।

তারপর সে রুপালীর কোলবালিশটাকে সোনালীর কোলবালিশের পাশে রেখে দিলো।

ততক্ষণে সোনালী ও রুপালীর ছুটি হয়ে গেছে। তাই জবা স্কুলে গিয়ে সোনালী ও রুপালীকে ঘরে নিয়ে এলো। তারপর জবা বললো, 'আমি রুপালীর কোলবালিশ তৈরি করেছি, কিন্তু সেটার কভার তৈরি করিনি। তাই আজ রুপালী নিজের কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবে না।' তখন সোনালী বললো, 'আর আমি?' জবা বললো, 'তোমার কোলবালিশের কভারটাও তৈরি করা হয়নি। তাই তুমিও নিজের কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাতে পারবে না।'

তখন সোনালী বললো, 'তবে কি কাল পারবো?' জবা বললো, 'তা পারবে।' রুপালী বললো, 'বুঝেছি। সেগুলো আমাদের জন্মদিনের উপহার বলে মনে হচ্ছে।' জবা বললো, 'একদম ঠিক।' তখন সোনালী জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি সত্যিই খুব ভালো।' রুপালী বললো, 'সে তো সোনার টুকরো মেয়ে, তাই না?' জবা অবাক হয়ে বললো, 'তুমি এটাও জানো!' রুপালী জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, মা।'

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী জবাকে এ কাজে সাহায্য করলো। তার কিছুক্ষণ পর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার চলো, আমরা কিছুটা সময় ঘুমিয়ে নিই।' তারপর জবা বেডরুমে গিয়ে খাটের মাঝখানে শুয়ে পড়লো। সোনালী জবার এক পাশে এবং রুপালী জবার অপর পাশে শুয়ে পড়লো। তারপর জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং

অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। সোনালী ও রুপালী নিজেরাও ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে পড়লো। জবা বললো, 'চলো, এবার আমরা গল্প করি।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' জবা বললো, 'কোলবালিশগুলোকেও সঙ্গী করে নিই, কেমন?' রুপালী বললো, 'বেশ।' তারপর জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটা সোনালী ও রুপালীর কোলে তুলে দিয়ে নিজে বেগুনি রঙের কোলবালিশটা কোলে নিলো। তারপর তারা গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করে নিলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কাল কেমন কেক কিনে দেব?' তখনই ঘটলো বিপত্তি। সোনালী ও রুপালী এক রকম কেক খাবে না। তবে রুপালী ও জবা এক রকম কেক খাবে বলে ঠিক করেছে। তাই জবা বললো, 'এবার রুপালী যেটা খাবে, সবাইকে সেটাই খেতে হবে।'

এ কথা শুনে সোনালীর মন খারাপ হয়ে গেল। তখন সে বললো, 'ঠিক আছে, মা।' জবা বললো, 'মন খারাপ করার মতো কিছু হয়নি। আসলে, দুটো কেক খাওয়া সম্ভব নয় বলেই এমনটা করেছি।' সোনালী বললো, 'কোনো ব্যাপার না, মা।' তারপর সবাই বেডরুমে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সোনালীকে মাঝখানে রেখে জবা এক পাশে এবং রুপালী অপর পাশে শুয়ে পড়লো।

জবা বললো, 'সোনালী, তুমি আমার কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমাও।' কিন্তু সোনালী সেটা করবে না। তখন রুপালী সোনালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর রুপালী সোনালীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি জানি, তোমার মন খারাপ। কিন্তু কিছুই করার নেই। একটি কেক কিনলেই খেয়ে শেষ করা যায় না, আর আরেকটি কিনলে তো...' সোনালী বললো, 'সেটা তো খাওয়াই হবে না।' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর রুপালী বললো, 'এবার ঘুমাও।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল, লাল জামা পরা মেয়েটি কাঁদছে। জবা মেয়েটিকে বুকে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'কাঁদে না, মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।' মেয়েটি বললো, 'কিছুই ঠিক হবে না। আমার ছোট্ট বোন দুটো মরে গেছে।' তখন পেছন থেকে একজন বললো, 'বোকা কোথাকার।' তখন মেয়েটি পেছনে তাকাতেই দেখল, সেই ছোট্ট মেয়েরা বড় হয়ে গেছে। তখন মেয়েটি তার বোনদের জড়িয়ে ধরে বললো, 'তোমরা বেঁচে আছো!'

তখন গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ, আপু। আমরা বেঁচে আছি।' তখন লাল জামা পরা মেয়েটি প্রথমে হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটিকে এবং তারপর গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটিকে চুমু দিলো। তারপর জবা নিজেও প্রথমে হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটিকে এবং তারপর গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটিকে চুমু দিলো। তারপর তারা গল্প করতে লাগলো।

ততক্ষণে জবার ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু সোনালী ও রুপালী তখনো ঘুমিয়ে আছে। তখন জবা সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার লক্ষ্মী মা-মণি।' তখন রুপালী উঠে বললো, 'মা, আমি তো তোমার থেকে কিছুটা দূরে আছি। তাই আমাকে পরে চুমু দিলেও চলবে।' তখন সোনালী বললো, 'আমরা মায়ের দুই পাশে চলে যাই, তাহলেই হবে।' তারপর সোনালী উঠে জবার অপর পাশে চলে গেল। তারপর জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'এবার আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে এলো। তারপর সে সোনালী ও রুপালীর কোলবালিশগুলোর কভার তৈরি করলো। তারপর সে কোলবালিশগুলোতে কভার লাগিয়ে দিলো। এতে কিছুটা সময় লেগে গেল। তারপর জবা হাসপাতালে গেল। তবে সেদিন জবার সাথে বা জবার আশপাশে কেউ ছিলো না। তখন জবা জুঁইকে ফোন করলো। আর তখনই একটি দুর্ঘটনা ঘটলো।

জবা জুঁইকে ফোন করতেই জুঁই বললো, 'শুভ্রা আপুর...' জবা বললো, 'কী হয়েছে শুভ্রার?' জুঁই বললো, 'আপুর মেয়ে হয়েছে।' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। জবা বললো, 'এ তো খুশির খবর।' তখন জুঁই বললো, 'কিন্তু আপু তো...' জবা বললো, 'কী হয়েছে তার?' কিন্তু জুঁই কেঁদেই যাচ্ছে। সে আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'জুঁই, তুমি শুনতে পারছো?'

তখন আঁখি জুঁইকে বললো, 'আমি জবা আপুর সাথে কথা বলবো।' তারপর আঁখি জবাকে বললো, 'আপু, শুভ্রা আপু মরে গেছে।' তারপর সে-ও কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা বললো, 'চুপ! শুভ্রা এভাবে মরতে পারে না। সে বেঁচে আছে। তোমরা নিজ নিজ রুমে যাও।' জুঁই বললো, 'আমরা পারবো না।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমিও আসছি।' আঁখি বললো, 'না, আপু। তোমাকে আসতে হবে না।' জবা বললো, 'তুমি এখনো ছোট, তাই ছোটদের মতো থাকবে। আমি আসছি।'

তখন জুঁই বললো, 'কিন্তু এখানে...' জবা বললো, 'কী আছে ওখানে?' জুঁই বললো, 'কমল আছে।' এ কথা শুনে জবা ভীষণ খুশি হলো। তখন সে চিৎকার করে বললো, 'কমল, আমি আসছি।' তারপর সে ছুটে রুম থেকে বের হতেই একজন বললো, 'তাড়াহুড়ো করতে যেও না, নইলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে।' তখন জবা ভালো করে চারপাশ দেখে নিলো। কাছেই যে স্বর্ণালী দাঁড়িয়ে আছে!

তখন স্বর্ণালী বললো, 'আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।' জবা বললো, 'চলো।' তারপর স্বর্ণালী জবাকে নিয়ে সেখানে যেতেই জবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে বললো, 'আপু, তুমি কেন আমাকে এভাবে রেখে চলে গেলে?' তারপর জবা শুভ্রার বুকে বেশ কয়েকবার আঘাত করলো, কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। জবা বললো, 'আপু, একবার চোখ খুলে নিজের মেয়েকে দেখ।' তাতেও কাজ হলো না।

তখন বৈশাখী বললো, 'থাক, আপু। ছেড়ে দাও।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা বললো, 'তাহলে আমরা বিদায় নিই।' জুঁই বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সবাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে বিদায় নিলো। একই সঙ্গে শুভ্রার লাশ শুভ্রাদের নিজ গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তখন সবার খুব কষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু কারো পক্ষেই কিছু করা সম্ভব ছিলো না।

তারপর জবা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে নিজের পছন্দের কেক কিনলো। সেই সঙ্গে দুটো ঝলমলে মোড়ক কিনলো সে। একটি মোড়ক ছিলো সোনালি এবং অপরটি রুপালি রঙের। সেগুলো কিনে জবা ঘরে ফিরে এলো। তারপর রোদেলাকে সোনালি রঙের এবং চাঁদনীকে রুপালি রঙের মোড়ক দিয়ে মোড়ানো হলো। তারপর জবা সেগুলোকে আলাদা করে রেখে দিলো।

এদিকে স্কুলে সোনালী ও রুপালী ঠিক করলো, এবার তারা উপহার হিসেবে কবুতর কিনে দিতে বলবে। তখন ক্লাসের একজন বললো, 'আমরা তো ভাবছি আমাদের জন্মদিনে আমরা দুটো কবুতর কিনে দিতে বলবো, আর সেগুলোর নাম রাখবো লাব্ ও ডাব্।' এ কথা শুনে সোনালী বললো, 'আমরা ভাবছি এগুলো আমাদের জন্য কেনা হবে।' তখন অন্যরা বললো, 'এসব তোমাদের জন্যই করা হয়েছে।' এতে তারা ভীষণ খুশি হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কমল স্কুলে উপস্থিত হলো। ততক্ষণে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। কমল বললো যে সোনালী ও রুপালী তার মেয়ে, কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটা বিশ্বাস করলো না। তখন জবাকে ফোন করা হলে জবা বললো, 'আমি আসছি, আর আমি আসার আগে যেন আমার মেয়েরা স্কুল থেকে বের হতে না পারে।' তার কিছুক্ষণ পর জবা স্কুলে গিয়ে কমলকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে আপনি?' কমল বললো,

'আমি কমল, প্রিয়তমা।' জবা বললো, 'এটা কোনোভাবেই হতে পারে না।' রুপালী বললো, 'আমাদের বাবা তো অনেক আগেই মরে গেছে।'

তখন কমল বললো, 'না, সোনামণিরা। তোমাদের বাবা বেঁচে আছে।' জবা বললো, 'আপনি কমলের মতো দেখতে হলেও কমল হতে পারেন না। আপনি অন্য কেউ।' কমল বললো, 'না, জবা। আমি তোমার কমল।' তখন জবা বললো, 'যদি সেটাই হয়ে থাকে তবে আপনাকে হাতের লেখা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।' তারপর কমল জবাকে নিজের হাতের লেখা দেখাতেই জবা অবাক হয়ে গেল। এ যে অবিকল কমলের হাতের লেখা!

তখন জবা কমলকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে বললো, 'এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? জানো, তোমার জন্য আমরা কতদিন বসে ছিলাম?' কমল বললো, 'এবার তো আমি চলেই এসেছি। এখন আর মন খারাপ করে থাকবে না।' রুপালী বললো, 'আমরা একটা জিনিস চাই। কিনে দেবে তো?' কমল বললো, 'অবশ্যই। বলো, কী চাও?' সোনালী বললো, 'আমরা শান্তির প্রতীক চাই।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা আবার কী?' কমল হেসে বললো, 'পায়রা।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'পায়রা, মানে কবুতর?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন কমল সোনালীকে এবং জবা রুপালীকে কোলে নিয়ে বললো, 'বেশ। চলো তাহলে।' কমল বললো, 'আগে কেক কিনে নিয়ে তারপর কবুতর কিনতে যাবো।' জবা বললো, 'আমি তো কেক কিনে রেখেছি।' সোনালী বললো, 'সেটা তো রুপালীর পছন্দের কেক।' কমল বললো, 'তাহলে আমি তোমার পছন্দের কেক কিনে দেব।' এতে সোনালী ভীষণ খুশি হলো। তারপর কমল সোনালীকে নিয়ে

দোকানে গিয়ে সোনালীর পছন্দের কেক কিনলো। সেটা কমলের পছন্দের কেক-এর মতোই ছিলো। তাই কমল ও সোনালী-দুজনেই ভীষণ খুশি।

তারপর জবা বললো, 'এবার তাহলে কবুতর কিনতে যাই, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর তারা কবুতর কিনতে গেল। সেখানে গিয়ে তারা দেখল, একটি খাঁচায় তিনটি কবুতর-মা এবং তার দুই ছানা। কমল বললো, 'আমরা ছানা দুটিকে কিনে নিই।' তারপর সে ছানা দুটিকে কিনে নিলো। তখন রুপালী দেখল, মা কবুতরটি কাঁদছে। তখন সে বললো, 'বাবা, আমরা ওই কবুতরটাকেও কিনে নিই।'

এ কথা শুনে কমল বললো, 'একদম না।' রুপালী বললো, 'কবুতরটা কাঁদছে।' তখন জবা কবুতরটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি এটাকে কিনবো।' তখন কবুতর বিক্রেতা বললো, 'আপনি যে এই নিঃসঙ্গ কবুতরটা কিনলেন তাতে আমি ভীষণ খুশি।' জবা বললো, 'আমি এটার দাম দেব।' কিন্তু কবুতর বিক্রেতা কিছুতেই দাম নেবে না। সে বললো, 'আপনি কবুতরটাকে একটা নতুন জীবন দিয়েছেন, তাতেই আমি খুশি। আমি আর কিছুই চাই না।' তারপর জবা কবুতরটাকে নিয়ে কমলের সাথে ঘরে ফিরে গেল। সঙ্গে ছিলো সোনালী ও রুপালী।

ঘরে ফিরে যেতেই কমল জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী দরকার ছিলো আরেকটি কবুতর কেনার?' জবা বললো, 'এক মাকে নিজের সন্তানদের থেকে আলাদা করা হয়েছে-এটা আমি দেখতে পারবো না।' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা মা কবুতরটাকে ছানাদের কাছে নিয়ে যেতেই মা কবুতরটি ডানা দিয়ে তার ছানাদের

আদর করলো। তখন জবা বললো, 'দেখেছ, মা তার সন্তানদের কতটা ভালোবাসে?' কমল বললো, 'আমি বুঝতে পারিনি, মা কবুতরটা তার ছানাদের এতটা ভালোবাসবে।'

তারপর জবা বললো, 'এবার সবাই গোসল করে তৈরি হয়ে নাও।' তারপর সবাই গোসল করলো। কিন্তু কেউ তৈরি হয়ে নেয়নি। তখন জবা বললো, 'সোনালী, তৈরি হয়ে নাও। রুপালী, তুমিও তৈরি হয়ে নাও। পরীর সাজে সেজে নাও তোমরা।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোনালী ও রুপালী নিজেদের নতুন জামা পরে নিলো।

এটা দেখে জবা নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। সে বললো, 'আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো?' সোনালী বললো, 'মোটেও না।' তখন জবা বললো, 'কমল, আমাকে চিমটি দাও তো।' রুপালী বললো, 'না, বাবা। তুমি এমনটা করবে না। এমনটা করলে মা ব্যথা পাবে।' কমল বললো, 'তোমাদের মা তো ডাক্তার। সামান্য চিমটি কাটলে সে ব্যথা পাবে না।' তারপর কমল জবাকে চিমটি দিতেই জবা বললো, 'আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না।' সোনালী বললো, 'আহা রে। মা-মণি অনেক ব্যথা পেয়েছে।'

এ কথা শুনে কমল বললো, 'দেখেছ, মায়ের জন্য মেয়ের কতটা কষ্ট হচ্ছে?' তখন জবা বললো, 'সোনালী, আমার কাছে এসো। রুপালী, তুমিও এসো।' তারপর সোনালী ও রুপালী জবার কাছে যেতেই জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো।

তারপর জবা বললো, 'তোমরা ঠিক করে দাও, আমি কোন শাড়ি পরে যাবো।' রুপালী বললো, 'কেন, মা? আমরা কোথায় যাচ্ছি?' কমল বললো, 'আমি তোমাদের জন্মদিন পালন করার জন্য একটা হল ভাড়া করেছি। আমরা সেখানেই যাবো। তোমাদের সহপাঠীরাও সেখানেই থাকবে এবং তারা তোমাদের সাথে অনেক মজা করবে।' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' রুপালী বললো, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়।' তখন জবা বললো, 'তাহলে বলে দাও, আমি কোন শাড়িটা পরে যাবো।' কমল বললো, 'তুমি কমলা রঙের শাড়ি পরে যাও।'

এ কথা শুনে রুপালী বললো, 'না, মা। তুমি টুকটুকে লাল শাড়িটা পরে যাবে।' তখন কমল বললো, 'না, সোনা। এমনটা করলে তোমাদের মা-মণির ওপর কখন কার নজর পড়বে, বলা যায় না। তারপর সে তোমাদের মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।' সোনালী বললো, 'যতদিন আমরা ছিলাম না ততদিন হয়তো এটা সম্ভব ছিলো, তবে এখন আমরা মাকে রক্ষা করতে এসেছি। দেখি, কার এত সাহস, আমাদের মা-মণিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।'

এ কথা শুনে জবা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। সে বললো, 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!' রুপালী বললো, 'তোমার সুরক্ষার জন্য আমরা সব করতে পারি।' তখন জবা প্রথমে সোনালীর এবং তারপর রুপালীর গাল দুটো টিপে বললো, 'পাকা বুড়ি আমার।' সোনালী বললো, 'এটা কিন্তু ঠিক হলো না।' জবা বললো, 'কেন, সোনা?' রুপালী বললো, 'আমরা খুব ব্যথা পেয়েছি।' তখন জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'এবার তোমরা খুশি তো?'

সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' জবা বললো, 'তাহলে আমি লাল শাড়িটা পরে আসছি।'

এ কথা শুনে কমল বললো, 'এটা কিন্তু ঠিক হবে না।' জবা বললো, 'আজ আমার মেয়েদের জন্মদিন, তাই আজ আমি তাদের কথাই শুনবো।' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা তৈরি হয়ে নিলো। তারপর জবা কমলের সামনে যেতেই কমল বললো, 'এ আমি কাকে দেখছি!' জবা বললো, 'তোমার প্রিয়তমাকে।' কমল বললো, 'মোটেও না।' সোনালী বললো, 'মা-মণিকে একদম লাল পরীর মতো লাগছে।' জবা বললো, 'তাই বুঝি?' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।'

কমল বললো, 'আমি কি এই লাল পরীটাকে কাঙ্খে তুলে নিতে পারি?' জবা লজ্জায় হেসে বললো, 'তা পারবে।' সোনালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা আবার কী?' জবা বললো, 'কাঁখে, মানে কোলে।' রুপালী বললো, 'বাবা, তুমি মাকে কোলে তুলে নাও। এতে মা ভীষণ খুশি হবে।' তারপর কমল জবাকে কোলে নিয়ে দোল খাওয়াতে লাগলো। এতে জবা ভীষণ খুশি হলো।

তবে দোল খেতে খেতে জবা এক পর্যায়ে অচেতন হয়ে পড়লো। তখন কমল জবাকে বললো, 'চোখ খোল, জবা।' রুপালী বললো, 'মা, কী হয়েছে তোমার?' তারপর সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা চোখ খুলে বললো, 'আমার কিছুই হয়নি।' কমল বললো, 'তাহলে সাড়া দিচ্ছিলে না যে?' জবা বললো, 'আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম:

"ছায়া হয়ে থেকো পাশে সারা জীবন,
তোমার কোলে মাথা রেখে হয় যেন মরণ।"

এবার বুঝেছ?'

তখন সোনালী জবার এক গালে এবং রুপালী জবার অপর গালে চুমু দিয়ে বললো, 'আর কখনো এমনটা করবে না। আমরা তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।' জবা বললো, 'ভুল হয়ে গেছে, মা-মণিরা।' তারপর কমল জবাকে নামিয়ে দিতেই জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালী এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর কমল সোনালীকে এবং জবা রুপালীকে কোলে নিয়ে বললো, 'এবার আমরা চলি।'

তখন সোনালী বললো, 'কেক নিয়ে যেতে হবে তো।' রুপালী বললো, 'সেটাই।' তখন জবা রুপালীকে নামিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি একটা কেক নিয়ে যাচ্ছি। কমল, তুমি আরেকটা নাও।' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সে সোনালীকে নামিয়ে দিয়ে কেকের অপর বাক্সটা তুলে নিলো। তখন রুপালী বললো, 'আমি তো কবুতরগুলোর নাম রাখতে পারলাম না।' কমল বললো, 'একটার নাম হবে লাব্ এবং অপরটার নাম হবে ডাব্।'

এ কথা শুনে জবা ভীষণ অবাক হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'এ আবার কেমন নাম?' কমল বললো, 'কখনো নিজের হৃৎপিন্ডের শব্দ শুনেছ?' জবা বললো, 'কবুতরগুলো তো আমার মেয়েদের কলিজার টুকরো। তাই এমন নাম রাখা হচ্ছে।' সোনালী বললো, 'একদম ঠিক।' জবা বললো, 'তাহলে আমি আমার কবুতরটার নামটাও রেখে দিই।' কমল বললো, 'বেশ।' রুপালী বললো, 'তাহলে নাম রেখে দাও।' জবা বললো, 'আমি তার নাম রাখলাম শুভ্রা।' সোনালী বললো, 'বাহ্। খুব সুন্দর নাম।'

তখন রুপালী খেয়াল করলো, কমলের চোখের কোণে পানি জমেছে। রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, বাবা? তুমি কাঁদছ কেন?' কমল বললো, 'আমাদের এক সহপাঠীর নাম শুভ্রা ছিলো।' সোনালী বললো, 'তুমি তার কথা মনে করে কাঁদছ, তাই না?' জবা বললো, 'সে আর বেঁচে নেই।' তারপর জবা নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন সোনালী জবার চোখ মুছে দিয়ে বললো, 'যার যাওয়ার সে তো যাবেই। তাই তার কথা না ভেবে যারা এখনো বেঁচে আছে তাদের নিয়েই থাকতে হবে।' জবা বললো, 'সেটাই।'

তারপর সবাই হলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো এবং প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা হলে প্রবেশ করলো। খুব সুন্দর করেই হল সাজানো হয়েছে। একে একে সবাই এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তখন জবা বললো, 'এখানে নিশ্চয়ই কেক রাখার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে, তাই না?' তখন জুঁই বললো, 'অবশ্যই আছে। এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' তারপর জুঁই জবাকে দেখিয়ে দিলো, কোথায় কেক রাখতে হবে। জবা ও কমল নির্ধারিত জায়গায় কেক রেখে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলো। তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো।

উপহার রাখার জন্য হলে নির্ধারিত জায়গা ছিলো। সোনালী ও রুপালীর সহপাঠীরা সেখানেই সব উপহার রাখলো। কিছুক্ষণ পর সোনালী ও রুপালীকে কেক কাটতে বলা হলো। রুপালীর কেকটা ঠিকই ছিলো, কিন্তু সোনালী নিজের কেক দেখে অনেকটাই অবাক হয়ে গেল। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সোনালী বললো, 'কেকের মধ্যে যে পুরো পরিবারের কথা লেখা আছে!' তখন রুপালী

সোনালীর কেকটা দেখে অবাক হয়ে গেল। সেখানে যে সত্যিই পুরো পরিবারের কথা লেখা আছে!

তখন জবা বললো, 'তাড়াতাড়ি কেকটা কেটে ফেল।' রুপালী বললো, 'আমি একা পারবো না। তোমরাও এসো।' কমল বললো, 'জবা, এসো আমার সাথে।' জবা বললো, 'আমি ওখানে যাবো না, আর তোমাকেও যেতে দেব না।' কমল বললো, 'আজ তো তুমিও নতুন জীবন পেয়েছ। তাই আমি কেকের ওপর আমাদের পুরো পরিবারের কথা লিখতে বলেছি।' জবা বললো, 'তুমি পারো বটে। এখন চলো। আমাদের ছাড়া তো কেক কাটা সম্পন্ন হবে না।' তারপর জবা কমলকে নিয়ে সোনালী ও রুপালীর কাছে গেল।

এবার কেক কাটার পালা। জবা বললো, 'আমি রুপালীর পাশে দাঁড়াচ্ছি, তুমি সোনালীর পাশে দাঁড়াও।' তখন সোনালী ও রুপালীর সহপাঠীরা জিজ্ঞেস করলো, 'এমনটা কেন করা হচ্ছে?' জুঁই বললো, 'পুরো পরিবারটাই নতুন জীবন পেয়েছে। তাই ধরেই নাও, আজ সেই পরিবারের সবার জন্মদিন।' তারপর সোনালীর হাত ধরে কমল এবং রুপালীর হাত ধরে জবা নিজ নিজ পছন্দের কেক কেটে ফেললো। তারপর সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ কেকের অংশ থেকে কিছুটা জবাকে খাওয়ালো। এতেই জবার পেট ভরে গেল।

তারপর কমল জবাকে বললো, 'এবার আমি তোমাকে খাওয়াবো।' কিন্তু জবা খাবে না। সে বললো, 'আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না।' জুঁই বললো, 'তা বললে কি করে হবে?' জবা বললো, 'আসলে, অনেক দিন পর মায়ের হাতে খেয়েছি। তাই অল্পতেই পেট ভরে গেছে।' তখন সোনালী ও রুপালীর সহপাঠীরা

বললো, 'এ কেমন কথা?' তখন তাদের বুঝিয়ে বলা হলো যে মেয়েদের মাঝেমধ্যে আদর করে মা বলে ডাকা হয়। তবেই তারা সবটা বুঝলো।

তারপর সবাইকে কেকের অংশ বুঝিয়ে দেয়া হলো। সবাই মজা করে খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা বিদায় নিই।' তখন মৌ বললো, 'এত তাড়া কিসের, আপু?' জবা বললো, 'এতগুলো উপহার নিয়ে যেতে হবে, অনেকটা সময় লাগবে তো।' মৌ বললো, 'কিছুই হবে না। আমরা উপহার পরিবহনের জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি।' তখন জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে আমরা দেরি করছি কেন?'

এ কথা শুনে মৌ অবাক হয়ে বললো, 'আমাদের নতুন হাসপাতালে যেতে হবে। তুমি কি সেটা জানো না?' জবা বললো, 'আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, আজ থেকে আমাদের নতুন হাসপাতালে কাজ করতে হবে।' বৈশাখী বললো, 'চলো তাহলে।' তারপর সবাই মিলে জবা-জুঁইদের স্বপ্নের নতুন হাসপাতাশ দেখতে গেল। সেখানে গিয়ে জবা বললো, 'আমরা ভেতরে যাচ্ছি, তোমরা এখানে গল্প করতে থাকো।'

তখন রুপালীর চোখে পড়লো, হাসপাতালের সামনের বাগানে বিভিন্ন ফুলের গাছ রয়েছে। সে বললো, 'মা, তোমার চুলে একটি ফুল গেঁথে দিই, কেমন?' জবা বললো, 'একদম না।' আঁখি বললো, 'কেন, আপু? তোমার খোঁপায় ফুল গেঁথে দিলে তোমাকে আরো সুন্দর লাগবে।' জবা বললো, 'না, আঁখি। এমনটা করা ঠিক হবে না।' আঁখি বললো, 'কেন হবে না? তুমিই তো এখানকার সবকিছু, আর তোমার জন্য এই সামান্য কাজ করা কি সম্ভব হবে না?'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'এই ব্যাপার? ঠিক আছে। তাহলে আমার খোঁপায় ফুল গেঁথে দাও।' তখন রুপালী বললো, 'আমি মা-মণির চুলে জবা ফুল গেঁথে দেব।' মৌ বললো, 'খুব ভালো। জবা আপুর খোঁপায় তো টুকটুকে লাল জবা ফুলটাই মানাবে।' সোনালী বললো, 'আর মা-মণির টুকটুকে লাল শাড়িটার সাথেও দারুণ মানাবে।' বৈশাখী বললো, 'একদম ঠিক বলেছ।' তারপর সোনালী ও রুপালী একসাথে একটি টুকটুকে লাল জবা ফুল নিয়ে জবার খোঁপায় গেঁথে দিলো। এটা দেখে কমল বললো, 'বাহ্। তোমাকে তো খুব সুন্দর লাগছে।'

তখন জবা বললো, 'এবার আমরা ভেতরে যাই, তোমরা থাকো।' কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও যাবে। তখন জবা বললো, 'সে ক্ষেত্রে তোমরাও এসো।' তারপর সবাই হাসপাতালটা ঘুরে ঘুরে দেখল। এতে কিছু সময় লেগে গেল। তারপর জবা বললো, 'তোমরা পাশে না থাকলে এই স্বপ্ন কখনোই পূরণ হতো না। তোমাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল। শুধু জবা তার পরিবার নিয়ে কমলের ঘরে প্রবেশ করলো।

ঘরে ঢুকে সোনালী বললো, 'এটা তো আমাদের ঘর বলে মনে হচ্ছে না।' জবা বললো, 'ঠিক বলেছ।' রুপালী বললো, 'আমরা এখানে থাকবো না।' কমল বললো, 'এতদিন ছিলেনা, এখন থাকবে।' জবা বললো, 'এতদিন তোমাদের বাবা এখানে ছিলো না বলেই আমরা আসিনি। তবে এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে, তাই না?' সোনালী বললো, 'এবার বুঝেছি।' কমল বললো, 'আজ থেকে আমরা এখানেই থাকবো।' জবা বললো, 'ঠিক তাই।'

তারপর জবা বললো, 'আমি নিজের ঘর থেকে সবকিছু এই ঘরে নিয়ে আসছি। আমাকে একটু সময় দাও।' তারপর জবা কমলের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলো। তারপর জবা নিজের জামা-কাপড়ের সঙ্গে সোনালী ও রুপালীর জামা-কাপড় গোছাতে লাগলো। এর মধ্যেই জবার বাবা-মা সেখানে উপস্থিত হলো। তারা বললো, 'কী রে, মা, তুমি একাই এখানে?' জবা বললো, 'কমল ফিরে এসেছে তো, তাই আমি সোনালী ও রুপালীকে কমলের কাছে রেখে এসেছি। আমিও সেখানেই যাবো।'

এ কথা শুনে জবার মা বললো, 'তাহলে আর দেরি কিসের? তাড়াতাড়ি চলো।' জবা বললো, 'এই তো, মা। আমি ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েই বের হবো। তবে তোমরা মাত্র এসেছ, তোমরা কিছু খেয়ে নাও।' তারপর জবা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বললো, 'এবার আমরা তৈরি।' জবার বাবা বললো, 'তাহলে এবার চলো।' তখন জবা খেয়াল করলো, জবার বাবা-মা কিছুই খায়নি। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কিছু খেলে না কেন?' জবার মা বললো, 'আমি তোমার মেয়েদের মুখ দেখে তবেই খাবো।' জবার বাবা বললো, 'ঠিক তাই।'

তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। তবে আমাদের ওই কবুতরগুলো সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। সাথে ওই মোড়ানো উপহারগুলো নিয়ে যেতে হবে।' জবার মা বললো, 'ঠিক আছে।' জবার বাবা জিজ্ঞেস করলো, 'কবুতরগুলো কোথা থেকে কিনলে?' জবা বললো, 'আমার মেয়েরা বায়না ধরেছিলো, জন্মদিনে কবুতর কিনে দিতে হবে। তাই কাছেই এক কবুতর বিক্রেতার কাছ থেকে কিনেছি।' জবার মা বললো, 'খুব সুন্দর হয়েছে কবুতরগুলো। আশা করি, তোমরা তাদের যত্ন নেবে।' জবা বললো, 'অবশ্যই।' তারপর তারা সব দরকারি জিনিস নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

ওদিকে কমল সোনালী ও রুপালীকে বললো, 'তোমরা একে একে সব উপহারের মোড়ক খুলে ফেল।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, বাবা।' তারপর সোনালী ও রুপালী একে একে সব উপহারের মোড়ক খুলতে লাগলো। সবাই সোনালী ও রুপালীকে নানারকম উপহার দিয়েছে। কেউ বই, কেউ বা খেলনা দিয়েছে। কিন্তু তাতেও সোনালী ও রুপালীর মন ভালো হলো না। তখন কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা-মণিরা? মন খারাপ কেন?' রুপালী বললো, 'আমাদের প্রিয় কোলবালিশগুলো এখানে নেই।' কমল বললো, 'কোনো ব্যাপার না। তোমরা আমার কোলবালিশ নিয়েই ঘুমাবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।'

দেখতে দেখতেই জবা তার বাবা-মাকে নিয়ে কমলের ঘরে প্রবেশ করলো। সাথে সোনালী ও রুপালীর প্রিয় কোলবালিশগুলো (মোড়ক দিয়ে মোড়ানো) এবং সেই কবুতরগুলো, যেগুলো তারা কিনেছিলো। সেসব দেখে সোনালী ও রুপালী ভীষণ অবাক হয়ে গেল। জবা বললো, 'দেখ, কারা এসেছে।' রুপালী বললো, 'তোমরা এখানে!' জবার মা বললো, 'হ্যাঁ। তোমাদের জন্মদিন, আর আমরা আসবো না?' সোনালী বললো, 'এটা তো আমরা ভেবে দেখিনি।'

তারপর জবা বললো, 'তোমরা গল্প করতে থাকো, আমি জামা পাল্টে রাতের খাবার তৈরি করবো।' জবার বাবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা নিজের শাড়িটা খুলে একটি জামা পরে নিলো। তারপর সে রাতের খাবার তৈরি করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তখন জবা হঠাৎ খেয়াল করলো, সোনালী ও রুপালীর মন ভালো নেই। তখন সে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে,

মা-মণিরা? মন খারাপ কেন?' সোনালী বললো, 'আমাদের প্রিয় কোলবালিশগুলো যে এখানে নেই!'

এ কথা শুনে জবা দুষ্টুমির ছলে বললো, 'জানি না, আমরা যখন বাইরে ছিলাম তখন কে ঘরে ঢুকে সেগুলো নিয়ে গেছে।' তখন সোনালী ও রুপালী কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা বললো, 'আমার বাবা-মা তো চলেই এসেছে। তোমরা তাদের সাথে ঘুমাবে। কোলবালিশের দরকার নেই।' কিন্তু সোনালী ও রুপালী কিছুতেই কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাবে না। অনেক বোঝানোর পর তারা কোলবালিশ ছাড়া থাকতে রাজি হলো।

তখন জবা বললো, 'সবার উপহার তো দেখলে। এবার আমার দেয়া উপহারটাও দেখে নাও।' তারপর জবা সোনালীর কোলে সোনালি রঙের মোড়কে মোড়ানো উপহার এবং রুপালীর কোলে রুপালি রঙের মোড়কে মোড়ানো উপহার রেখে বললো, 'এবার তোমরা মোড়ক খুলে ফেল।' কিন্তু সোনালী ও রুপালী মোড়ক খুলবে না। তারা বললো, 'যখন কোলবালিশ পাইনি, তখন আর কিছুই চাই না।'

তখন জবা বললো, 'যদি আমার উপহার তোমাদের ভালো না লাগে তবে ফিরিয়ে দিও। তবে একবার দেখে নাও, আমি তোমাদের কী দিয়েছি।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে। একবার দেখে নিই।' তারপর সোনালী মোড়কটা খুলতেই তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। সে যে তার প্রিয় কোলবালিশটা পেয়ে গেছে!

তখন সোনালী বললো, 'এ তো আমার রোদেলা!' এটা দেখে রুপালী ভীষণ অবাক হলো। সে বললো, 'তাহলে আমার চাঁদনীটা আমার কোলে!' তারপর সে

তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে চাঁদনীকে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'মা, তুমি কি সব জানতে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, মা। আমি সব জানতাম। তাই আমিই তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় উপহার তোমাদের কোলে তুলে দিয়েছি।' তখন সোনালী ও রুপালী জবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি সত্যিই খুব ভালো। তুমি আমাদের খুব প্রিয়, মা-মণি।'

তখন জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'আজ আমি তোমাদের বাবার সাথে থাকবো, এবং আমি ওই বেডরুমটা ওটি বানিয়ে রাখবো। তোমরা সেখানে যাবে না।' সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কেন? বাবার কী হয়েছে?' জবা বললো, 'তোমাদের বাবা এতদিন মনে অনেক কষ্ট চেপে রেখেছিলো। আজ আমি তোমাদের বাবার মনটা কেটে সেখান থেকে সব কষ্ট বের করে ফাঁকা জায়গাটা ভালোবাসা দিয়ে ভরে সেই জায়গাটা সেলাই করে দেব।'

এ কথা শুনে রুপালী বললো, 'যেমনটা হাসপাতালে করা হয় তেমনটাই করবে নাকি?' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' তখন রুপালীর হাত-পা কাঁপতে শুরু করলো। জবা বললো, 'আমি তো তোমার মনের সার্জারি করছি না। তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন?' রুপালী কিছু বলতে পারছে না। তখন জবা বললো, 'বাবা, মা, তোমরা আমার মেয়েদের নিয়ে একটি বেডরুমে যাও। আমি আর কমল আরেকটাতে থাকবো।' জবার মা বললো, 'সোনামণিরা, আমার সাথে এসো।' তারপর জবার বাবা-মা সোনালী ও রুপালীকে একটি বেডরুমে নিয়ে গেল। সোনালী ও রুপালীর প্রিয় কোলবালিশগুলো-ও সাথে ছিলো।

যাওয়ার পথে রুপালী খেয়াল করলো, কমলের কোলবালিশটা কমল ও জবার বেডরুমে পড়ে আছে। তখন সে বললো, 'আমাদের আরেক বোন তো ওই বেডরুমে পড়ে আছে। সে কষ্ট পাবে না? আর, সে কি সেখানে থাকতে পারবে?' জবার মা বললো, 'আমি জবাকে বলে দেখছি।' তারপর জবাকে এ বিষয়ে জানানো হলে জবা বললো, 'আমার মেয়েরা চাইলে কমলের কোলবালিশটাকেও নিজেদের সঙ্গী করে নিতে পারবে।' জবার মা বললো, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়।'

তারপর জবার মা কমলের কোলবালিশটাকেও নিজের সাথে নিয়ে এলো। তারপর সে বললো, 'আশা করি এবার তোমরা খুশি হয়েছ।' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।' তারপর সোনালী ও রুপালী জবার বাবা-মায়ের সাথেই শুয়ে পড়লো। তবে সোনালী ও রুপালী একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। তারা কোনো কোলবালিশের দিকেই নজর দিলো না। ততক্ষণে জবা কবুতরদের খাবার দিয়ে কমলকে নিয়ে নিজের বেডরুমে চলে এসেছে।

জবা দেখল, সোনালী ও রুপালী কোলবালিশগুলোর দিকে নজর না দিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে। তখন জবা বেগুনি রঙের কোলবালিশটা জবার মাকে দিয়ে বললো, 'তুমি তোমার অপর পাশে এটাকে রেখে দাও। তোমার এক পাশে তো রুপালীর কোলবালিশটা আছে।' তখন জবার মা কোলবালিশটা নিজের অপর পাশে রেছখে দিলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালী ও তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার মেয়েরা হয়তো আমার আচরণে কষ্ট পেয়েছে, তাই কোলবালিশ ছাড়াই ঘুমাচ্ছে।'

তখন জবার মা বললো, 'তবে কি তুমি জোর করে তোমার মেয়েদের মাঝখানে কোলবালিশ দিতে চাও?' জবা বললো, 'সেটা করলে তো আমার মেয়েরা উঠে পড়বে, এবং তারপর আর ঠিকমতো ঘুমাতে পারবে না। তাই আপাতত দিচ্ছি না। পরে দেব।' তারপর জবা নিজের বেডরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কমলের সাথে শুয়ে পড়লো। তারপর জবা কমলকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসো?' কমল বললো, 'আমার ভেতরটা যদি একবার দেখাতে পারতাম, তবে তুমি বুঝতে আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি।' তখন জবা গাইতে লাগলো:

'আমার ভেতরটা একবার যদি দেখানো যেত,
তোমায় ভালোবাসি, বাসি যে কত!'

কমল নিজেও গাইতে লাগলো:

'তোমায় শুধু চাই, তোমায় যেন পাই,
তোমায় ছাড়া বাঁচবে না, বলেছে সে তো।'

তখন জবা কমলকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তারপর সে বললো, 'তুমি আমায় এতটা ভালোবাসো, আগে বলবে না?' কমল বললো, 'তোমাকে বলার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি তো আমাকে অনেক অবহেলা করেছিলে।' তখন জবা কমলকে চুমু দিয়ে বললো, 'ভুল হয়ে গেছে, সোনা। আর এমনটা হবে না।' তারপর জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটা কমলকে দিয়ে বললো, 'আজ আমরা দুজনেই এটাকে দুই পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবো।' সেটাই হলো। জবা এক পাশ থেকে এবং কমল অপর পাশ থেকে লাল কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সোনালী ও রুপালী উঠে পড়লো। সেই সঙ্গে জবার বাবা-মা-ও উঠে পড়লো। তারপর তারা নাশতা করে নিলো। তারপর কমল উঠে পড়লো। তবে জবা তখনো ওঠেনি। তখন কমল দরজা খুলতেই সোনালী ও রুপালী সেখানে গিয়ে দেখল, জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। জবার চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে আছে। তখন সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'মা-মণির কী হয়েছে?' কমল বললো, 'জবা কাল সারা রাত ঘুমায়নি। অনেক কান্নাকাটি করেছে সে।' রুপালী বললো, 'আহা রে। আমাদের মা-মণিটা কত কষ্ট পেয়েছে। আর আমরা কি না তার ওপর রাগ করে ছিলাম!'

এ কথা শুনে কমল অবাক হয়ে গেল। সে বললো, 'এমনটা করতে গেলে কেন?' সোনালী বললো, 'মা-মণি আমাদের কোলবালিশগুলো সরিয়ে দিয়েছিলো বলেই আমরা তার ওপর রাগ করেছিলাম। কিন্তু মা-মণি যে এতটা কষ্ট পাবে, সেটা আমরা বুঝতে পারিনি।' কমল বললো, 'এবার তোমরা তাকে আদর করবে, কেমন?' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, বাবা।' তারপর সোনালী জবার এক গালে এবং রুপালী জবার অপর গালে চুমু দিলো, আর তাতেই জবার ঘুম ভেঙে গেল।

তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কে?' সোনালী বললো, 'আমরা, মা-মণি।' জবা বললো, 'তোমরা এখানে! আজ স্কুলে যাবে না?' কমল বললো, 'আজ তো সবার ছুটি।' সোনালী বললো, 'আর তাই আমরা ঠিক করেছি আমরা সবাই মিলে ঘুরতে যাবো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। আগে আমি উঠে নাশতা করে নিই।' তারপর জবা উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা গত রাতে কেন কোলবালিশ ছাড়া ঘুমিয়েছিলে?' রুপালী বললো, 'তুমি

ইচ্ছে করেই আমাদের কোলবালিশগুলো সরিয়ে দিয়েছিলে, তাই আমরা তোমার ওপর রাগ করেছিলাম।'

জবা বললো, 'তাই বলে তোমরা এমনটা করবে!' সোনালী বললো, 'ভুল হয়ে গেছে, মা। আর এমনটা হবে না।' জবার মা বললো, 'আমরা তোমাদের মা-মণির সাথে যা করেছি, সেই তুলনায় এটা অনেক কম।' জবা বললো, 'আমার বাবা-মা আমাকে বলেছিল, আমাকে নাকি কোলবালিশ ছাড়াই থাকতে হবে।' রুপালী বললো, 'এতে তুমি খুব কষ্ট পেয়েছিলে, তাই না?' জবার বাবা বললো, 'ঠিক তাই। তারপর রাতে যখন আমার মেয়েকে কোলবালিশটা উপহার হিসেবে দেয়া হলো তখন সে কিছুতেই সেটা নিতে রাজি হলো না।'

তখন জবা বললো, 'আমি আমার বাবা-মায়ের ওপর রাগ করেই বলেছিলাম যে কোলবালিশ রাখবো না। তারপর আমি কোলবালিশটা ছুড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলাম।' জবার মা বললো, 'আমার মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছিলো। তাই আমি তাকে বুকে নিয়ে আদর করে ঘুম পাড়িয়েছি।' সোনালী বললো, 'আহা রে। আমাদের মা-মণিটা এতটা কষ্ট পেয়েছে! সে তুলনায় তো আমাদের কোনো কষ্ট-ই হয়নি।' জবা বললো, 'আমি প্রথমে রাগ করলেও পরে কোলবালিশটাকে আপন করে বুকে টেনে নিয়েছি, আর বলেছি, "জবা আপু, আজ থেকে তুমি শুধুই আমার।" তারপর থেকে আমি তার সাথে অনেক সময় কাটিয়েছি।'

এ কথা শুনে রুপালী বললো, 'তাহলে তো সেটা তোমার প্রিয় সঙ্গী হয়ে উঠেছে, তাই না?' জবা বললো, 'অবশ্যই। আমার বোন থেকে আমার মেয়ে হয়ে উঠতে তার অনেকটা সময় লেগেছে, আর পুরো সময় সে আমার ভালোবাসা পেয়েছে।'

সোনালী বললো, 'বাহ্। তোমাদের দুজনের ভালোবাসা চিরজীবী হোক।' জবা বললো, 'সেটাই যেন হয়।' তারপর সোনালী জবার এক পাশে এবং রুপালী জবার অপর পাশে বসে পড়লো। তখন জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো।

তারপর জবা বললো, 'এবার কবুতরগুলোকে খেতে দিই, কেমন?' তারপর জবা কবুতরগুলোকে খেতে দিয়ে ফিরে এলো। তারপর সবাই গল্পে মেতে উঠলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো। তোমরা গল্প করতে থাকো, কেমন?' জবার মা বললো, 'একদম না। একবার দেখে নাও, নিজের কী অবস্থা করেছ। এ অবস্থায় তুমি কোথাও যাবে না।'

জবা বললো, 'এখন তো সব ঠিক আছে, মা।' জবার মা বললো, 'না, জবা। কিছুই ঠিক নেই। তাই আজ আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো। তুমি গল্প করো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবার মা দুপুরের খাবার তৈরি করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর কমল বললো, 'চলো, এবার ঘুরে আসি। তাতে তোমার মনটা ভালো হবে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তোমরাও তৈরি হয়ে নাও।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো।

জবা সোনালী ও রুপালীর নতুন সাজ দেখে অবাক হয়ে গেল। জবা সোনালী ও রুপালীর দিকে তাকাতেই যেন তার চোখ আটকে গেল। তখন সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী দেখছ, মা?' জবা বললো, 'আমি আমার মিষ্টি পরীদের চোখ ভরে দেখছি।' রুপালী বললো, 'আমাদের কি এতটাই সুন্দর লাগছে?' জবা বললো,

'একদম পরীর মতো লাগছে তোমাদের।' কমল বললো, 'এবার আমরা চলি।' জবা বললো, 'চলো।' তারপর সবাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পার্কে পৌঁছে গেল। সেখানেই ছিলো বৈশাখী, আঁখি এবং তাদের পরিবার। সেখানে জবা খেয়াল করলো, আঁখির কোলে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েশিশু। তখন জবা আঁখিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে এই মেয়ে?' আঁখি বললো, 'এটা শুভ্রা আপুর মেয়ে।' রুপালী বললো, 'এ তো আমাদের চেয়েও সুন্দর হয়েছে।' জবা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। সোনালী বললো, 'আমাদের ছোট্ট বোনটা।'

তখন আঁখির চোখ ছলছল করতে লাগলো। জবা বললো, 'কাঁদে না, বোন।' বৈশাখী বললো, 'যার যাওয়ার, সে তো যাবেই। তার জন্য মন খারাপ করে লাভ নেই।' জবা বললো, 'সেটাই। তার চেয়ে ভালো তোমরা এই মেয়েটার যত্ন নাও।' আঁখি বললো, 'ঠিক বলেছ, আপু।' তারপর আঁখি সেই ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে দোল খাওয়াতে লাগলো। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি মেয়েটার নাম রেখেছ?'

তখন বৈশাখী বললো, 'হ্যাঁ।' আঁখি বললো, 'আমি ঠিক করেছিলাম, আমার প্রথম মেয়ের নাম রাখবো "সাথী"। আর, আমি তো এই মেয়ের মায়ের মতো।' জবা বললো, 'বাহ্। খুব সুন্দর নাম।' বৈশাখী বললো, 'ঠিক বলেছ।' তারপর সবাই হাঁটতে লাগলো। সেই সঙ্গে গল্প-ও করলো তারা। এভাবেই কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জবা বললো, 'বলে দাও, কাল আমি কোন জামাটা পরে যাবো।' কমল বললো, 'কাল তুমি সেই টুকটুকে লাল জামাটা পরে যাবে।' জবা জামাটা দেখাতেই রুপালী বললো, 'তুমি একদিন বলেছিলে, তুমি নিজের হৃৎপিন্ড আরেকজনকে দিয়ে দেবে। আমি সেদিন তোমাকে এই জামাটাই পরে যেতে বলেছিলাম।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা রুপালীকে কোলে নিয়ে তাকে চুমু দিলো। তারপর জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি এখনো সেই কথা মনে আছে?' রুপালী মাথা নেড়ে জানান দিলো যে তার মনে আছে।

তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমি এই জামা পরে যাবো না। এবার খুশি?' সোনালী বললো, 'না, মা। তুমি এই জামা পরে গেলেও সমস্যা নেই।' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।' জবা বললো, 'আমি এই জামা পরে যেতে পারি, তবে তার আগে আমি সবার মুখে হাসি দেখতে চাই।' তখন রুপালী বললো, 'সে ক্ষেত্রে আমাকে নামিয়ে দাও। তবেই তো আমার মুখে হাসি দেখতে পাবে।' তারপর জবা রুপালীকে নিজের কোল থেকে নামিয়ে দিতেই সে হেসে ফেললো। অন্যদের মুখেও হাসি ফুটে উঠলো।

কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা কমলকে নিয়ে এক বেডরুমে এবং বাকি সবাই অপর বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে রুপালী দেখল, সে জবার হাত ধরে হাঁটছে। জবা রুপালীর সাথে অনেক গল্প করছে। এক পর্যায়ে জবা রুপালীকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি যদি কখনো তোমাকে ছেড়ে চলে যাই তবে তুমি কি কাঁদবে?' রুপালী বললো, 'না, মা। আমি কাঁদবো না।' এতে জবা ভীষণ রেগে গেল। সে বললো, 'তাহলে আমার হাত ছেড়ে দূরে চলে যাও।' রুপালী বললো, 'না, মা। আমি এটা করতে পারবো না।' জবা জোর করেই রুপালীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'এখান থেকে দূর হও।' রুপালী বললো, 'এতটা নিষ্ঠুর হতে নেই, মা।' জবা রুপালীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে হাঁটতে লাগলো, এবং সে এক পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। সে চিৎকার করে বললো, 'মা!' এতে অন্যরাও উঠে পড়লো। জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, সোনা?' রুপালী বললো, 'আমি মা-মণির কাছে যাবো।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবার মা বললো, 'তোমার মা তো ঘুমাচ্ছে। এখন তুমি তাকে জাগিয়ে দিলে সে রাগ করবে।' কিন্তু তাতে কাজ হলো না। রুপালী জবার কাছে গিয়ে তবেই শান্ত হবে। তখন জবার মা বললো, 'কাল সকালে যেও, কেমন?' রুপালী বললো, 'না, আমি এখনই মা-মণির কাছে যাবো।' সোনালী বললো, 'রুপালী হয়তো মাকে নিয়ে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছে।' জবার বাবা বললো, 'তুমি রুপালীকে জবার কাছে যেতে দাও।'

তারপর রুপালী জবা ও কমলের বেডরুমের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। এতে জবার ঘুম ভেঙে গেল। সে বললো, 'কমল, একবার দেখ, কে দরজা খটখট করছে।' কমল বললো, 'আমি দেখতে পারবো না। আমার উঠতে ইচ্ছে করছে না। তুমিই দেখ।' তখন জবা বললো, 'আলসে কোথাকার।' তারপর সে উঠে দরজা

খুলতেই দেখল, রুপালী কাঁদছে। তখন জবা রুপালীকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা-মণি? কাঁদছ কেন?' তারপর জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তখন রুপালী বললো, 'মা, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তো?' জবা বললো, 'না, মা। আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবো না।' সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'তবে তুমি কি স্বপ্নে এটাই দেখছিলে যে মা তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।' জবা বললো, 'শান্ত হও, সোনা।' কমল বললো, 'আমি পানি নিয়ে আসছি।' জবা বললো, 'তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।' তারপর কমল এক গ্লাস পানি নিয়ে এলো। জবা বললো, 'পানি খাও, মা।' রুপালী পানি খেয়ে বললো, 'আমি তোমাদের ছাড়া বাঁচবো না।'

তখন জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমিও যে তোমাদের ছাড়া বাঁচবো না।' সোনালী বললো, 'তাহলে আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা থাকো। আমি তো আর এই ওটিতে থাকতে পারবো না।' জবা বললো, 'বোকা কোথাকার।' তারপর সে সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'মনের সার্জারি কোনো সাধারণ সার্জারি নয় যে তোমরা থাকতে পারবে না।' সোনালী বললো, 'তাহলে?' জবা বললো, 'আমি আমার মনের চোখ রুপালীর মনে পাঠাবো, এবং তার মন থেকে সব কষ্ট দূর করে দেব। এবং আমি সেই জায়গায় আদর করবো।'

তখন সোনালী বললো, 'তাহলে আমি আমাদের কোলবালিশগুলো নিয়ে আসছি।' জবা বললো, 'বেশ। নিয়ে এসো।' জবার বাবা-মা বললো, 'তাহলে আমরা যাই, কেমন?' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবার বাবা-মা অপর বেডরুমে চলে

গেল। সোনালী নিজেও সেখানে গেল। তারপর সোনালী সেখান থেকে নিজের কোলবালিশের পাশাপাশি রুপালীর কোলবালিশটাও নিয়ে এলো।

তারপর জবা বললো, 'আমার মেয়েটা প্রায় মরেই গেছে।' তারপর জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'হে আল্লাহ! যদি দুঃস্বপ্ন দেখাতেই হয় তবে আমাকে দেখাও, কিন্তু আমার মেয়েদের নয়।' তারপর জবা বললো, 'তুমি কি তোমার চাঁদনিকে বুকে নেবে?' রুপালী বললো, 'না, মা। আমাদের মাঝখানে কেউ থাকবে না।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা-মণি।' তারপর জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আজ সবাই সবকিছু নতুন করে করবে।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে তৈরি করে নিলো। তারপর জবা ও কমল তৈরি হয়ে সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তারপর জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে স্কুলে পৌঁছে দিলো। তারপর তারা হাসপাতালে গেল। সেখানে অনেকটা সময় কাজ করে তারা স্কুলে ফিরে গেল। তারপর জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল। অন্যরাও নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

ঘরে ফিরে গিয়ে সবাই গোসল করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' জবার মা বললো, 'আজ আমি তোমাকে সাহায্য করবো।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর এ কাজে জবার মা জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা

বললো, 'চলো, এবার একটু ঘুমিয়ে নিই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

তারপর জবা বললো, 'রুপালী, আমাকে বলে দাও, কাল স্বপ্নে তুমি কী দেখেছিলে?' রুপালী বললো, 'তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে আমি কাঁদবো কি না।' কমল জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কী বলেছিলে?' রুপালী বললো, 'আমি বলেছিলাম যে আমি কাঁদবো না। আর তাতেই...' জবা বললো, 'তাহলে তো তুমি আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে।' রুপালী কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'না, মা। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমি মরেই যাবো।' তখন জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'এবার ঠিক বলেছ। এবার আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর তারা উঠে পড়লো। তারপর তারা হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। জবা বললো, 'রুপালী, আশা করি এখন তোমার মন ভালো হয়েছে।' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। আর গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ছিলো মন ভালো করা গান। এভাবে গল্প করতে করতে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' তারপর সে রাতের খাবার তৈরি করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো।

রাতের খাবার খাওয়ার পর জবা জিজ্ঞেস করলো, 'আজও কি আমার মেয়েরা আমার সাথেই থাকবে?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' জবা বললো, 'চলো তাহলে।' তারপর জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর জবা বললো, 'রুপালী, আজ কি তুমি চাঁদনীকে বুকে নিয়ে ঘুমাবে?'

রুপালী বললো, 'না, মা।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা। তুমি আমার বুকেই মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর রুপালী জবার বুকে মাথা রেখে শুয়ে রইলো, কিন্তু সে ঘুমাতে পারলো না।

তখন জবা বললো, 'ঘুম আসছে না বুঝি?' রুপালী বললো, 'না, মা।' তখন জবা বললো, 'তাহলে আমি তোমাকে মন ভালো করা গান শুনিয়ে দিচ্ছি।' তারপর সে গাইতে লাগলো:

'তুমি আমার জীবন, তুমি ছাড়া মরণ,
তুমি তো আমারই সাত রাজার ধন।'

কমল নিজেও গাইতে লাগলো:

'কলিজা তুমি আমার, তুমি দু'চোখের আলো,
লাগে না তুমি ছাড়া আমার এক মুহূর্ত ভালো।'

জবা গাইতে লাগলো:

'রুপকথা তুমি তো আমারই, জীবনের চেয়ে আরো দামী।'

এক পর্যায়ে রুপালী ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো। অন্যরাও ঘুমিয়ে পড়লো।

তার পর থেকে রুপালীর মন থেকে একটু একটু করে ভয় কেটে যেতে লাগলো। তারপর একদিন জবার মা বললো, 'কাল আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।' রুপালী বললো, 'আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকতে পেরেছি, এটাই অনেক। পরে আবার তোমাদের সাথে দেখা করবো।' জবার বাবা বললো, 'অবশ্যই।' অন্য কয়েকটি রাতের মতো সেই রাতটাও সোনালী ও রুপালী জবার বাবা-মায়ের সাথে কাটিয়ে দিলো।

পরদিন সকালে সবাই নাশতা করার পর জবার বাবা-মা বললো, 'এবার আমরা চলি, কেমন?' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তখন সবার মন খারাপ ছিলো। জবা ও কমলের মধ্যে সেটা বোঝা না গেলেও সোনালী ও রুপালীর মধ্যে সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল। জবা বললো, 'মা-মণিরা, মন খারাপ করার মতো কিছুই হয়নি।' কমল বললো, 'তোমরা ছুটি পেলেই আবার সেখানে যাবে।' তারপর জবার বাবা-মা সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন থেকেই সোনালী ও রুপালী কাঁদছিলো। জবা বললো, 'আমি জানি, আমার বাবা-মা তোমাদের কতটা ভালোবাসে।' তারপর সে প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'চলো, আমরা গল্প করি।' তারপর তারা গল্প করতে লাগলো। এভাবেই কিছু সময় কাটালো তারা। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো। তোমরা গল্প করতে থাকো।'

তখন রুপালী বললো, 'আমরা তোমাকে সাহায্য করবো।' জবা বললো, 'বেশ। এতে তোমাদের মন এদিকে থাকবে।'
তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী জবাকে এ কাজে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'চলো, একটু ঘুরে আসি।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তারপর তারা ঘুরতে বের হলো।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর তারা পার্কে পৌঁছে গেল। বৈশাখী এবং আঁখি সেখানেই ছিলো। সেই সঙ্গে ছিলো ছোট্ট সাথী। জবা বললো, 'সাথীকে আমার কোলে দাও।' আঁখি বললো, 'মেয়েটা ঘুমাচ্ছে, তাকে ঘুমাতে দাও।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা বৈশাখীর সাথে গল্প করতে লাগলো, যেন তার শব্দে ছোট্ট মেয়েটির ঘুম ভেঙে না যায়। এভাবেই তারা কিছুটা সময় কাটিয়ে দিলো। তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জবা বললো, 'আশা করি এখন আমার মেয়েদের কষ্ট কিছুটা হলেও কমেছে।' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তারপর সবাই পরের দিনের প্রস্তুতি নিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো।

রাতে খাওয়ার পর জবা কমলকে নিয়ে একটি বেডরুমে গেল, এবং সোনালী ও রুপালী অপরটিতে। এটা দেখে জবা বললো, 'তোমরা কি এখানে ঘুমাতে পারবে?' রুপালী বললো, 'পারবো, মা।' জবা বললো, 'যদি কষ্ট হয় তবে আমাদের কাছে চলে আসবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা কমলের কোলবালিশটা নিয়ে বললো, 'আপাতত আমি এটাকে নিয়ে যাচ্ছি, এবং আমি তোমাদের কোলবালিশগুলো তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি।' তারপর সে কমলের কোলবালিশটা কমলকে দিয়ে সোনালী ও রুপালীর কোলবালিশ নিয়ে ফিরে

এলো। তারপর সে সোনালীর কোলবালিশটা সোনালীকে এবং রুপালীর কোলবালিশটা রুপালীকে দিয়ে কমলের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

সোনালী ও রুপালী ঘুমানোর অনেক চেষ্টা করেও পারলো না। তখন তারা জবার কাছে গিয়ে বললো, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ঘুমাতে পারি?' জবা বললো, 'অবশ্যই, মা-মণিরা।' তারপর সোনালী জবার এক পাশে এবং রুপালী জবার অপর পাশে শুয়ে পড়লো। সোনালী এবং রুপালী নিজ নিজ কোলবালিশগুলোও সাথে করে নিয়ে এসেছিলো। জবা বললো, 'আমার এক পাশে সোনালী এবং অপর পাশে রুপালী থাকবে। মাঝখানে কোনো কোলবালিশ থাকবে না।' তারপর সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ কোলবালিশ নিজেদের অপর পাশে রেখে দিলো।

তারপর জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার ঘুমাও, মা-মণিরা।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সবাই নাশতা করে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেল। তারপর তারা নিজ নিজ কাজ শেষে দুপুরে ঘরে ফিরে এলো। তারপর সবাই গোসল করে নিলো।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, এবং সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা গল্প করি।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো, আর এতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আজও কি আমার মা-মণিরা আমার সাথে থাকবে?' রুপালী বললো, 'না, মা। আজ আমরা অলাদা থাকবো। তবে না পারলে তোমার কাছে যাবো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা ও কমল এক বেডরুমে এবং সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল, কমলা জামা পরা মেয়েটি মন খারাপ করে বসে আছে। কমল মেয়েটিকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, সোনা? মন খারাপ কেন?' মেয়েটি বললো, 'তোমরা যদি একে অপরকে ভালোবাসতে না-ই পারো তবে আমার মন কি করে ভালো হবে?' জবা মেয়েটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে, মা-মণি। আজ থেকে আমরা একসাথেই থাকবো।' কমল বললো, 'ঠিক তাই।' কিন্তু মেয়েটির মন ভালো হলো না। সে বললো, 'আমি জানি, এমনটা হবে না।'

তখন কমল রেগে গিয়ে মেয়েটিকে আঘাত করতে গেলেই জবা কমলের কোল থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিলো। তারপর জবা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'কেন এই ছোট্ট মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছ?' মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমার হয়তো এভাবে বলা ঠিক হয়নি।' জবা বললো, 'তাতে আমি কিছু মনে করিনি।' কমল মেয়েটিকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'ভুল হয়ে গেছে, মা। আর কখনো এমনটা হবে না।'

তখন জবার ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখল, কমল নিজ কোলবালীশটাকে চুমু দিচ্ছে আর বলছে, 'আমি কি তোমাকে কষ্ট দিতে পারি?' জবা বললো, 'কী হয়েছে? এমন করছো কেন?' কমল বললো, 'আমি স্বপ্নে দেখছিলাম, আমি আমার মেয়েকে আঘাত করছি।' জবা বললো, 'আর আমি তাকে তোমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আদর করছি, তাই তো?' কমল বললো, 'হ্যাঁ।' তখন জবা বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।' কমল বললো, 'তুমিও ঘুমাও।'

জবা বললো, 'আমি কি তোমাকে জড়িয়ে ধরবো?' কমল বললো, 'সেটা করলে ভালো হয়।' তখন জবা ও কমল একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলো। কমল বললো, 'আমি ভাবছি, আমার হৃৎপিন্ডটা একজনকে দিয়ে দেব।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে দেবে?' কমল বললো, 'যার এটা প্রয়োজন হবে, তাকেই দিয়ে দেব। তবে খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেব।' তখন জবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে বললো, 'তুমি এখনো কষ্ট পাচ্ছ!'

কমল বললো, 'না, জবা। আমি কোনো কষ্ট পাচ্ছি না।' জবা বললো, 'তাহলে কথা দাও, তুমি তাকে তোমার হৃৎপিন্ড দেবে না।' কমল জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, সোনা। আমি আমার কলিজাটা দেব, তবে শুধু তোমাকে।' জবা বললো, 'তুমি কাউকে তোমার কলিজা দেবে না। কথা দাও।' কমল বললো, 'ঠিক আছে, মহারাণী। আমার কলিজা একান্তই আমার থাকবে।' তারপর কমল জবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে জবা ঘুমিয়ে পড়লো। কমল নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে কমল জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'উঠে পড়ুন, মহারাণী।' জবা উঠে বললো, 'এবার সোনালী ও রুপালীকে ডেকে তুলতে হবে।' ততক্ষণে সোনালী ও রুপালী সেখানে চলে এসেছে। জবা বললো, 'চলো, নাশতা খেয়ে নিই।' তারপর জবা হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা তৈরি করলো। অন্যরাও হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর সবাই নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। তারপর সবাই নিজ নিজ কাজ শেষ করে দুপুরে ঘরে ফিরে এলো।

তারপর সবাই গোসল করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার একটু ঘুমিয়ে নিই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' কমল বললো, 'চলো তাহলে।' তারপর জবা ও কমল এক বেডরুমে এবং সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে পড়লো। জবা বললো, 'আশা করি এখন সবার ভালো লাগছে।' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর থেকে সম্ভব হলে সবাই একসাথে সময় কাটাতো। কখনো ঘুরতে যাওয়া, কখনো গল্প করা-এভাবেই তাদের সময় কাটতো। সবাই হাসিখুশি ছিলো।

পাশাপাশি, নিয়মিত কবুতরগুলোর যত্ন নেয়া হতো। এভাবেই চললো বেশ কিছুদিন। তারপর একদিন সকালে জবা মা কবুতরটাকে বললো, 'বেরিয়ে এসো, শুভ্রা।' তখন মা কবুতরটা বেরিয়ে এলো। জবা বললো, 'আমার কাঁধে বসে পড়ো।' কবুতরটা জবার কাঁধে বসে পড়লো। তারপর জবা বললো, 'এখন থেকে তুমি খাঁচার বাইরে থাকবে।'

তারপর জবা কবুতরটাকে খাবার দিলো। তারপর সে বললো, 'আমি তোমার ছানাদের জন্যও খাবার নিয়ে এসেছি।' তারপর জবা কবুতরের ছানাগুলোকে খাবার দিয়ে বললো, 'তোমরাও খেয়ে নাও।' তারপর জবা বললো, 'আজ আমি শুভ্রাকে নিয়ে ঘুরতে যাবো।' কমল বললো, 'সে না হয় যাবে, তবে এখন না।' জবা বললো, 'ঠিক তাই। আমি এটাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে পারবো না, তাই আমি এটাকে এখানেই রেখে যাবো।' তারপর সবাই নাশতা খেয়ে নিলো।

তারপর জবা তৈরি হয়ে মা কবুতরটাকে বললো, 'এবার তুমি খাঁচার ভেতর যাও।' কিন্তু কবুতরটা যাবে না। তখন জবা বললো, 'কী হয়েছে, সোনা?' মা কবুতরটা নিজ ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করলো যে সে জবার সাথেই থাকতে চায়। জবা বললো, 'তাহলে যাই, কেমন?' কবুতরটা জবার কাঁধে গিয়ে বসলো। জবা কবুতরটাকে নামিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি এখন তোমাকে সঙ্গ দিতে পারবো না। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তোমাকে সঙ্গ দেব।' তখন কবুতরটা কাঁদতে লাগলো।

তখন সোনালী বললো, 'কবুতরটা তোমার সাথেই থাকতে চায়, মা।' জবা বললো, 'আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই পারি, কিন্তু সেখানে কাটাকাটি দেখলে সে

ভয় পাবে। তাই আমি তাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই না।' রুপালী বললো, 'কিন্তু কবুতরটা কাঁদছে।' তখন জবা কবুতরটাকে কোলে নিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, সোনা। আমি তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি।' তারপর জবা কবুতরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তারপর সবাই নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে হাসপাতালে চলে গেল। সেখানে সবাই অবাক হয়ে জবার কবুতরটাকে দেখতে লাগলো। তখন জবা বললো, 'আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছ?' মৌ বললো, 'তোমার পক্ষী-রাণীটা ভীষণ সুন্দর হয়েছে। আমি কি এটাকে এক রাতের জন্য নিয়ে যেতে পারি?' জবা বললো, 'সেটা হয়তো সম্ভব হবে না।' মৌ বললো, 'কোনো ব্যাপার না।'

তারপর সবাই নিজ নিজ রুমে চলে গেল। জবা নিজের রুমে গিয়ে কবুতরটাকে বললো, 'আপু, তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো আলমারিটার ওপর গিয়ে চুপটি করে বসো।' কবুতরটা আলমারির ওপর গিয়ে বসে রইলো। তারপর জবা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর জবা কাজ শেষ করে বললো, 'এবার তুমি আমার কাঁধে চড়ে বসো।' কবুতরটা জবার কাঁধে গিয়ে বসে পড়লো।

তারপর জবা কবুতরটাকে নিয়ে নিজের রুম থেকে বের হলো। তখন মৌ বললো, 'এবার কবুতরটাকে আমার কাছে দাও।' জবা কবুতরটাকে কোলে নিয়ে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি আজ রাত আমার বোনের সাথে থাকবে, কেমন?' তারপর জবা কবুতরটাকে মৌ-এর কোলে তুলে দিলো। মৌ কবুতরটাকে চুমু দিয়ে বললো,

'আমার প্রিয় পক্ষী-রাণী, তোমাকে আমি অনেক আদর করবো। তোমাকে বেশি বেশি করে খাবার খাওয়াবো। আমি তোমার অনেক যত্ন নেব। তুমি আমার সাথে চলো।' তারপর সবাই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ ঘরের দিকে যেতে লাগলো।

তখন কবুতরটা খেয়াল করলো, জবা তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তখন সে ছটফট করতে লাগলো। মৌ বললো, 'কী হয়েছে, সোনামণি? ছটফট করছো কেন?' কবুতরটা ছটফট করেই যেতে লাগলো। তখন মৌ জবার কাছে ছুটে গেল। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?' মৌ বললো, 'তোমার কবুতর তোমাকে ছাড়া বাঁচবে না, আর এটা নিজে না মরলে আমাকে মেরে ফেলবে।' তখন জবা বললো, 'আসলে, সে তার ছানাদের ছাড়া থাকবে না। তুমি অন্য কবুতর কিনে নাও, কেমন?' মৌ বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর কবুতরটা মৌ-কে ঠোকর দিতেই মৌ বললো, 'তুমি মোটেও ভালো না।' তারপর সে চলে গেল। জবা বললো, 'এমনটা করলে কেন? আমার বোনটা ভীষণ কষ্ট পেয়ে চলে গেছে।' তখন কবুতরটা জবাকে ঠোকর দিতেই জবা বললো, 'তুমি আমাকেও ঠোকর দিলে! আমি আজই তোমাকে খেয়ে ফেলব।' তখন কবুতরটা ডানা দিয়ে জবাকে আদর করতে লাগলো। জবা বললো, 'এসব করে লাভ নেই। আমি তোমাকে খেয়েই ছাড়বো।'

তখন কবুতরটা কাঁদতে লাগলো। জবা বললো, 'কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই। আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব। তবেই আমার শান্তি হবে।' তখন কমল বললো, 'কী এমন হয়েছে যে তুমি এমনটা করছো?' জবা বললো, 'দেখলে না,

কবুতরটা আমাদের সাথে কী করেছে?' কমল বললো, 'তুমি যেভাবে কবুতরটাকে চুমু দিয়েছ, সে তো আর তোমাকে সেভাবে চুমু দিতে পারবে না। তাই সে এমনটা করেছে।' তখন জবা বুঝতে পারলো, কবুতরটা তাকে কতটা ভালোবাসে। তখন জবা কবুতরটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, সোনা। আমি তোমাকে চির-অক্ষত রাখবো।'

কিন্তু কবুতরটা কেঁদেই যাচ্ছিলো। জবা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'শান্ত হও, আপু।' তারপর সে নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়লো। কমল বললো, 'এভাবে কাঁদতে নেই, জবা।' জবা কান্না থামিয়ে বললো, 'এবার স্কুলে চলো।' তারপর জবা কমলকে নিয়ে স্কুলে গিয়ে সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। তখন মা কবুতরটা জবার কোল থেকে উড়ে গিয়ে খাঁচায় ঢুকে পড়লো। তারপর সে ডানা দিয়ে তার ছানাদের আগলে রইলো।

তখন রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা? হঠাৎ এমনটা হলো কেন?' জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'কবুতরটা আমাকে চুমু দিলেও আমি মনে করেছিলাম সে আমাকে ঠোকর দিয়েছে। তাই আমি তাকে খেয়ে ফেলতে চেয়েছি।' সোনালী বললো, 'এমনটা আর করবে না, কেমন?' জবা বললো, 'আর কখনো এমনটা করবো না। কথা দিলাম।' কমল বললো, 'তাহলে এবার আমরা গোসল করে নিই।' তারপর সবাই গোসল করে নিলো।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, এবং সোনালী ও রুপালী জবাকে এ কাজে সাহায্য করলো। তারপর জবা কবুতরগুলোকে খাবার

দিয়ে বললো, 'তোমরা খেয়ে নাও।' তারপর জবা ফিরে এসে বললো, 'এবার আমরাও খেয়ে নিই।' তারপর সবাই খেয়ে নিলো।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা ঘুরতে যাবো।' কমল বললো, 'তাহলে আমরা তৈরি হয়ে নিই।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আমি কবুতরগুলোকেও সাথে নিয়ে যাবো।' রুপালী বললো, 'বেশ।' জবা বললো, 'আমি খাঁচাটাই সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি। না হলে কবুতরগুলো উড়ে চলে যাবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর তারা ঘুরতে বেরিয়ে পড়লো।

কিছু সময় হাঁটার পর তারা পার্কে পৌঁছে গেল। মৌ নিজেও সেখানে ছিলো। জবা মৌ-কে বললো, 'এবার আমি কবুতরের পুরো পরিবার সাথে করে নিয়ে এসেছি।' মৌ বললো, 'কবুতরগুলো মোটেও ভালো না। তারা আমাকে আবার ঠোকর দেবে।' জবা বললো, 'পাখিরা তো আর চুমু দিতে পারে না, তাই ঠোকর দেয়।' মৌ বললো, 'তাহলে কি কবুতরটা আমাকে চুমু দিয়েছিলো?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' তারপর জবা খাঁচা থেকে মা কবুতরটাকে বের করে বললো, 'আমার বোনটাকে আরেকটা চুমু দাও।' কিন্তু কবুতরটার কোনো নড়চড় নেই।

তখন মৌ হাত বাড়িয়ে বললো, 'এসো, সোনামণি। আমার কোলে এসো।' তাতেও লাভ হলো না। তখন মৌ-এর চোখ ছলছল করতে লাগলো। এটা দেখে কবুতরটা মৌ-এর কাঁধে চড়ে বসলো। তারপর কবুতরটা ডানা দিয়ে মৌ-কে আদর করতে লাগলো। তখন মৌ কবুতরটাকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। কিন্তু মৌ কেঁদেই যাচ্ছিলো। জবা বললো, 'এবার কান্না থামাও।' মৌ কাঁদতে কাঁদতে বললো,

'আমার ভুল হয়ে গেছে, সোনা। আর কখনো এমনটা হবে না।' তারপর মৌ কবুতরটাকে আবার চুমু দিলো।

তখন জবা বললো, 'আমি এক রাতের জন্য এই কবুতরগুলো মৌ-কে দিতে চাই।' রুপালী বললো, 'তাহলে দিয়ে দাও।' মৌ বললো, 'তার দরকার নেই। তোমাদের কবুতর, তোমাদের কাছেই থাকবে।' জবা বললো, 'তাহলে তুমি আমার কবুতরটা নিতে চেয়েছিলে যে?' মৌ বললো, 'আসলে, এই কবুতরটা ভীষণ সুন্দর। তবে এরকম কবুতর আরো পাওয়া যাবে।' তারপর মৌ কবুতরটাকে জবার কোলে তুলে দিয়ে বললো, 'ভালো থেকো, সোনা।' তারপর তারা একসাথে হাঁটতে লাগলো। এতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জবা বললো, 'এবার আমরা ফিরে যাই, কেমন?' মৌ বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা মা কবুতরটাকে খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে দিলো। মৌ বললো, 'একদম মন খারাপ করবে না। কাল আমরা আবার দেখা করবো।' তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল। তারপর জবা কবুতরগুলোকে খেতে দিলো। তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা ও কমল এক বেডরুমে এবং সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা করে নিলো। তারপর জবা মা কবুতরটাকে খাঁচা থেকে বের করলো। তারপর সবাই তৈরি হয়ে

নিলো। তারপর জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে হাসপাতালে গেল। তবে এদিন কবুতরটা এক ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী হলো।

সেদিন জবাকে নিজের রুমে বসেই একজনের হাতের কিছুটা অংশ কাটতে হয়েছিলো। এটা দেখে কবুতরটা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তবে সেদিকে জবার নজর ছিলো না। জবা নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলো। এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ কাজ করার পর জবা বললো, 'এবার আমি কবুতরটাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবো।' তখন জবা খেয়াল করলো, কবুতরটা ভয়ে কাঁপছে। জবা কবুতরটাকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, সোনা? ভয় পাচ্ছ কেন?' তবুও কবুতরটা কাঁপছিলো।

তখন জবা কবুতরটাকে হালকাভাবে নিজের বুকে চেপে ধরলো। এতে কবুতরটা শান্ত হলো। তারপর জবা কবুতরটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'ভয়ের কিছু নেই, আপু।' তারপর জবা কবুতরটাকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর জবা কমলকে নিয়ে স্কুলের দিকে হাঁটতে লাগলো। তখন জবা বললো, 'কমল, আজ কবুতরটা কিছু একটা দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে।' কমল বললো, 'সে নিশ্চয়ই কাটাকাটি দেখেছে।' তখন জবা সব বুঝলো। তারপর সে বললো, 'আমি আর কখনো কবুতর নিয়ে হাসপাতালে যাবো না।'

কিছুক্ষণ পর জবা ও কমল স্কুলে পৌঁছে গেল। তারপর তারা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল। তারপর জবা বললো, 'আমি কবুতরটাকে খাঁচায় রেখে আসছি।' তারপর জবা কবুতরটাকে খাঁচায় রেখে দিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা গোসল করে নিই।' তারপর সবাই গোসল করে

নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর জবা বললো, 'আমি কবুতরগুলোকে খাবার দিয়ে আসছি।' তারপর জবা কবুতরগুলোকে খাবার দিয়ে ফিরে এলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমরাও খেয়ে নিই।' রুপালী বললো, 'অবশ্যই।' তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এসো, গল্প করি।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা ও কমল এক বেডরুমে এবং সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে উঠে সবাই নাশতা করে নিলো। তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তবে এবার জবা আর কবুতরটাকে সাথে নিয়ে গেল না।

তখন সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী এমন হয়েছে যে আজ তুমি কবুতরটাকে সাথে নিয়ে এলে না?' জবা সব খুলে বলতেই সোনালী বললো, 'সব বুঝেছি।' তারপর জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে হাসপাতালে গেল। সেখানে সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ

কাজ করার পর সবাই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। তারপর জবা ও কমল স্কুলে গিয়ে সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

তারপর সবাই গোসল করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর জবা কবুতরগুলোকে খাবার দিয়ে ফিরে এলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'চলো, আমরা ঘুরে আসি।'

এ কথা শুনে রুপালী বললো, 'এমনটা করলে কবুতরগুলোর ভালো লাগবে।' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর জবা রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর জবা বললো, 'সোনালী, এদিকে এসো।' সোনালী জবার কাছে যেতেই জবা সোনালীকেও চুমু দিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার তৈরি হয়ে নিই।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তারপর সবাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়লো। তারা কবুতরগুলোকেও নিতে ভুল করলো না।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর তারা পার্কে পৌঁছে গেল। বৈশাখী এবং আঁখি সেখানে উপস্থিত ছিলো। বৈশাখী বললো, 'আজ তো হাসপাতালে কবুতরটা দেখতে পেলাম না।' জবা বললো, 'গতকাল কাটাকাটি দেখে কবুতরটা ভীষণ ভয় পেয়েছিলো। তাই আর নিয়ে যাইনি।' আঁখি বললো, 'এরকম একটা সাদা কবুতর আমাদের ঘরেও আছে।' জবা বললো, 'ভালো তো।' বৈশাখী বললো, 'আমি কবুতরটাকে খাবো বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু এতে আঁখির আপত্তি ছিলো।'

তখন জবা বললো, 'তারপর কী করেছিলে?' আঁখি বললো, 'আপু আমাকে কবুতরটা দিয়ে বলেছিলো আমি যেন সেটার মাথা টেনে ধরে রাখি।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর কী হলো?' বৈশাখী বললো, 'আমি বটি নিয়ে এসেছিলাম কবুতরটার গলা কাটার জন্য। এসে দেখি...' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী দেখেছিলে?' বৈশাখী বললো, 'এসে দেখি আঁখি কাঁদছে।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। আঁখি বললো, 'আমি কবুতরটাকে খুব আদর করছিলাম। খুব মায়া হচ্ছিলো সেটার জন্য।' সোনালী বললো, 'তারপর কী হয়েছিলো?'

তখন আঁখি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমি আপুকে বলেছিলাম, "আমি তোমার কাছে এই কবুতরটার জীবন ভিক্ষা চাইছি। তুমি এটাকে অক্ষত রেখে দাও।" আর কবুতরটাকে খুব আদর করেছি।' জবা বললো, 'তোমরা কান্না থামাও।' ছোট্ট সাথী আঁখির কোলে ছিলো বলে জবা সাথীকে কোলে তুলে নিলো। বৈশাখী কান্না থামিয়ে বললো, 'তখন আঁখি খুব কান্নাকাটি করছিলো। আর, সে নীল চোখের মেয়ে হওয়ার কারণে আমি তখন তার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না।'

তখন রুপালী বললো, 'তারপর তুমি কী করেছিলে?' আঁখি বললো, 'তারপর আপু বটি রেখে এসে কবুতরটাকে কোলে নিয়ে চুমু দিয়েছিলো।' বৈশাখী বললো, 'তারপর আমি আঁখিকে বলেছিলাম, "তুমি যদি এই কবুতরটাকে ভালোবেসে থাকো তবে তুমিও এটাকে চুমু দাও।" সে কবুতরটাকে আরো বেশি করে চুমু দিলো।' আঁখি বললো, 'তারপর থেকে আমরা কবুতরটাকে আপন করে নিলাম, এবং আমরা সেটাকে পরম যত্নে পালছি।' তখন জবা বললো, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়েছে।'

তারপর আঁখি সাথীকে কোলে নিয়ে হাঁটতে লাগলো। জবা খাঁচা থেকে মা কবুতরটাকে বের করতেই সেটা আঁখির কাঁধে চড়ে বসলো। আঁখি বললো, 'তুমিও কি আমার আপন হতে চাও?' কবুতরটা আঁখিকে ঠোকর দিতেই বৈশাখী বললো, 'এমনটা কেন করলে?' আঁখি হেসে বললো, 'আপু, কবুতর আমাকে চুমু দিলে কি তোমার হিংসে হয়?' বৈশাখী বললো, 'সে ক্ষেত্রে সেটা আমাকেও চুমু দেবে।'

তখন আঁখি বললো, 'বেশ। যাও, আপুকে চুমু দাও।' কবুতরটা বৈশাখীকে ঠোকর দিতেই বৈশাখী কবুতরটাকে চুমু দিলো। তারপর বৈশাখী কবুতরটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো। তারপর আঁখি কবুতরটাকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর আঁখি কবুতরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বৈশাখী বললো, 'এটা একদম আমাদের শুভ্রার মতো হয়েছে।' জবা অবাক হয়ে বললো, 'তোমাদের কবুতরের নাম-ও শুভ্রা!' আঁখি বললো, 'আমি কি শুভ্রা-কে কোলে নিয়েছি?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন বৈশাখী বললো, 'আলাদা কবুতর, কিন্তু একই নাম।' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' আঁখি বললো, 'ঠিক আমাদের কোলবালিশগুলোর মতো।' জবা বললো, 'তোমাদের নামের সাথে মিল রেখে নাম দেয়া হয়েছে, তাই তো?' বৈশাখী বললো, 'একদম ঠিক।' জবা বললো, 'এমনটা আমার সাথেও হয়েছে।' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।' তবে ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তাই জবা কবুতরটাকে খাঁচার ভেতর রেখে বললো, 'এবার আমরা চলি।' তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর জবা কবুতরগুলোকে খাবার দিয়ে ফিরে এলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা ও কমল এক বেডরুমে এবং সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

এভাবেই কাটলো বেশ কিছুদিন। তারপর একদিন হঠাৎ করেই মা কবুতরটা মরে গেল। জবা ঘুম থেকে উঠে দেখল, কবুতরটার কোনো নড়চড় নেই। তখন জবা গাইতে লাগলো:

'ভালোবেসে মন-বাড়িতে ফেলেছ যে দাগ,
ফিরে এসো সেই বাড়িতে, আর করো না রাগ।'

কিন্তু কবুতরটা সাড়া দিচ্ছে না। তখন জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'তুমি কেন আমাকে এভাবে ফেলে চলে গেলে?' কিন্তু কবুতরটার কোনো সাড়া নেই।

তখন কমল বললো, 'যে চলে গেছে তাকে ছেড়ে দাও।' জবা বললো, 'সেটাই।' তারপর জবা কবুতরটাকে ফেলে দিলো। ততক্ষণে সোনালী ও রুপালী সেখানে চলে এসেছে। জবা বললো, 'এবার লাব্ ও ডাব্-দুজনকেই মুক্তি দেয়ার সময় এসে গেছে। সোনালী বললো, 'আমরা এদের ছাড়া থাকতে পারবো না।' কমল বললো, 'এই ছানাদের মা মরে গেছে বলে তোমাদের মা কষ্ট পাচ্ছে। এখন একটি ছানা মরে গেলে তোমাদের কেমন লাগবে?'

তখন রুপালী বললো, 'আমরা ভীষণ কষ্ট পাবো।' কমল বললো, 'তাহলে কবুতরগুলোকে মুক্ত করে দাও।' জবা বললো, 'এখনই না। আরো কিছুদিন যাক, তারপর।' তারপর জবা বললো, 'আমি নাশতা তৈরি করে দিচ্ছি।' তারপর জবা হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা তৈরি করলো। অন্যরাও হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর সবাই নাশতা করে তৈরি হয়ে নিলো। তারপর সবাই নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

সেদিন হাসপাতালে বৈশাখী দেখল, জবার মনটা ভীষণ খারাপ। বৈশাখী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, জবা? মন খারাপ কেন?' জবা বললো, 'আমার প্রিয় কবুতরটা মরে গেছে।' তখন বৈশাখী বললো, 'তাহলে আমি আমাদের কবুতরটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।' জবা বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' কিন্তু বৈশাখী এটা মেনে নেবে না। তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। আগে আমরা নিজেদের কাজ সেরে নিই, তারপর।' তারপর সবাই নিজ নিজ রুমে প্রবেশ করলো। তারপর সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা ও কমল স্কুলে গিয়ে সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। তারপর তারা গোসল করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার একটু ঘুরে আসি।' রুপালী বললো, 'বেশ। চলো তাহলে।'

তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তারপর তারা ঘুরতে বেরিয়ে পড়লো। কবুতরগুলোকেও সাথে নিয়ে যেতে ভুল করলো না তারা। কিছুক্ষণ হাঁটতে থাকার পর তারা পার্কে পৌঁছে গেল। বৈশাখী এবং আঁখি সেখানেই ছিলো। সঙ্গে তাদের প্রিয় কবুতর। জবা আঁখির কাছে যেতেই দেখল, আঁখির কপাল ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কিভাবে হলো?' আঁখি বললো, 'কবুতরটা আমাকে এতটাই ভালোবাসে যে সে আমাকে চুমু দিতেই থাকে।'

তখন জবা বললো, 'ভালো তো।' তারপর জবা আঁখিকে চুমু দিলো। বৈশাখী বললো, 'এই নাও আমাদের কবুতর।' তারপর কবুতরটা জবাকে ঠোকর দিতেই জবা সেটিকে ধরে ফেললো। তারপর সে কবুতরটাকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। আঁখি বললো, 'কবুতরটা খুব সুন্দর, তাই না?' জবা বললো, 'এটা তো একদম আমার কবুতরটার মতো।' বৈশাখী বললো, 'একদম ঠিক।' তারপর জবা কবুতরটাকে আদর করতে লাগলো। আঁখি বললো, 'চলো, গল্প করতে করতে হাঁটতে থাকি।' সেটাই হলো।

জবা কবুতরটাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। অন্যরাও হাঁটতে লাগলো। সেই সঙ্গে তারা গল্প করতে লাগলো। এতে কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর বৈশাখী জবাকে বললো, 'এবার তুমি কবুতরটাকে সাথে নিয়ে যাও।' জবা বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' আঁখি বললো, 'তোমার কবুতরটাকে তো দেখলাম না। সে কি মরে গেছে?' বৈশাখী বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন আঁখি বললো, 'তাহলে তুমি কবুতরটা নিয়ে যেতে পারো।' জবা বললো, 'না, আঁখি। তোমাদের কবুতর তোমাদের কাছেই থাকবে।' বৈশাখী বললো, 'আঁখি,

ছেড়ে দাও। জবা যখন চাইছে না, তাকে জোর করার দরকার নেই।' আঁখি বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সে তার প্রিয় কবুতরটাকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জবা বললো, 'আমি কবুতরগুলোকে খেতে দিই, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা কবুতরগুলতকে খেতে দিয়ে ফিরে এলো। তার কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো।

তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর কমল বললো, 'আজ আমরা সবাই একসাথে ঘুমাবো।' জবা বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' রুপালী বললো, 'এক রাত তোমার সাথে থাকলে সমস্যা কী?' জবা বললো, 'বেশ। তাহলে আজ আমরা একসাথে ঘুমাবো।' তারপর সবাই একসাথে জবা ও কমলের বেডরুমে গেল। জবা বললো, 'তোমরা কি কোলবালিশ ছাড়াই থাকবে?' সোনালী বললো, 'না, মা।'

তখন জবা বললো, 'তাহলে তোমরা তোমাদের কোলবালিশগুলো সাথে করে নিয়ে এসো।' সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গিয়ে নিজ নিজ কোলবালিশ নিয়ে ফিরে এলো। তখন জবা বললো, 'আজ আমার দুই মা-মণি আমার দুই পাশে ঘুমাবে।' তারপর জবার এক পাশে সোনালী এবং অপর পাশে রুপালী শুয়ে পড়লো। তখন জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে

জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো।

তারপর জবা বললো, 'তোমরা আরেকটু বড় হলে আমি তোমাদের এক নতুন উপহার দেব।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী সেই উপহার?' জবা বললো, 'এখন সেটা বলবো না। সময় হলে সব জানতে পারবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তারপর তারা নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। তারপর সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা ও কমল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে স্কুলে গেল। তারপর তারা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। তারপর সবাই গোসল করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, এবং সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর জবা কবুতরগুলোকে খাবার দিয়ে ফিরে এলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো।

তারপর জবা বললো, 'গত রাতে আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমানোর পর নিশ্চয়ই আমার মা-মণিরা খুশি হয়েছে।' সোনালী বললো, 'আমরা খুব খুশি হয়েছি।' রুপালী বললো, 'তোমার মতো মা পেয়ে আমরা সত্যিই খুব সৌভাগ্যবতী।' এ কথা শুনে জবা এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। জবা বললো, 'আমার

কাছে এসো, মা-মণিরা।' সোনালী ও রুপালী জবার কাছে যেতেই জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো।

তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'তোমরা সত্যিই খুব ভালো। তোমাদের মতো মেয়ের জন্ম দিতে পেরে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবতী মনে হচ্ছে।' রুপালী বললো, 'তুমি একদম কাঁদবে না, মা।' তারপর সোনালী ও রুপালী জবার চোখের পানি মুছে দিলো। তারপর সোনালী জবার এক গালে এবং রুপালী জবার অপর গালে চুমু দিলো। তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর জবা বললো, 'আমি কবুতরগুলোকে খাবার দিয়ে আসছি।' তারপর জবা কবুতরগুলোকে খাবার দিয়ে ফিরে এলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো।

তারপর জবা বললো, 'আজ কি আমার মা-মণিরা আমার সাথে থাকবে?' রুপালী বললো, 'না, মা।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। তবে আমাকে ছাড়া তোমাদের যদি কষ্ট হয় তবে আমার কাছে চলে আসবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা ও কমল এক বেডরুমে এবং সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গিয়ে নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

এভাবেই চললো বেশ কিছুদিন। তারপর একদিন জবা বললো, 'মা-মণিরা, এবার লাব্ ও ডাব্-কে বিদায় জানানোর সময় হয়ে গেছে।' তখন সোনালী ও রুপালী মন খারাপ করে বললো, 'ঠিক আছে, মা-মণি।' কমল বললো, 'মন খারাপ করার মতো কিছুই হয়নি।' তারপর জবা খাঁচা থেকে কবুতরগুলোকে বের করলো। তারপর জবা বললো, 'যাও, মা-মণিরা। আজ থেকে তোমরা স্বাধীন।' কিন্তু কবুতরগুলো কিছুতেই সেখান থেকে যাবে না।

তখন জবা বললো, 'তোমরা অবশ্যই এখানে ফিরে আসবে। তবে তার আগে তোমরা নিজেদের জীবনসঙ্গী খুঁজে নাও। তাদের সাথে নতুন ঘর তৈরি করো। তারপর বাচ্চা ফুটিয়ে তাদের সাথে করে নিয়ে আসবে, কেমন?' তারপর জবা কবুতরগুলোকে চুমু দিলো। কবুতরগুলো জবাকে হালকা ঠোকর দিতেই জবা বললো, 'কেন ঠোকর দিচ্ছ আমাকে?' তারপর কবুতরগুলো ডানা দিয়ে জবাকে আদর করলো। তারপর কবুতরগুলো সোনালী ও রুপালীকে আদর করে বিদায় নিলো।

তখন থেকেই সোনালী ও রুপালী কেঁদে যাচ্ছিলো। কমল বললো, 'এভাবে কাঁদতে নেই।' জবা বললো, 'সবার-ই একটা পরিবার থাকা দরকার। তাই আমি তাদের ছেড়ে দিয়েছি।' রুপালী বললো, 'যেমন আমাদের পরিবার আছে, তাই তো?' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে। আমরা আর কবুতরগুলোর জন্য মন খারাপ করে থাকবো না।' জবা বললো, 'এই না হলে আমার মেয়ে!' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এভাবেই কাটলো একটি দিন। তারপর থেকে সবাই সুখেই দিন যাপন করছিলো।

সোনালী ও রুপালী আট বছরে পা রাখবে, এমন সময় জবা ঠিক করলো, সে তার নিজের লাল কোলবালিশটা সোনালী ও রুপালীকে উপহার দেবে। সেটাই হলো। সোনালী ও রুপালীর অষ্টম জন্মদিনে কেক খাওয়ার পর জবা বললো, 'আজ আমি তোমাদের এক নতুন উপহার দেব।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী সেই উপহার?' জবা বললো, 'এসো আমার সাথে।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে তাদের বেডরুমে নিয়ে গেল। তারপর সে বললো, 'তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকবে, আর আমি বলার আগ পর্যন্ত চোখ খুলবে না।'

সোনালী ও রুপালী জবার কথায় চোখ বন্ধ করে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর জবা তার লাল কোলবালিশটা সোনালী ও রুপালীর কোলে তুলে দিয়ে বললো, 'এবার চোখ খুলে তোমাদের উপহার দেখে নাও।' সোনালী ও রুপালী তাদের নতুন কোলবালিশ দেখে ভীষণ খুশি হলো। তারা বললো, 'আমরা নতুন উপহার পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি।' জবা বললো, 'আজ থেকে তোমরা এটাকে জড়িয়ে ঘুমাবে, কেমন?' সোনালী বললো, 'অবশ্যই।' তারপর সোনালী কোলবালিশটার এক প্রান্তে এবং রুপালী কোলবালিশটার অপর প্রান্তে চুমু দিলো।

তখন জবা বললো, 'তোমরা এভাবেই আমার মেয়েকে আদর করবে, কেমন?' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, মা।' জবা বললো, 'এটাকে একদম ব্যথা দেবে না।' সোনালী বললো, 'এটা তো খুব আদরের। এটাকে কি ব্যথা দেয়া সম্ভব?' জবা বললো, 'সেটাই।' রুপালী বললো, 'এটাকে একটা গান শুনিয়ে দিই।' জবা বললো, 'বেশ। শুনিয়ে দাও।' তারপর রুপালী একটি মন ভালো করা গান শুনিয়ে দিলো। তখন জবা বললো, 'বাহ্। তোমাদের গান শুনে আমার লাল মেয়েটার মন ভালো হয়ে গেছে।'

তখন সোনালী বললো, 'কিন্তু এটা তো তোমার কোলবালিশ ছিলো। সে কি তোমাকে ছাড়া ঘুমাতে পারবে?' জবা বললো, 'পারতে হবে।' রুপালী বললো, 'মা, আজ তুমি এটাকে এক পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। আজ আমি এটাকে এক পাশ থেকে জড়িয়ে ঘুমাবো, এবং তুমি এটাকে অপর পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে।' তারপর জবা এক পাশ থেকে কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো, এবং রুপালী অপর পাশ থেকে কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়লো। ততক্ষণে কমল সোনালীর কাছে চলে এসেছে। তারপর কমল সোনালীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে রুপালী দেখল, লাল জামা পড়া মেয়েটি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি এখনো মনে করো যে আমি মাকে ছাড়া থাকতে পারবো না?' রুপালী বললো, 'তুমি তো জীবনের অনেকটা সময় মায়ের সাথেই কাটিয়েছ, তাই বলছি।' মেয়েটি রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'তাহলে আমি কবে তোমাদের সঙ্গ দেব?' সোনালী বললো, 'তাহলে আমাকেও চুমু দাও, আপু।' মেয়েটি বললো, 'অবশ্যই, সোনা।' তারপর সে সোনালীকে চুমু দিলো।

তখন রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। সে ভুলে জবার হাতে চুমু দিয়ে বললো, 'আপু, তুমি আমাদের ভীষণ প্রিয়। আমরা এখন থেকে তোমার সাথেই ঘুমাবো।' এদিকে রুপালীর ঠোঁটের কোমল স্পর্শ পেয়ে জবার ঘুমটাও ভেঙে গেল। তারপর জবা তার হাত দিয়ে রুপালীকে আদর করতে লাগলো। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি

জানো, তুমি কোথায় চুমু দিয়েছ?' রুপালী বললো, 'জবা আপুকে।' জবা বললো, 'না, সোনা। তুমি আমার হাতে চুমু দিয়েছ।' রুপালী বললো, 'তুমিও তো আমার ভীষণ প্রিয়। আমি কি তোমাকে চুমু দিতে পারি না?'

তখন জবা বললো, 'অবশ্যই পারবে, মা-মণি।' রুপালী বললো, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়, মা।' জবা বললো, 'তাহলে এবার ঘুমাও।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'তবে কি কাল থেকে আমি আর সোনালী এই ফুটফুটে কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবো?' জবা বললো, 'চাইলে সেটা করতে পারবে।' তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন থেকে সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে পড়লো। এভাবেই চললো কিছুদিন।

সোনালী ও রুপালী একসাথে জবার প্রিয় লাল কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে চাইলেও সব সময় সেটা সম্ভব হয়নি। তখন জবা বললো, 'একদিন সোনালী লাল কোলবালিশটাকে নিজের দিকে টেনে নেবে, তার পরদিন রুপালী সেটা করবে।' তবে তাতেও লাভ হয়নি। কোলবালিশটা বেশিরভাগ সময় সোনালীর কাছেই থাকতো। এমনই একদিন জবা খেয়াল করলো, কোলবালিশটা রুপালীর কাছে থাকার কথা থাকলেও সোনালী সেটা করতে দিচ্ছে না।

তখন জবা বললো, 'রুপালী, তুমি তোমার মাঝারি আকৃতির কোলবালিশটা নিয়ে আমার কাছে এসো।' কিন্তু রুপালী যাবে না। তখন জবা রাগের ভঙ্গিতে বললো, 'আমার কাছে এসো, না হলে আমি তোমাকে খুব মারবো।' তখন রুপালী মন খারাপ করে নিজের কোলবালিশটা নিয়ে জবার কাছে গেল। জবা বললো, 'এবার

তুমি আমার আর কমলের মাঝখানে শুয়ে পড়ো।' রুপালী সেটাই করলো। তারপর জবা বললো, 'আজ তুমি এখানেই ঘুমাবে।'

তখন রুপালী মন খারাপ করে জিজ্ঞেস করলো, 'আজ তো তোমার কোলবালিশটা নিয়ে আমার ঘুমানোর কথা ছিলো। তাহলে সোনালী কেন সেটা নিয়ে ঘুমাবে?' জবা বললো, 'কারণ, সোনালীর জন্ম তোমার আগে হয়েছে। তাই সবকিছুর ওপর তার অধিকার কিছুটা বেশি।' তখন রুপালী অভিমান করে বললো, 'যদি আমি বড় কোলবালিশটা না পাই তবে এটাকেও রাখবো না।' তারপর সে তার কোলবালিশটা জবার দিকে ছুঁড়ে দিলো।

তখন জবা রেগে গিয়ে বললো, 'চুপচাপ এটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাও। না হলে কিন্তু…' রুপালী বললো, 'কী করবে তুমি?' জবা বললো, 'পিটিয়ে ঘুম পাড়াতে হবে বুঝি?' রুপালী বললো, 'তুমি যা খুশি তা-ই করে নাও। আমি কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবো না।' তখন জবা রুপালীকে বেশ কয়েকবার আঘাত করলো। এতে রুপালী ব্যথায় কাঁদতে লাগলো। রুপালী বললো, 'আমি তোমার দিকে মুখ করে ঘুমাবো না।' জবা বললো, 'তুমি তো আমার নকল মেয়ে। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।' তারপর জবা রুপালীর কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো।

এদিকে কমল রুপালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এমনটা কেন করলে, মা?' রুপালী বললো, 'যে জিনিসটা দুই বোন সমান ভাবে ভাগ করবো, সেটা কেন একজনের হয়ে থাকবে?' কমল বললো, 'বেশি লোভ করা ঠিক না। তুমি নিজেরটা নিয়েই

খুশি থাকো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর কমল এবং রুপালী-দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর রুপালী বললো, 'চাঁদনী, তুমি কোথায়?' তারপর সে হাত দিয়ে তার কোলবালিশটা খুঁজতে লাগলো। এক পর্যায়ে রুপালীর মনে পড়লো, কোলবালিশটা জবার কাছে। তখন রুপালী জবাকে আলতো করে ছুঁয়ে বললো, 'মা, আমার চাঁদনীকে আমার কাছে দাও।' কমল বললো, 'এমনটা করলে তোমার মা রেগে যাবে।' রুপালী বললো, 'আমি চাঁদনীকে না নিয়ে কোথাও যাবো না।'

এতে জবার ঘুম ভেঙে গেল। সে বললো, 'কী হয়েছে?' রুপালী বললো, 'আমার চাঁদনীকে আমার কাছে দাও, মা।' জবা বললো, 'দেব, তবে এক শর্তে।' কমল বললো, 'রুপালী, এদিকে এসো। তুমি কোনো শর্ত মেনে চলতে পারবে না।' রুপালী বললো, 'আমি পারবো।' জবা বললো, 'আমিও জানি, তুমি পারবে।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী সেই শর্ত?' জবা রুপালীর কোলবালিশটা নিয়ে রুপালীর দিকে মুখ করে বললো, 'তোমাকে আমার বুকে মাথা রাখতে হবে।'

তখন রুপালী জবার বুকে মাথা রেখে বললো, 'মা, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করে দাও।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমিও তো তোমাকে নকল মেয়ে বলে অন্যায় করেছি।' রুপালী বললো, 'না, মা। আমি সত্যিই তোমার নকল মেয়ে।' জবা বললো, 'নকল মেয়ে কি কখনো চাঁদের টুকরো হতে পারে?' তারপর সে নিজেও কেঁদে ফেললো।

তারপর রুপালী জবার বুকে মাথা রাখতেই জবা রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারপর জবা বললো, 'কাঁদে না, মা। আমি আছি তো।' রুপালী বললো, 'তুমি কেন আমার সাথে এমনটা করলে?' জবা বললো, 'বোকা কোথাকার।' কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'সোনালী না হয় কোলবালিশ পেয়েছে, কিন্তু রুপালী আমার আদর পাচ্ছে। এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

তখন রুপালী হেসে বললো, 'এটা তো আমি ভেবে দেখিনি। তুমি সত্যিই খুব ভালো, মা।' জবা বললো, 'এখন আর মন খারাপ করে নেই তো?' রুপালী বললো, 'না, মা।' কমল বললো, 'তাহলে আমরা দুজন তোমাকে দুই পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবো, কেমন?' জবা বললো, 'এটা তুমি ঠিক বলেছ।' তারপর জবা এক পাশ থেকে এবং কমল অপর পাশ থেকে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন ভোরবেলায় সোনালী উঠে পড়লো। তারপর সে জবার কাছে গিয়ে বললো, 'আমি কি তোমাদের সাথে কিছুক্ষণ থাকতে পারি?' জবা বললো, 'অবশ্যই পারবে।' তারপর জবা রুপালীকে ছেড়ে দিতেই সোনালী জবা এবং রুপালীর মাঝখানে ঢুকে পড়লো। তারপর সোনালী রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর সোনালী রুপালীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি মা-মণির কোলবালিশটা নিয়েছিলাম বলেই হয়তো তুমি রাগ করে এখানে চলে এসেছ।'

তখন রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। সে বললো, 'আপু, তুমি এখানে!' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, আপু। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তাই এখন আমি তোমার কষ্ট দূর করবো।' তারপর সোনালী ও রুপালী একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে

রইলো। কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে পড়লো। তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তারপর সবাই নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। তারপর সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

দুপুরে সবাই ঘরে ফিরে এলো। তারপর সবাই গোসল করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, এবং সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর জবা বললো, 'আজ আমি নিজ হাতে আমার মেয়েদের খাওয়াবো।' সেটাই হলো। জবা নিজ হাতে সোনালী ও রুপালীকে খাওয়ালো।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা তৈরি হয়ে নিই।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'রুপালী, আমার কোলে এসো।' রুপালী জবার কাছে যেতেই জবা রুপালীকে কোলে তুলে নিলো। তারপর জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'কাল মা-মণি তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে, তাই না?' রুপালী বললো, 'তাতে আমি একদম কষ্ট পাইনি।' সোনালী বললো, 'তা বললে কি করে হয়?' রুপালী বললো, 'আমি কষ্ট পেলে ঠিক আছে, কিন্তু আমার জন্য অন্য কেউ কষ্ট পাবে, সেটা আমি দেখতে পারবো না।'

এ কথা শুনে জবা এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তখন রুপালী বললো, 'কী হয়েছে, মা? কাঁদছ কেন?' জবা বললো, 'তুমি আমার জন্য সব করতে পারো!' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা। এবার আমাকে নামিয়ে দাও।' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিলো। তারপর জবা সোনালীকে

কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর জবা বললো, 'তুমিও আমার মা-মণি। তুমিও ভীষণ ভালো।' তারপর জবা সোনালীকে নামিয়ে দিলো।

তখন কমল বললো, 'এবার আমরা বেরিয়ে পড়ি।' জবা বললো, 'চলো তাহলে।' তারপর সবাই বেরিয়ে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ হাটতে থাকার পর তারা পার্কে পৌঁছে গেল। তবে এবার দৃশ্যটা একটু ভিন্ন ছিলো: সেদিন জবার সব সহপাঠী একসাথে পার্কে গিয়েছিলো। জবা বললো, 'খুব ভালো হয়েছে যে তোমরা এসেছ।' মৌ বললো, 'হ্যাঁ, আপু। আজ আমরা সবাই এক হয়েছি।' বৈশাখী বললো, 'আজ কি তুমি সাথীকে কোলে নেবে?' জবা বললো, 'অবশ্যই।' তারপর জবা সাথীকে কোলে নিলো।

ততদিনে সাথীর মুখে বুলি ফুটেছে। সে যেন কিছু বলার চেষ্টা করছে। বৈশাখী বললো, 'সে আমার সবচেয়ে প্রিয় সহপাঠী। তাকে চিনতে পেরেছ?' সাথী বলার চেষ্টা করলো যে সে পেরেছে। জবা বললো, 'সে আমাকে চিনেছে।' তারপর জবা সাথীকে চুমু দিলো। তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে জবা ভাবছে, যদি সবাই আবার মিলিত হতে পারে। তখন কমল বললো, 'তোমরা কি আবার একসাথে মিলিত হতে চাও?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' কমল বললো, 'বেশ। তাহলে একবার হাসপাতালে জানিয়ে দিও।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো,

'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো।

তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সোনালী বললো, 'মা, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তুমি রাগ করবে না তো?' জবা সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'না, সোনা। বলে দাও।' সোনালী বললো, 'আমরা আর তোমার কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবো না।' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।' তবে রুপালী নিজের কান্না চেপে রাখতে পারলো না। তখন জবা বললো, 'রুপালী, আমার কাছে এসো।' রুপালী জবার কাছে যেতেই জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো।

তারপর জবা বললো, 'তবে কি তোমরা আমার কোলবালিশ ছাড়াই ঘুমাবে?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমিই সেটাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো।' তারপর জবা ও কমল এক বেডরুমে এবং সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গেল। তারপর সোনালী ও রুপালী জবার কোলবালিশটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলো। তখন জবা সোনালী ও রুপালীর কাছে এসে বললো, 'তোমরা তো এটাকে খুব আদর করছো। তাহলে এটাকে নিয়েই ঘুমাও।'

তখন সোনালী বললো, 'না, মা। এমনটা করলে এটা আমার কাছেই বেশি সময় থাকবে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি এটাকে নিয়ে যাচ্ছি।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটাকে নিয়ে কমলের কাছে গেল। তারপর সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল, রুপালী কাঁদছে, আর লাল জামা পরা মেয়েটা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জবা রুপালীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা-মণি? কাঁদছ কেন?' লাল জামা পরা মেয়েটি বললো, 'তুমি কিভাবে এতটা নিষ্ঠুর হলে যে নিজের মেয়েকে এভাবে আঘাত করলে?' তখন জবা লাল মেয়েটার কোল থেকে রুপালীকে নিজের কোলে তুলে নিলো।

তারপর জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমি তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি, তাই না?' রুপালী কেঁদেই যাচ্ছিলো। জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'এমনটা আর হবে না।' রুপালী বললো, 'আমি জানি, এমনটা আবার হবে।' লাল জামা পরা মেয়েটি বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর লাল জামা পরা মেয়েটি রুপালীকে জবার কোল থেকে নিজের কোলে ফিরিয়ে নিলো। তারপর মেয়েটি রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'কান্না থামাও, সোনা।'

তখন জবার ঘুম ভেঙে গেল। সে বললো, 'আমি আমার মেয়েদের কাছে যাবো।' কমল বললো, 'তুমি হয়তো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ।' জবা বললো, 'আমার মেয়েরা হয়তো কষ্ট পাচ্ছে। আমি এখনই তাদের কাছে যাবো।' কমল বললো, 'আমি পানি নিয়ে আসছি। আগে পানি খেয়ে নাও।' তারপর কমল এক গ্লাস পানি নিয়ে এলো। জবা পানি খেয়ে বললো, 'এবার আমাকে আমার মেয়েদের কাছে যেতে দাও।' কমল বললো, 'আমিও তোমার সাথে যাবো।' জবা বললো, 'চলো তাহলে।'

তারপর জবা ও কমল নিজ নিজ কোলবালিশ নিয়ে সোনালী ও রুপালীর কাছে গেল। তারপর জবা রুপালীর অপর পাশে এবং কমল সোনালীর অপর পাশে

শুয়ে পড়লো। তারপর জবা রুপালীকে এবং কমল সোনালীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর থেকে জবার প্রিয় কোলবালিশ জবার কাছেই থাকতো, এবং সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ নিয়েই ঘুমিয়ে থাকতো। শুধু গল্প করার সময় লাল কোলবালিশটা পুরো পরিবারের অংশ হয়ে থাকতো। এভাবেই কাটলো প্রায় চার বছর।

(শৈশব পেরিয়ে সোনালী ও রুপালী পা রাখবে কৈশোরে। তখন তাদের মধ্যে নতুন পরিবর্তন দেখবেন।)

অধ্যায় তিন

সোনালী ও রুপালীর কৈশোর

(শৈশব থেকে সোনালী ও রুপালী পা রাখলো কৈশোরে। এবার দেখুন তাদের সাথে কী হয়।)

শৈশবে জবার মতোই সোনালী ও রুপালী ক্লাসে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতো। এতে সবাই ভীষণ খুশি হতো। তবে কৈশোরে এসে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে সেটা সম্ভব হয়নি। তারা খেয়াল করলো, তারা এক বিশাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তারা সবসময় ভয়ের মধ্যে থাকতো। এমনই একদিন জবা দেখল, সোনালী ও রুপালী চুপচাপ বসে কাঁদছে। কী হয়েছে, সেটাও মুখ ফুটে বলতে পারছে না।

তখন জবা বললো, 'আমি বুঝেছি, তোমাদের কী হয়েছে।' সোনালী বললো, 'তুমি কী এমন বুঝেছ যে এ কথা বলছো?' জবা বললো, 'তোমাদের এই সময়টাতে অনেক পরিবর্তন হবে।' রুপালী বললো, 'এমনটা বুঝি তোমার ক্ষেত্রেও হয়েছে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, মা। এটা সবার ক্ষেত্রেই হয়।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে সব বুঝিয়ে দিলো।

তখন থেকেই জবা সোনালী ও রুপালীর বিশেষ যত্ন নিতে শুরু করলো। জবা সোনালী ও রুপালীকে বেশি করে খাবার খেতে দিতো, আর সব সব সময় এমন

কথা বলতো যেন তাদের ভেতর থেকে ভয় কেটে যায়। এভাবে বেশ কিছুদিন চলতে থাকার পর সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। তারা আবার ভালো ফল করতে শুরু করলো।

সোনালী ও রুপালী মাধ্যমিক পরীক্ষায়-ও খুব ভালো ফল করে নিজেদের স্কুল জীবন শেষ করলো। তারপর শুরু হলো তাদের কলেজ জীবন। সোনালী ঠিক করলো, সে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ নেবে এবং রুপালী ঠিক করলো সে বিজ্ঞান বিভাগ নেবে। সেটাই হলো। জবা সোনালী ও রুপালীর কথায় রাজি হয়ে গেল।

তারপর সোনালী ও রুপালী তাদের কলেজ জীবন শুরু করলো। খুব ভালোভাবেই কাটছিলো তাদের কলেজ জীবন। নতুন পরিবেশ, নতুন সহপাঠী-সব মিলিয়ে ভালোই যাচ্ছিলো সময়টা। প্রথম দিকে কিছু শিক্ষার্থীরা মনে করেছিলো, সোনালী ও রুপালী সেখানে টিকতে পারবে না। তারা প্রায়ই সোনালী ও রুপালীকে খোঁটা দিতো। তখন অন্যরা তাদের শান্ত করতো।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। যারা মনে করেছিলো যে সোনালী ও রুপালী সেখানে টিকতে পারবে না, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। সব ভেদাভেদ ভুলে একে অপরের পাশে থাকতে শুরু করলো। এভাবেই অনেক দিন কেটে গেল, এবং তাদের বার্ষিক পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এলো। সবাই পরীক্ষা দিলো। কারো পরীক্ষা একটু ভালো তো কারোটা একটু খারাপ হয়েছে। তবে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারলো না।

এভাবেই কাটলো কিছুদিন। এর মধ্যেই জবা জানিয়ে দিলো যে সে তার অন্য সহপাঠীদের সাথে মিলিত হতে চায়। আঁখি বললো, ' আমি এখন সেটা করতে পারি, কারণ এখন সাথী বড় হয়ে গেছে।' তারপর সবাই একটা দিন ঠিক করে পিকনিকে গেল। সেখানে তারা অনেক মজা করলো। তারপর সন্ধ্যায় তারা ঘরে ফিরে গেল। তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

বেশ কিছুদিন পর সোনালী ও রুপালীর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। তখন দেখা গেল, সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ শাখায় দ্বিতীয় হয়েছে, এবং যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তার ফলাফল-ও এক। বিজ্ঞান শাখায় রুম্মান এবং রুপালীর ফলাফল এক হলেও রুম্মানকে প্রথম এবং রুপালীকে দ্বিতীয় ঘোষণা করা হলো। অন্য দিকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় সোহান এবং সোনালীর ফলাফল এক হলেও সোহানকে প্রথম এবং সোনালীকে দ্বিতীয় ঘোষণা করা হলো। এটা শুনে সোনালী ও রুপালী-দুজনেরই মন খারাপ হয়ে গেল।

তখন রুম্মান বললো, 'সমাজে ছেলেরাই কেন এগিয়ে থাকবে, আর মেয়েরাই কেন পিছিয়ে থাকবে?' তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সে কী বলতে চায়। তখন সোহান বললো, 'রুম্মান বলতে চাইছে যে সোনালী ও রুপালীকে প্রথম ঘোষণা করা হোক।' সেটাই করা হলো। বিজ্ঞান বিভাগে রুপালীকে প্রথম এবং রুম্মানকে দ্বিতীয় ঘোষণা করা হলো, এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় সোনালীকে প্রথম এবং সোহানকে দ্বিতীয় ঘোষণা করা হলো।

এটা শুনে সোনালী ও রুপালী এতটাই খুশি হলো যে তারা কেঁদেই ফেললো। তখন সোহান সোনালীকে এবং রুম্মান রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। সোহান বললো, 'একদম কাঁদবে না।' রুম্মান বললো, 'আজ তো তোমাদের খুশি হওয়ার দিন।' সোনালী বললো, 'আমাদের জন্য কেন তোমরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিলে?' সোহান বললো, 'তোমরাই আমাদের সব। তোমরা খুশি হলে তবেই তো আমরা খুশি হবো।'

তখন সোহান ও রুম্মানের মা বললো, 'খুব ভালো করেছ, বাবা।' জবা বললো, 'আপনার কি দুই ছেলে?' রুম্মান বললো, 'আমরা তিন ভাই।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে আরেকজন কোথায়?' তখনই পেছন থেকে একজন বললো, 'এই তো।' সোহান বললো, 'এ হচ্ছে ইসহাক।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'এটা তো কিছুটা বেমানান বলে মনে হচ্ছে।' রুম্মান বললো, 'প্রথমে তার নাম ঈশান রাখা হয়েছিলো। কিন্তু মা কী যেন মনে করে নাম পাল্টে ইসহাক রেখে দিয়েছে।'

সোনালী বললো, 'কোনো ব্যাপার না।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আপনার মেয়েরা তো প্রথম হয়েছে। সেই উপলক্ষে মিষ্টি খাওয়াবেন, কেমন?' জবা বললো, 'অবশ্যই খাওয়াবো, আপু।' তারপর জবা সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল। সোনালী ও রুপালী তখন আর নিজেদের মধ্যে নেই। তারা যেন এক অন্য জগতে হারিয়ে গেছে।

তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী ভাবছো?' রুপালী বললো, 'আমাদের প্রিয় সহপাঠীদের কথা।' জবা বললো, 'সোহান ও রুম্মানের কথা, তাই তো?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' জবা বললো, 'তারা তোমাদের জন্য যা করেছে তা অনেক।'

কমল জিজ্ঞেস করলো, 'তারা কী করেছে?' রুপালী বললো, 'আমাদের জন্য তারা নিজেদের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছে।' কমল বললো, 'একদম আমার মতো।'

এ কথা শুনে সোনালী ও রুপালী ভীষণ অবাক হলো। সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কার জন্য নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলে?' কমল বললো, 'আমার প্রিয় মানুষটার জন্য।' রুপালী বললো, 'তুমি তো মাকে খুব ভালোবাসো।' জবা বললো, 'হ্যাঁ। তোমার বাবা যখন আমার জন্য নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলো তখন আমিও খুশিতে কেঁদে ফেলেছিলাম।' কমল বললো, 'জবা ঠিক করেছিলো যে সে আমাকেই বিয়ে করবে এবং সেটাই হয়েছে।'

জবা বললো, 'এবার তাড়াতাড়ি গোসল করে নিই।' তারপর সবাই গোসল করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, এবং সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। সেদিনের খাবার ছিলো বিশেষ, যেমনটা বিশেষ উপলক্ষে দেয়া হয়। তাই সবাই কিছুটা বেশি মজা করেই সেটা খেয়েছিলো।

তারপর জবা বললো, 'চলো, এবার আমরা ঘুরে আসি।' রুপালী বললো, 'তুমি কিন্তু আজ লাল শাড়িটা পরেই আমাদের সাথে ঘুরতে যাবে, কেমন?' জবা দুষ্টুমির ছলে বললো, 'সেটা না হলে কি তোমরা যাবে না?' সোনালী বললো, 'না।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমি আমার লাল শাড়িটাই পরে আসছি।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। সোনালী জবাকে দেখে বললো, 'মা, তোমাকে একদম লাল

পরীর মতো লাগছে।' জবা সোনালীর গাল দুটো টিপে দিয়ে বললো, 'তাই বুঝি?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।'

তখন রুপালী বললো, 'সত্যিই তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, মা।' জবা বললো, 'তাই বুঝি?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তখন জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো। কমল বললো, 'এবার তাহলে বের হই।' জবা বললো, 'চলো।' তারপর তারা বেরিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর জবা মিষ্টি কিনে নিলো। তারপর জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি জানো, সোহান এবং তার পরিবার কোথায় থাকে?' রুপালী বললো, 'জানি।' কমল বললো, 'বেশ। তবে নিয়ে চলো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, বাবা।' কিছুটা সময় পর তারা সোহানদের ঘরে প্রবেশ করলো। সোহান ও তার পরিবার এটা দেখে ভীষণ অবাক হলো।

সোহান বললো, 'এ কী! তোমরা আজই এখানে এলে যে?' রুপালী বললো, 'তোমরা আমাদের খুব প্রিয় সহপাঠী তো, তাই চলে এলাম।' রুম্মান বললো, 'আমরা কি তোমাদের মন জয় করেছি যে তোমরা আজই এখানে চলে এলে?' সোনালী কিছুটা লজ্জা পেয়ে বললো, 'হ্যাঁ।' সোহান বললৌ, 'আমাদের সখীরা লজ্জা পেয়েছে।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এখনই এত লজ্জা পেলে হবে?' জবা বললো, 'কেন? কী হয়েছে?'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমি ঠিক করেছি সোনালীকে সোহানের এবং রুপালীকে রুম্মানের স্ত্রী বানাতে চাই।' জবা বললো, 'আমি সোনালীকে আপনাদের পরিবারের একজন করতে পারি, তবে এখন না।' কমল বললো, 'আর রুপালীকে?' জবা বললো, 'তাকে আমি অপ্য কোনো পরিবারে বিয়ে দেব।' এতে সোনালী ও রুপালী-দুজনেরই মন খারাপ হয়ে গেল।

তখন জবা বললো, 'মন খারাপ করার কিছু হয়নি। আমি এখনই তোমাদের বিয়ে দিচ্ছি না।' তারপর জবা সবাইকে মিষ্টি দিলো। সবাই মজা করে মিষ্টি খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা যাই। আরো অনেকজনকে মিষ্টি দিতে হবে।' সোহান বললো, 'আবার আসবেন, কেমন?' জবা বললো, 'অবশ্যই আসবো। তোমরাও যাবে, কেমন?' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

জবা বললো, 'এবার আমরা বৈশাখীদের ঘরে যাবো।' রুপালী বললো, 'বেশ। তাহলে আমরা সাথীর সাথেও কিছুটা সময় কাটাতে পারবো।' কমল বললো, 'ঠিক বলেছ।' সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'সাথী যদি কখনো জানতে পারে যে তার মা বেঁচে নেই, তখন কী হবে?' জবা বললো, 'সাথীকে কখনোই জানানো হবে না যে তার মা বেঁচে নেই। না হলে সে মরেই যাবে।'

রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর তারা হাঁটতে হাঁটতে বৈশাখীদের ঘরে গেল। জবাকে দেখে বৈশাখী বললো, 'একবার দেখে যাও, কে এসেছে।' আঁখি জবার কাছে এসে বললো, 'আপু, তুমি এসেছ!' জবা বললো, 'হ্যাঁ, বোন।'

বৈশাখী বললো, 'সোনালী ও রুপালী একদম তোমার মতোই হয়েছে, জবা।' জবা বললো, 'সেটাই তো দেখছি।'

আঁখি বললো, 'তোমরা ভেতরে এসো।' জবা ও তার পরিবার ভেতরে গিয়ে বসলো। বৈশাখী সাথীকে নিয়ে এসে বললো, 'এই নাও সাথীকে।' জবা সাথীকে কোলে নিয়ে বললো, 'এই তো, সাথী এসে গেছে।' সাথী বললো, 'তুমি তো...' তখন বৈশাখী বললো, 'সে আমার সবচেয়ে প্রিয় সহপাঠী।' সাথী বললো, 'সেটাই।' জবা সাথীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার ছোট্ট সোনা।' আঁখি বললো, 'তাহলে এবার আমরা মিষ্টি খেয়ে নিই।' কমল বললো, 'আমি সবাইকে মিষ্টি দিচ্ছি।' তারপর কমল সবাইকে মিষ্টি দিলো। সবাই মজা করে মিষ্টি খেয়ে নিলো।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। জবা বললো, 'এবার আমরা চলি।' সাথী বললো, 'আজ থেকে যাও।' রুপালী সাথীকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর রুপালী বললো, 'না, আপু। আজ নয়। আরেকদিন এসে থাকবো।' এতে সাথীর মন খারাপ হয়ে গেল। সে কাঁদতে লাগলো। তখন আঁখি বললো, 'কী হয়েছে, মা-মণি? কাঁদছ কেন?' সাথী বললো, 'আমি যাকেই থেকে যেতে বলি, সে-ই আমাকে ফিরিয়ে দেয়।' বৈশাখী বললো, 'সাথী এমনটাই করে।' জবা বললো, 'তাহলে তোমরা একদিন চলে এসো।' আঁখি বললো, 'ঠিক আছে।' জবা বললো, 'যাই তাহলে।' তারপর জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

তারপর থেকে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জবা তার অনেক সহপাঠীকে মিষ্টি দিলো, এবং সবাই সোনালী ও রুপালীর কৃতকর্ম দেখে খুশি হলো। উচ্চমাধ্যমিক

পরীক্ষায়-ও সোনালী ও রুপালী খুব ভালো ফল করলো। এতে সবাই খুশি হলো এবং তারা সোনালী ও রুপালীকে নতুন জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলো। এভাবেই দিন যেতে লাগলো, আর দেখতে দেখতে সোনালী ও রুপালী তাদের কৈশোরকে বিদায় জানালো।

(কৈশোর থেকে সোনালী ও রুপালী পা রাখবে যৌবনে। তখন তাদের নতুন জীবনের কথা তুলে ধরা হবে।)

অধ্যায় চার

অবিবাহিত যমজ বোন

(কৈশোর পেরিয়ে সোনালী ও রুপালী পা রাখলো যৌবনে। এবার দেখুন তাদের সাথে কী হয়।)

কলেজ জীবন শেষ করে সোনালী ও রুপালী দেশের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। আশ্চর্যজনকভাবে, সোহান ও রুম্মান-ও সেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। সোনালী ও সোহান যেমন একসাথে ক্লাস করতো, রুপালী এবং রুম্মান-ও একসাথেই ক্লাস করতো। এতে তাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা নতুন করে জোর পেল।

এদিকে জবা ঠিক করলো, সোনালী নিজের শিক্ষাজীবন শেষ করার পরপরই সোহানের সাথে সোনালীর বিয়ে দেয়া হবে। এ বিষয়ে সোনালীকে জানাতেই সে ভীষণ খুশি হলো। কিন্তু রুপালীর মন খারাপ ছিলো। জবা বললো, 'তোমার বোনের বিয়ে হয়ে গেলে তাকে ছাড়া থাকতে কষ্ট হবে, তাই তো?' রুপালী বললো, 'আমি রুম্মানকেই বিয়ে করবো।' জবা বললো, 'একদম না। আমি তোমাকে অন্য পরিবারে বিয়ে দেব।'

তখন রুপালী বললো, 'আমি এটা করতে পারবো না। এমনটা করলে রুম্মান হয়তো মরেই যাবে, আর আমিও মরে যাবো।' এতে জবা ভীষণ রেগে গেল। সে

বললো, 'এমনটা করলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।' তখন রুপালী মন খারাপ করে বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তবে কমল ঠিক করলো, সে রুম্মানের সঙ্গেই রুপালীর বিয়ে দেবে।

এভাবেই দিন যেতে লাগলো, এবং সোনালী ও সোহানের ভালোবাসা আরো গভীর হলো। তবে রুপালী রুম্মানকে বললো যে তারা একসাথে থাকতে পারবে না। এতে রুম্মান কষ্ট পেলেও সে বললো, 'সে ক্ষেত্রে আর কিছু করার নেই।' রুপালী বললো, 'কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। তুমিই আমার সব।' রুম্মান বললো, 'এমনটা করতে নেই। তোমার বাবা-মা যেটা ভালো মনে করেছেন, সেটাই বলেছেন।' কিন্তু তাতেও লাভ হলো না।

এদিকে কমল জবাকে বললো, 'তুমি তো তোমার মনের মানুষকেই বিয়ে করেছ। তাহলে রুপালী কেন সেটা করতে পারবে না?' জবা বললো, 'আমি একটি নয়, দুটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই, তাই এমনটা করছি।' কমল বললো, 'তুমি যদি রুপালীকে তার মনের মানুষের সাথে বিয়ে না দাও তাহলে সে মরেই যাবে।' জবা বললো, 'এমনটা হবে না। রুপালী হয়তো একটু কষ্ট পাবে, তবে আমি সেটা দূর করে দেব।' কমল বললো, 'দেখ, আবার উল্টোটা যেন না হয়।'

দেখতে দেখতেই চার বছর কেটে গেল। ততদিনে সোনালী ও রুপালীর শিক্ষাজীবন শেষ হলো। জবা ঠিক করলো, সে খুব তাড়াতাড়ি সোনালীর বিয়ে দেবে। জবা সোনালীর জন্য একটি সুন্দর শাড়ি কিনে দিলো। জবা সোনালীকে বললো, 'তুমি এই লালচে কমলা রঙের শাড়িটা পরেই সোহানদের ঘরে যাবে।'

সোনালী খুশি হয়ে বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তার কিছুদিনের মধ্যেই সোনালীকে সোহানদের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

সোনালীকে দেখে সোহান খুব অবাক হয়ে গেল। সে বললো, 'তোমাকে এই শাড়িতে অপরুপ সুন্দর লাগছে।' সোনালী লজ্জা পেয়ে বললো, 'আমি মোটেও অতটা সুন্দরী না।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তা বললে কী করে হয়?' সোহান বললো, 'সেটাই।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার তুমি সোনালীকে আংটি পরিয়ে দাও।' সোহান বললো, 'দিচ্ছি, মা।'

সোহান সোনালীর জন্য একটি হীরের আংটি কিনে রেখেছিলো। সোহান সোনালীকে সেই আংটি পরিয়ে দিতেই সোনালীর মনটা খুশিতে ভরে গেল। সে বললো, 'এত সুন্দর আংটি! নিশ্চয়ই খুব দামী, তাই না?' সোহান বললো, 'মোটেও না।' সোহান বললো, 'আংটিটা খুব দামী হতে পারে, কিন্তু তোমার জীবনের চেয়ে দামী হতে পারে না।'

এ কথা শুনে সোনালী এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'দেখেছ, আমার ছেলে তোমাকে কতটা ভালোবাসে?' জবা বললো, 'আপু, আপনার ছেলে আমার মেয়েকে সুখেই রাখবে।' সোহান বললো, 'ঠিক তাই।' সোনালী বললো, 'তুমি আমার জন্য এত কিছু করলে!' সোহান বললো, 'প্রিয়তমা, তুমিই আমার সব।'

তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার সোহান ও সোনালীকে আলাদা করে কথা বলার সময় দিই।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সোহান ও সোনালী

ছাড়া বাকি সবাই ভেতরে গেল। তখন সোহান সোনালীকে বললো, 'রাতে আমি তোমার সাথে ঘুমালেও আমি হয়তো তোমাকে সঙ্গ দিতে পারবো না।' সোনালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

সোহান বললো, 'আমি কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারি না। মা বলেছিলো বিয়ের পর কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে, কিন্তু আমার মনে হয় না আমি সেটা পারবো।' সোনালী বললো, 'একদম আমার মতো।' তারপর সোহান বললো, 'এবার তোমাকে একটা গান শুনিয়ে দিই, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, সোনা। শুনিয়ে দাও।' সোহান গাইতে লাগলো:

'তোমায় দেখে হয়েছে মনে প্রেমের হাতেখড়ি,
তুমি আমার খুব আদরের ডানা কাটা পরী।'

সোনালী নিজেও গাইতে লাগলো:

'তোমায় দেখে হয়েছে মনে প্রেমের হাতেখড়ি,
পৃথিবীতে তুমি আমার আর আমি যে তোমারই।'

তখন সোহান বললো, 'কী মিষ্টি কণ্ঠ তোমার।' সোনালী বললো, 'তাই নাকি?' সোহান বললো, 'তুমি গাইলে মনে হয় যেন কোকিল গান গাইছে।' তখন সোনালী সোহানকে হালকা আঘাত করে বললো, 'দুষ্টু কোথাকার।'

এদিকে রুম্মান ও রুপালী আলাদা একটি রুমে গেল। তারপর রুপালী রুম্মানকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। রুপালী বললো, 'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। তুমিই আমার সব।' রুম্মান বললো, 'তোমার বাবা-মা যখন চাইছে না, তখন আমরা একসাথে থাকতে পারবো না।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো?' রুম্মান বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন রুপালী বললো, 'তাহলে কথা দাও, তুমি আমাকেই বিয়ে করবে।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে। তোমার বাবা-মা রাজি হলে তবেই আমি তোমাকে বিয়ে করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' কিন্তু জবা এতে রাজি হলো না। সে বললো, 'আমি তোমাকে কিছুতেই এ বাড়ির বউ হতে দেব না। আমি তোমাকে এর চেয়েও ভালো ঘরে বিয়ে দেব।' রুপালী বললো, 'আমি রুম্মানকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবো না।' রুম্মান বললো, 'তোমার মা যখন চাইছে না, আমরা একসাথে থাকতে পারবো না। তুমি আমাকে ভুলে যাও।'

তখন রুপালী বললো, 'তুমি আমার সাথে এমনটা করতে পারলে!' রুম্মান বললো, 'আমি তোমার ভালোর জন্য বলছি।' রুপালী বললো, 'তোমাকে ছাড়া আমি ভালো থাকতে পারবো না।' জবা বললো, 'তোমাকে পারতে হবে। না হলে...' রুপালী বললো, 'না হলে কী করবে?' জবা বললো, 'সে ক্ষেত্রে আমি তোমার এমন অবস্থা করবো যে তুমি আর কখনো আমার কথার অবাধ্য হবে না।' কমল বললো, 'কেন এসব করছো?' জবা বললো, 'আমি কার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব সেটা আমি ঠিক করবো।'

কিছু সময় পর সবাই সোহান ও সোনালীর কাছে ফিরে গেল। তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা ফিরে যাই, কেমন?' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমার ছেলের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, তাই তো?' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর জবা সোনালীকে নিয়ে কমল ও রুপালীর সাথে নিজ ঘরে ফিরে গেল। তখন থেকে সোনালীর খুশি আর দেখে কে!

জবা বললো, 'বিয়ের পর তোমাকে সোহানের সাথেই রাত কাটাতে হবে। তুমি আর কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাতে পারবে না।' সোনালী বললো, 'সোহান নিজেও তো কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে না।' জবা বললো, 'সে শিখে যাবে। তুমিও শিখে নাও।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' কিন্তু সে অনেক চেষ্টা করেও কোলবালিশ ছাড়া থাকতে পারলো না। তখন জবা বললো, 'এক দিনে কিছুই হয় না। একটু সময় দাও, তুমি ঠিক পারবে।' তারপর থেকে সোনালী কোলবালিশ ছাড়া থাকার অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। এভাবেই কাটলো বেশ কিছুদিন।

(জবার বড় মেয়ে হিসেবে সোনালীর বিয়ে আগে দেয়া হলো। সোহানের সঙ্গেই সোনালীর বিয়ে হবে, এবং সোনালীর কোলবালিশটা সোনালীর বিয়ের পরও তার পরিবারের একটি অংশ হয়ে থাকবে।)

অধ্যায় পাঁচ

সোনালীর বিয়ে

(দেখতে দেখতেই সোনালীর বিয়ের সময় হয়ে এলো। এবার দেখুন, সোনালীর বিয়েতে কী হয়।)

দেখতে দেখতেই সোনালী ও সোহানের বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো, কিন্তু সোনালী বা সোহান-কেউ কোলবালিশ ছাড়া রাত কাটাতে পারলো না। কিন্তু রুপালীর মনের ইচ্ছেটা পূরণ না হওয়ায় রুপালী এক রাতের মধ্যেই কোলবালিশ ছাড়া থাকতে শুরু করেছিলো। এতে জবা কিছুটা রেগে গিয়ে বললো, 'তুমি তো একটি রাত-ও কোলবালিশ ছাড়া থাকতে পারলে না।'

তারপর জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'আমি আগে তোমার বিয়ে দিলে হয়তো ঠিক ছিলো।' রুপালী বললো, 'মোটেও না।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, মা?' রুপালী বললো, 'আমি তো আর আমার মনের মানুষকে বিয়ে করতে পারবো না।' জবা বললো, 'আমি তোমাকে তার চেয়েও ভালো একজনের সাথে বিয়ে দেব। তখন তুমি নিজেই রুম্মানকে ভুলে যাবে।' কিন্তু রুপালী তাতে রাজি হলো না।

তবে সোনালীর বিয়ের কেনাকাটা তো আর থেমে থাকতে পারে না। তাই জবা ও কমল সোনালীর বিয়ে উপলক্ষে বিভিন্ন রকম জিনিস কিনলো। এতে বেশ কিছুদিন

লেগে গেল। তারপর সোনালী ও সোহানের বিয়ের দিন চলে এলো। তবে রুপালী গোপনে রুম্মানের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিলো। এতে রুম্মান মনে করেছিলো যে জবা রুপালীকে রুম্মানের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেছে। তাই রুম্মান নিজেও খুশি হয়ে গেল।

সোনালীর বিয়ের দিন জবাদের ঘর সুন্দর করে সাজানো হয়েছিলো। সোনালীকেও খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়া হলো। পরনে টুকটুকে লাল শাড়ি, কপালে ছোট্ট লাল টিপ, ঠোঁটে কড়া লাল লিপস্টিক, চোখে কাজল-সব মিলিয়ে দারুণ লাগছিলো তাকে। জবা বললো, 'খুব মিষ্টি লাগছে আমার মেয়েটাকে।' রুপালী বললো, 'একদম লাল পরীর মতো লাগছে।' সোনালী বললো, 'তাই, না?' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।'

সোহান নিজেও সেজে সপরিবারে জবাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। যখন সোহান ও তার পরিবার জবাদের ঘরে এলো তখন প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। জবা বললো, 'আপনারা ভেতরে আসুন।' সোহান তার পরিবারকে নিয়ে ভেতরে গেল। তারপর সবাই নির্ধারিত জায়গায় বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আপনারা খেয়ে নিন।' সোহান বললো, 'আমরা খাবো আর আপনারা খাবেন না, তা হয় নাকি?' জবা বললো, 'আমরাও খেয়ে নেব।'

তারপর সবাই মজা করে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'খাবারটা দারুণ হয়েছে, এবং আপনাদের বাড়িটাও খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে।' জবা বললো, 'আমার মেয়ের বিয়েতে এমনটা হবে না, তা হয় নাকি?' সোহান বললো, 'ঠিক বলেছেন।' রুপালী বললো, 'সোনালী, এবার তুমি

তোমার প্রিয় মানুষটার পাশে গিয়ে বসে পড়ো।' সোনালী সোহানের পাশে গিয়ে বসতেই সোহান সোনালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আজ থেকে তুমি শুধুই আমার।'

রুপালী বললো, 'এবার তোমরা বিবাহ সনদে স্বাক্ষর করে নাও।' সোহান ও সোনালী দুজনেই সেই সনদে স্বাক্ষর করে নিলো। জবা বললো, 'মা-মণি, আজ থেকে তোমার নতুন জীবন শুরু হলো।' রুপালী বললো, 'তোমার নতুন জীবন শুভ হোক।' রুম্মান বললো, 'কিছুদিন পর রুপালীর সাথে আমার বিয়ে হবে। তারপর আমরাও একসাথে থাকবো।' জবা বললো, 'না। আমি রুপালীকে অন্য ঘরে বিয়ে দেব।' রুম্মান বললো, 'রুপালী তো আমাকে বলেছে আপনারা তাকে আমার সাথেই বিয়ে দেবেন।'

তখন জবা রেগে গিয়ে বললো, 'রুপালী, তুমি যদি রুম্মানের সাথে গোপনে যোগাযোগ করো তবে আমি তোমার হাত-পা ভেঙে রেখে দেব।' সোহান বললো, 'এমন করছেন কেন? রুপালী যখন চাইছে, তখন আপনি রুম্মানের সঙ্গেই রুপালীর বিয়ে দিন।' জবা বললো, 'আমার মেয়ের বিয়ে আমি কোথায় দেব সেটা আমি ঠিক করবো।' জবার অন্যান্য সহপাঠীরাও বললো সোনালী ও রুপালীকে এক ঘরে বিয়ে দিতে, কিন্তু তাতেও লাভ হলো না।

কিছুক্ষণ পর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমরা চলি।' তখন সোনালী কাঁদতে শুরু করলো। জবা বললো, 'বিয়ের পর সব মেয়েকেই নিজের ঘর ছেড়ে তার প্রিয় মানুষটার ঘরে গিয়ে থাকতে হয়।' সোনালী বললো, 'আমি কিভাবে তোমাদের ছাড়া থাকবো?' সোহান বললো, 'তাহলে তুমি তোমার কোলবালিশটা

নিয়ে এসো।' জবা বললো, 'কোলবালিশ লাগবে কেন?' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমার ছেলেরাই তো কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে না। তাহলে বিয়ের পর বৌমাকে কে সঙ্গ দেবে?'

তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। আমি সোনালীর কোলবালিশটা এনে দিচ্ছি।' তারপর রুপালী সোনালীর কোলবালিশটা নিয়ে এসে বললো, 'নাও, আপু। আজ থেকে এটাই তোমার পরিবারের একজন।' সোহান বললো, 'এটার মাধ্যমেই তুমি তোমার নিজের পরিবার পাবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সোহানের পরিবার সোনালীকে নিয়ে জবাদের ঘর ত্যাগ করলো, এবং প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা নিজ ঘরে প্রবেশ করলো।

(সোনালী তো সোহানকে বিয়ে করলো। এরপর দেখবেন সোনালী ও সোহানের দাম্পত্য জীবন কিভাবে কাটে।)

অধ্যায় ছয়

সোনালীর বিয়ে-পরবর্তী জীবন

(সোনালী তো সোহানকে বিয়ে করে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে গেল। এবার দেখুন, তাদের নতুন জীবন কিভাবে কাটে।)

সোহান সোনালীকে সাথে করে নিজের ঘরে প্রবেশ করলো। কিন্তু সোনালীর মন ভালো ছিলো না। সোহান বললো, 'নিশ্চয়ই তোমার পরিবারের কথা ভেবে তোমার মন খারাপ, তাই না?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, বিশেষ করে আমার বোনটার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'সেটাই। তোমার মাকে কতবার বললাম, তোমার বোনকে যেন রুম্মানের সাথে বিয়ে দেয়, কিন্তু তোমার মা সেটা করবে না।'

রুম্মান বললো, 'থাক, মা। হয়তো আমি রুপালীকে বিয়ে করতে পারবো না।' সোহান বললো, 'হতে পারে।' সোনালী বললো, 'আমি আর শাড়ি পরে থাকতে পারছি না।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বৌমা, তুমি শাড়িটা পাল্টে নাও, আর শাড়ি সামলাতে না পারলে সাধারণ জামা পরে নিও।' তারপর সোনালী সোহানের বেডরুমে গিয়ে শাড়িটা খুলে একটি হলদে জামা পরে নিলো। তারপর সোনালী নিজের কোলবালিশটা বিছানায় রেখে দিলো।

তারপর সোনালী সোহানের কাছে ফিরে এলো। সোহান বললো, 'প্রিয়তমা, আমার পাশে বসো।' সোনালী সোহানের পাশে গিয়ে বসতেই সোহান সোনালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সোহান বললো, 'তুমি কি পারবে না এই পরিবারকে

আপন করে নিতে?' সোনালী বললো, 'জানি না পারবো কি না, তবে চেষ্টা করবো।' সোহান সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, সোনা।' সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'সোহান, তুমি বৌমাকে নিয়ে নিজেদের রুমে গিয়ে গল্প করো।'

সোহান সোনালীকে নিয়ে নিজের বেডরুমে গিয়ে বললো, 'তোমার গায়ে সোনার গয়না মানায় না।' সোনালী বললো, 'তাই বুঝি?' সোহান বললো, 'হ্যাঁ।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি গয়না খুলে নিচ্ছি।' সোহান বললো, 'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি খুলে দিচ্ছি।' তারপর সোহান সোনালীর শরীর থেকে গয়না খুলে নিলো। তারপর সোহান বললো, 'তুমি নিজেই তো সোনার টুকরো। আমি তোমাকে পেয়ে আর কিছুই চাই না।'

কিছুক্ষণ পর সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'মা, আমিও আসছি।' সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'না, বৌমা। আজ তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।' সোহান বললো, 'সোনালী আমার কাছেই থাকবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, সোনা।' তারপর সোহান-রুস্মানের মা রাতের খাবার তৈরি করে বললো, 'এবার তোমরা খেয়ে নাও।' সোহান বললো, 'চলো, প্রিয়তমা।' সোনালী বললো, 'চলো।'

তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'সোহান, তুমি বৌমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে, কেমন?' সোহান বললো, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।' তারপর সোহান সোনালীকে নিয়ে নিজের বেডরুমে গিয়ে বললো, 'এবার আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর

সোহান সোনালীকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলো। কিন্তু সোহান বা সোনালী-কেউ ঘুমাতে পারলো না।

তখন সোহান বললো, 'হয়তো কোলবালিশ ছাড়া আমাদের ঘুম আসবে না।' সোনালী বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর তারা দুজনেই ওপাশ ফিরে নিজ নিজ কোলবালিশ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন ভোরে সোহান উঠে পড়লো। তারপর সে ভাবলো, সে সোনালীকে ডেকে তুলবে। কিন্তু সোনালীকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন এক নিষ্পাপ ফুটফুটে শিশু ঘুমাচ্ছে। তাই সোহান ঠিক করলো, সে সোনালীকে কিছুটা সময় ঘুমাতে দেবে।

তারপর যখন সোহান বিছানা থেকে নামতে গেল, তখন সোনালী সোহানের হাত ধরে বললো, 'রোদেলা, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।' সোহান বললো, 'আমি সোহান। আর ম, কে এই রোদেলা?' তখন সোনালী চোখ খুলে বললো, 'এই তো আমার রোদেলা।' তারপর সে কোলবালিশটাকে চুমু দিলো। সোহান বললো, 'আমি কি তোমাকে আরেকটু সঙ্গ দেব?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ।' তারপর সোহান সোনালীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পর সোহান-রুম্মানের মা এসে বললো, 'বৌমার ঘুম ভাঙেনি, তাই না?' সোহান বললো, 'না, মা।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে। তাকে আরো কিছুক্ষণ ঘুমাতে দাও।' তারপর সোহান-রুম্মানের মা নাশতা তৈরি করতে গেল। কিছুক্ষণ পর রুম্মান ও ইসহাক উঠে পড়লো। তবে তারা নাশতা করতে গিয়ে দেখল, সোহান সেখানে নেই। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই

সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'সোহান তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমাচ্ছে।' রুম্মান বললো, 'তাহলে তাদের ঘুমাতে দিই।'

যখন সোহান সোনালীকে নিয়ে উঠে পড়লো, তখন প্রায় দশটা বাজে। সোনালী বললো, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার উঠে পড়ি।' তারপর সোনালী সোহানকে নিয়ে উঠে পড়লো। তবে সোনালীর হাত-পা কাঁপছিলো। সোহান বললো, 'কী হয়েছে? ভয় পাচ্ছ কেন?' সোনালী বললো, 'তোমার মা যদি জানতে পারে যে আমরা এতটা দেরিতে উঠেছি তাহলে সে আমাকে অনেক কথা শোনাবে।' সোহান সোনালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'একদম না।'

তারপর সোহান সোনালীকে নিয়ে নাশতা করতে গেল। রুম্মান বললো, 'নিশ্চয়ই খুব ভালো ঘুম হয়েছে, তাই না?' সোহান বললো, 'তা ঠিক।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'নতুন বউকে নিয়ে প্রথম রাত কাটিয়েছে, ঘুম তো ভালো হবেই।' সোনালী লজ্জায় হেসে বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তারপর সোনালী ও সোহান নাশতা করে নিলো।

তারপর থেকেই সোহান ও সোনালীর একসাথে ঘুরতে যাওয়া, একসাথে খাবার খাওয়া, একসাথে কেনাকাটা করা, এমনকি একসাথে ঘুমানো-সব ঠিকমতোই হচ্ছিলো। খুনসুটি, তর্ক-সব ছিলো। তবে ভুল স্বীকার করতেও ভুল করতো না তারা। এতে সব ভুল বোঝাবুঝি মিটে যেত। খুব সুখেই তাদের জীবন কাটছিলো।

তবে কিছুদিন যাওয়ার পর সোনালী খেয়াল করলো, রুম্মানের মন ভালো নেই। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, 'আমি রুপালীকে ছাড়া বাঁচবো না।' এক পর্যায়ে রুম্মান ঠিকমতো খাওয়া, এমনকি ঠিকমতো ঘুমানো-ও বন্ধ করে দিলো।

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তুমি রুপালীকে ভুলে যাও। আমি রুপালীর চেয়েও ভালো মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দেব।' ওদিকে রুপালীর-ও একই অবস্থা। সে-ও ঠিকমতো খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

তাই বাধ্য হয়েই জবা রুম্মানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু রুম্মান কারো সাথে কথা বলতে রাজি হলো না। তখন জবা রুপালীকে ফোন করে বললো, 'রুম্মানকে তো ফোনে পাচ্ছি না, তাই বাধ্য হয়েই তোমাকে ফোন করেছি।' সোনালী বললো, 'রুম্মান তো খাওয়া, ঘুম-সব ছেড়ে দিয়েছে। সে বলছে, রুপালীর সাথে বিয়ে না হলে সে মরেই যাবে।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'আমার রুপালীটার-ও একই অবস্থা। সে বলছে যে সে যখন রুম্মানকে বিয়ে করতে পারবে না তখন সে মরে গেলেই ভালো হয়। সে মরে গেলে আমি নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারবো না।' তারপর জবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। সোনালী বললো, 'আমি আমার বোনকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। আমি তাকে ছাড়া বাঁচবো না।' তারপর সে নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়লো।

তখন সোহান বললো, 'তোমার বোনের কিছুই হবে না।' তারপর সে জবাকে বললো, 'আপনি রুপালীকে বলে দিন যে রুম্মানের সাথেই তার বিয়ে হবে। আমি রুম্মানকে বলে দিচ্ছি যে রুপালী তাকেই বিয়ে করতে চায়।' তারপর সোহান রুম্মানকে বললো যে জবা রুপালীর সাথেই রুম্মানের বিয়ে দেবে। রুম্মান বললো, 'আমি জানি, এটা কখনোই হবে না। তোমরা এমনটা করছো যেন আমি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করি, তাই তো?'

তখন সোনালী সেখানে এসে বললো, 'একদম না।' রুম্মান বললো, 'আমি জানি, তোমরা সত্যি কথা বলছো না।' সোনালী বললো, 'মা নিজে আমাকে এ কথা বলেছে।' রুম্মান বললো, 'তাহলে আমিও তার সাথে কথা বলবো।' সোহান বললো, 'সে তো তোমার সাথে কথা বলার অনেক চেষ্টা করেছে।' রুম্মান বললো, 'আমি জানি, কিন্তু আমি কথা বলতে চাইনি।' সোনালী বললো, 'তাহলে এবার কথা বলে নাও।'

তখন রুম্মান জবাকে ফোন করতেই জবা বললো, 'বাবা, কী হয়েছে তোমার যে তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাইছিলে না?' রুম্মান বললো, 'আমি মনে করেছিলাম, আমার সাথে রুপালীর বিয়ে হবে না, তাই আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাইনি।' জবা বললো, 'এদিকে আমার মেয়েটা তো না খেয়ে মরে যাচ্ছে। সে বলছে, সে তোমাকে ছাড়া বাঁচবে না। তাই আমি ঠিক করেছি, আমি তোমার সাথেই রুপালীর বিয়ে দেব।' রুম্মান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি মন থেকেই চাইছেন যে আমার সঙ্গে রুপালীর বিয়ে হোক?'

জবা বললো, 'আমার মেয়ে আমার জীবনের চেয়েও দামী। আমি তাকে হারাতে চাই না। তাই আমি তার সব ইচ্ছে পূরণ করবো।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে। আমি আপনার মেয়েকেই বিয়ে করবো। তবে তার আগে আমি কি একবার তার সাথে কথা বলতে পারি?' জবা বললো, 'রুপালী এখন ঘুমাচ্ছে। সে ঘুম থেকে উঠলে বলে দেব।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর রুম্মান বললো, 'রুপালীর মা তো বলেছিলো রুপালীকে আমার সাথে বিয়ে দেবে না।'

তখন সোনালী বললো, 'তোমার বিয়ে রুপালীর সাথেই হবে।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমার মনে হয় না এমনটা হবে।' সোহান বললো, 'এমনটা কেন বলছো, মা?' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'রুপালী না খেয়ে আছে বলেই এমনটা বলা হচ্ছে। সে ঠিক হয়ে গেলে সব আগের মতোই হবে।' রুম্মান বললো, 'আমি রুপালীকে ভুলে যাবো।' সোনালী বললো, 'এমনটা করতে নেই। লক্ষ্মী ভাই আমার।' সোহান বললো, 'মা, তুমি কেন এমনটা বললে? এখন কি রুম্মান ঠিকমতো খাবে?' রুম্মান বললো, 'অবশ্যই খাবো।'

তখন সোনালী বললো, 'আজ আমি তোমাকে খাওয়াবো।' রুম্মান বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' সোহান বললো, 'অনেক দিন পর সোনালী তোমাকে খাওয়াচ্ছে, আর তুমি না খেলে সে খুব কষ্ট পাবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক তাই।' রুম্মান বললো, 'আমি নিজেই খেতে পারবো।' সোনালী বললো, 'তার মানে, তুমি আমার হাতে খাবে না, তাই তো?' তখন সোনালীর চোখ ছলছল করছিলো। রুম্মান বললো, 'কাঁদে না, বোন। আমি তোমার হাতেই খাবো।'

তখন সোনালী বললো, 'এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে নাও।' রুম্মান খেয়ে নিতেই সোনালী বললো, 'আমার লক্ষ্মী ভাই।' তারপর রুম্মান বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, আপু। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি রুপালীকেই বিয়ে করবো।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন সোনালী বললো, 'ঠিক আছে। আমি কিছুই মনে করিনি।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বৌমা, তোমার হাতে জাদু আছে।' সোনালী লজ্জায় হেসে বললো, 'না, মা।' সোহান বললো, 'তা বললে কী করে হয়?' রুম্মান বললো, 'তুমি আজ যা করলে, তা আমি কখনো ভুলবো না।'

তখন জবা রুম্মানকে ফোন করে বললো, 'রুপালী জেগে উঠেছে। তার সাথে কথা বলে নাও।' তারপর রুম্মান রুপালীকে বললো, 'আমি তোমাকেই বিয়ে করতে চাই। তুমি রাজি তো?' রুপালী বললো, 'তোমাদের পরিবার রাজি থাকলে আমিও রাজি।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে এবার খেয়ে নাও।' রুপালী বললো, 'তুমি খেয়েছ?' রুম্মান বললো, 'হ্যাঁ, সোনামণি। তাও বিশেষ একজনের হাতে।'

রুপালী বললো, 'তোমার মা তোমাকে খাইয়ে দিয়েছে, তাই তো?' রুম্মান হেসে বললো, 'না।' তখন রুপালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে সে কে?' রুম্মান বললো, 'বললাম তো, সে বিশেষ একজন।' রুপালী বললো, 'বুঝেছি। সে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো, কিন্তু তুমি তাকে বলেছ যে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে না, তাই তো?' রুম্মান বললো, 'তা হবে কেন?' রুপালী কিছুটা রাগের ভঙ্গিতে বললো, 'তাহলে কে ছিলো সে?' রুম্মান বললো, 'বললাম তো, বিশেষ একজন।'

এতে রুপালী আরো রেগে গেল। তারপর সে বললো, 'তাহলে তুমি বলবে না, তাই তো? ঠিক আছে। তাহলে আমিও খাবো না।' রুম্মান বললো, 'রাগ করে না, লক্ষ্মীসোনা।' রুপালী বললো, 'তাহলে বলে দাও, কে তোমাকে খাইয়ে দিয়েছে।' রুম্মান বললো, 'তোমার বোন।' এ কথা শুনে রুপালী এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তারপর সে বললো, 'আপু কবে এতটা লক্ষ্মী হয়ে গেল?' রুম্মান বললো, 'তুমি এখানে থাকলে সব বুঝতে পারতে।'

তখন রুপালী বললো, 'আমার আর তর সইছে না। কবে যে তোমাদের বাড়ি যেতে পারবো!' রুন্মান বললো, 'আগে খেয়ে নাও। না হলে সুস্থ হবে কিভাবে?' রুপালী বললো, 'বেশ। খেয়ে নিচ্ছি।' তারপর রুপালী খেয়ে নিলো। তারপর থেকেই আস্তে আস্তে সব স্বাভাবিক হতে লাগলো। কিছুদিন পর জবা ও কমল রুপালীর জন্য নতুন একটি লালচে গোলাপি শাড়ি কিনে দিলো। রুপালীকে বলা হলো যেন সে ওই নতুন শাড়িটা পরেই রুন্মানের সাথে দেখা করে। সেটাই হলো।

তার কিছুদিন পর জবা ও কমল রুপালীকে নিয়ে সোহানদের ঘরে গেল। তারপর রুপালীকে বলা হলো রুন্মানের পাশে বসতে। রুপালী রুন্মানের পাশে গিয়ে বসতেই রুন্মান বললো, 'প্রিয়াকে খুব সুন্দর লাগছে।' রুপালী লজ্জায় হেসে বললো, 'মোটেও না।' সোহান-রুন্মানের মা বললো, 'তা বললে কি আর চলে?' সোহান বললো, 'ঠিক তাই।'

তখন সোনালী বললো, 'এবার তোমার প্রিয়াকে আংটি পরিয়ে দাও।' জবা বললো, 'হ্যাঁ, বাবা। এবার আমার মেয়েটাকে আংটি পরিয়ে দাও।' তারপর রুন্মান রুপালীকে আংটি পরিয়ে দিয়ে বললো, 'খুব তাড়াতাড়ি তুমি আমার হবে।' রুপালী বললো, 'আমি যেন সারা জীবন তোমার সাথে কাটাতে পারি।' জবা বললো, 'অবশ্যই, মা।' তারপর রুপালী এক নজর আংটিটা দেখেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

তখন সবাই মিলে রুপালীকে তুলে নিলো। তারপর রুপালীকে রুন্মানের বেডরুমে নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো। তারপর জবা রুন্মানকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ছিলো ঐ আংটিতে যে আমার মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেল?' রুন্মান বললো, 'আমি রুপালীর

জন্য প্লাটিনামের আংটি কিনেছিলাম। হয়তো সে কারণেই সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।' তখন সোনালী বললো, 'তুমি আমার বোনকে এতটা ভালোবাসো!'

রুম্মান বললো, 'রুপালী আমার কলিজা। সে-ই আমার সবকিছু।' জবা বললো, 'সবাই বলেছিলো তোমার সাথে রুপালীর বিয়ে দিতে, কিন্তু আমি দিতে চাইনি। আমি আমার মেয়েটাকে কত কষ্ট দিয়েছি!' সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমার বোনের সাথে কী করেছ?' জবা বললো, 'রুপালী গোপনে রুম্মানের সাথে যোগাযোগ করেছিলো জানতে পেরে আমি রুপালীকে অনেক মেরেছি।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

তখন সোনালী বললো, 'তাহলে এই জন্য আমার বোনটা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো।' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' কমল বললো, 'প্রথমে তো মেয়েটার ভীষণ জ্বর এসেছিলো।' সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো আর বললো, 'আহা রে। সোনাটা ভীষণ কষ্ট পেয়েছে।' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার মেয়েটা প্রায় মরেই গিয়েছিলো।' রুম্মান বললো, 'তাহলে তাকে ঠিক করলেন কিভাবে?'

জবা বললো, 'আমার মেয়ে আমার কলিজা। আমি তো তাকে মরতে দিতে পারি না।' কমল বললো, 'তারপর আমরা দুজনেই রুপালীকে সঙ্গ দিয়েছি।' জবা বললো, 'আমি প্রতি রাতে রুপালীকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছি।' সোনালী বললো, 'আর তুমি তাকে খুব আদর করেছ, তাই না?' জবা বললো, 'তা করেছি, কিন্তু তাতে কষ্ট কমেনি।' কমল বললো, 'তারপর আমরা ঠিক করি যে রুম্মানের সঙ্গেই রুপালীর বিয়ে দেব।'

তখন রুন্মান বললো, 'তাহলে এই ব্যাপার।' জবা বললো, 'হ্যাঁ। আর সে জন্যই আমরা বারবার তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি।' সোহান-রুন্মানের মা বললো, 'আমি ভেবেছিলাম আমার ছেলের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে হবে না।' রুন্মান বললো, 'তাই আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করিনি।' সোহান বললো, 'তাহলে খাওয়া বন্ধ করেছিলে কেন?' রুন্মান বললো, 'আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছিলো যে আমি রুপালীকে বিয়ে করতে পারবো না।'

তখন জবা বললো, 'এবার সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে, তাই না?' রুন্মান বললো, 'হ্যাঁ।' তবে ঘুমের মধ্যে রুপালী নিজের কোলবালিশটা খুঁজতে লাগলো। সে বললো, 'চাঁদনী, তুমি কোথায়?' রুন্মান বললো, 'রুপালীর বুকে আমার কোলবালিশটা হালকা করে চেপে ধরো।' সোনালী বললো, 'দিচ্ছি।' তারপর সোনালী রুন্মানের কোলবালিশটা রুপালীকে দিয়ে বললো, 'এই নাও, আপু।' রুপালী সেই কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এই তো আমার চাঁদনী।' তারপর রুপালী সেই কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমাকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে, মা-মণি?'

তখন জবা বললো, 'উঠে পড়ো, রুপালী।' রুপালী বললো, 'আমাকে আরেকটু ঘুমাতে দাও, মা।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, বোন। আরেকটু ঘুমিয়ে নাও।' রুপালী বললো, 'আপু, তুমি আমার পাশে থেকো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সোনালী রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঘুমাও, বোন। ভালো করে ঘুমাও।' তারপর সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখল, সে নিজের ঘরে নেই। সে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কোথায়?' রুম্মান বললো, 'তুমি আমার ঘরে।' রুপালী বললো, 'আমি যদি ভুল না বলি, তবে তুমিই রুম্মান, তাই না?' রুম্মান বললো, 'হ্যাঁ।' রুপালী বললো, 'যদি আমি তোমাদের ঘরে থাকি, তবে আমি কার কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে আছি?' রুম্মান বললো, 'ওটা আমার কোলবালিশ।'

জবা বললো, 'হাত-মুখ ধুয়ে নাও, মা।' রুপালী বিছানা থেকে নেমে হাত-মুখ নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার পানি খেয়ে নাও।' রুপালী পানি খেয়ে নিলো। তারপর জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কী হয়েছিলো যে তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে?' রুপালী বললো, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, এটা রুপার আংটি। তারপর মনে হলো, রুম্মান তো আমাকে এত কম দামী আংটি দেবে না। তাহলে সে আমাকে প্লাটিনামের আংটি দেয়নি তো! এটা ভেবেই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে আমি এটার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, এবং আমি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তার কোনো দরকার নেই। আমরা সব বুঝতে পেরেছি।' জবা বললো, 'তাহলে আমরা চলি।' রুম্মান বললো, 'বিয়ের আগ পর্যন্ত নিজের খেয়াল রেখো, প্রিয়তমা।' সোনালী দুষ্টুমির ছলে বললো, 'আর বিয়ের পর?' রুম্মান বললো, 'বিয়ের পর তার সব দায়িত্ব আমার।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। এবার আমরা যাই, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' রুপালী বললো, 'তুমি আমাদের সাথে যাবে না?' সোনালী বললো, 'আমি তো এই বাড়ির বউ, তাই আমি তোমাদের সাথে যেতে পারবো না। তোমরাই যাও।'

তখন রুপালী বললো, 'না, আপু। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বৌমা, তুমি তোমার পরিবারের সাথে যাও।' সোনালী বললো, 'তাহলে এদিকটা কে সামলাবে?' সোহান বললো, 'তুমি এই পরিবারে আসার আগে এই পরিবার যেমন ছিলো ঠিক তেমনই থাকবে।' সোনালী বললো, 'কিন্তু...' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আর কোনো কথা হবে না।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

তারপর সোনালী নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিলো। তারপর সে বললো, 'এবার আমরা চলি, কেমন?' সোহান বললো, 'তুমি কি তোমার কোলবালিশ সাথে নিয়েছ?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'মন খারাপ করবে না, বৌমা। আসলে, তোমার বোন যে কষ্ট পেয়েছে, তাতে তোমাকে তার পাশে থাকতে হবে। তাই বলছি।' সোনালী বললো, 'তাহলে আগে বলবেন না?' সোহান বললো, 'তুমি বলতে দিলে তবে তো বলবে।'

তখন সোনালী বললো, 'তাহলে আমিও যাচ্ছি।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তুমি তোমার বোনকে সুস্থ করে তবেই ফিরে আসবে, কেমন?' সোনালী বললো, 'সম্ভব হলে আমি সেটাই করবো।' রুপালী বললো, 'তুমি সব সময় আমার সাথেই থাকবে, কেমন?' সোনালী বললো, 'না, আপু।' জবা বললো, 'সোনালী এই বাড়ির বউ। তাকে তো এখানে ফিরে আসতেই হবে।' কমল বললো, 'তুমি নিজেও কিছুদিন পর এই বাড়ির বউ হবে।'

তখন সোনালী বললো, 'ঠিক তাই। তখন মন চাইলেই তুমি আমার সাথে গল্প করবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে তোমাকে আর কষ্ট করে আমাদের

সাথে যেতে হবে না। তুমি এখানেই থেকে যাও।' সোনালী বললো, 'তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?' রুপালী বললো, 'না, আপু। তোমার মতো মিষ্টি মেয়ের ওপর কি রাগ করে থাকা যায়?' সোনালী বললো, 'তাহলে আজ রাত আমি তোমাদের সাথে থাকবো।'

তখন জবা বললো, 'তাহলে এসো আমাদের সাথে।' তারপর জবা ও কমল সোনালী ও রুপালীকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেল। তখন রুপালী বললো, 'আপু, তুমি কেন আমাদের সাথে এলে? এখন মা আমার ওপর খুব রাগ করবে।' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'একদম না।' সোনালী রুপালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমি থাকতে কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'আমি শাড়িটা পাল্টে নিই, তারপর তোমাকে সাহায্য করবো।' জবা বললো, 'তুমি শাড়িটা পাল্টে নাও, তবে আমাকে সাহায্য করতে হবে না।' রুপালী বললো, 'বুঝেছি। মা-মণি আমার ওপর রাগ করেছে।' কমল বললো, 'না, মা। এমনটা না।' জবা বললো, 'আসলে, তুমি এখনো ঠিক নেই। তাই বলছি, আমাকে সাহায্য করতে হবে না।'

তখন সোনালী বললো, 'আপু, আমার সাথে এসো। আমি তোমার শাড়ি পাল্টে একটি জামা পরিয়ে দিচ্ছি।' রুপালী বললো, 'তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই পারবো।' সোনালী বললো, 'লজ্জা পাচ্ছ নাকি?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।' সোনালী রুপালীকে হালকা আঘাত করে বললো, 'আমার কাছে কিসের লজ্জা?' রুপালী বললো, 'আপু, তুমিও!'

তখন সোনালী বললো, 'লক্ষ্মী বোন আমার। একবার আমার সাথে এসো।' তারপর সোনালী রুপালীকে নিয়ে নিজেদের বেডরুমে গেল। রুপালী বললো, 'আমি জামা পাল্টানোর সময় কেউ আমার কাছে থাকুক, সেটা আমি পছন্দ করি না। তাই বলছি, তুমি চলে যাও। আমি শাড়িটা পাল্টে নিলে তুমি এসো, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর রুপালী শাড়ি পাল্টে একটি ধবধবে সাদা জামা পরে নিলো।

তারপর রুপালী সোনালীর কাছে যেতেই সোনালী বললো, 'তোমার কোনো কষ্ট হয়নি তো?' রুপালী বললো, 'না, আপু। কোনো কষ্ট হয়নি।' তখন জবা বললো, 'এবার আমরা খেয়ে নিই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' সোনালী বললো, 'আমার একটা ছোট্ট আবদার আছে।' জবা বললো, 'বেশ। বলে দাও।' সোনালী বললো, 'আজ আমি নিজ হাতে আমার বোনকে খাওয়াবো।'

তখন রুপালী বললো, 'তুমি যেভাবে রুম্মানকে খাইয়েছিলে, সেভাবেই আমাকেও খাওয়াতে চাইছো, তাই তো?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, আপু।' জবা বললো, 'বেশ। তাহলে সেটাই হোক।' তারপর সোনালী নিজ হাতে রুপালীকে খাওয়ালো। তারপর রুপালী বললো, 'এবার আমিও আমার বোনকে নিজ হাতে খাওয়াবো।' জবা বললো, 'তাহলে আর দেরি কিসের?' তারপর রুপালী নিজ হাতে সোনালীকে খাওয়ালো।

তখন জবা বললো, 'তোমাদের ভালোবাসা যেন চিরকাল এমনই থাকে।' সোনালী বললো, 'তা থাকবে।' রুপালী বললো, 'আমার মনে হয় না।' জবা বললো,

'তোমরা একসাথে থাকলে তবেই সেটা সম্ভব, তাই আমি ঠিক করেছি রুপালীর বিয়ের পর সে সোনালীর সাথে একই ঘরে থাকবে।' সোনালী বললো, 'খুব ভালো, মা।' কমল বললো, 'তাহলে আজ সোনালী ও রুপালী একসাথে ঘুমাবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সোনালী রুপালীকে নিয়ে নিজেদের বেডরুমে গেল। কিন্তু সেখানে রুপালীর কোলবালিশ নেই। তখন সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কোলবালিশটা কোথায়?' রুপালী বললো, 'সেটা আমার বাবা-মায়ের বেডরুমে।' সোনালী বললো, 'তাহলে সেখানে চলো।' তারপর সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গেল। জবা বললো, 'আজ আমরা একসাথে ঘুমাবো, কেমন?'

সোনালী বললো, 'সেটা হতে পারে, তবে আজ আমার বোন আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে।' রুপালী বললো, 'এমনটা করলে তোমার মেয়েটা কষ্ট পাবে।' সোনালী বললো, 'বেশ। আমি আমার কোলবালিশটা নিয়ে আসছি।' তারপর সোনালী তার ব্যাগ থেকে কোলবালিশটা বের করে নিয়ে এলো। তারপর সোনালী কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'মা-মণি, আমার বোনের মনটা ভালো নেই। তাই আজ আমি তাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো। তুমি একদম মন খারাপ করবে না, কেমন?'

তারপর সোনালী কোলবালিশটাকে চুমু দিলো। তখন রুপালী বললো, 'এবার সোনামণিটার কষ্ট দূর হয়েছে।' তারপর সোনালী কোলবালিশটা রেখে দিয়ে রুপালীকে বললো, 'ঘুমাও, আপু। আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' রুপালী সোনালীর বুকে মাথা রাখতেই সোনালী রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর সোনালী

রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'ঘুমাও, বোন। আজ তুমি সারা রাত আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে।'

তখন জবা রুপালীর অপর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর সে বললো, 'রুপালী, তোমার বোনের বুকে ঘুমাতে কেমন লাগছে?' রুপালী দুষ্টুমির ছলে বললো, 'এটা তো আপুর বুক নয়, যেন এক হলুদ বিছানা।' তখন সোনালী রুপালীকে ধাক্কা দিয়ে বললো, 'তুমি ওপাশ ফিরে ঘুমাও।' রুপালী বললো, 'এমনটা করলে কেন, আপু?' সোনালী কিছুটা রাগের ভঙ্গিতে বললো, 'তুমি কেন আমার বুকটাকে হলদে বিছানা বললে?' রুপালী বললো, 'তোমার বুকটা খুব কোমল, তাই বলেছি।'

তখন সোনালী বললো, 'আমি আর তোমাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো না। তুমি ওপাশ ফিরে ঘুমাও।' রুপালী বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। আর কখনো এমনটা হবে না।' সোনালী বললো, 'আমি জানি, এমনটা হবে। তাই বলছি, তুমি ওপাশ ফিরে ঘুমাও।' রুপালী ওপাশ ফিরতেই জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর জবা বললো, 'ঘুমাও, সোনা। আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' সোনালী ওপাশ ফিরে নিজের কোলবালিশটা বুকে নিয়ে শুয়ে রইলো।

তখন রুপালী বললো, 'আমি আর কখনো আপুর বুকে মাথা রেখে ঘুমাবো না।' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। তখন জবা বললো, 'সোনালী, তোমার বোন কাঁদছে তো।' সোনালী বললো, 'আমি জানি, এই কান্না আসল না।' রুপালী বললো, 'দেখেছ, মা, সোনালী আমাকে একদম ভালোবাসে না।' জবা বললো,

'সোনালী, তাহলে তোমার বোনের চোখ থেকে কেন পানি বের হচ্ছে?' তখন সোনালী এপাশ ফিরে বললো, 'তাহলে আমার বোনটা সত্যিই কাঁদছে।'

তখন জবা বললো, 'তোমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাও।' সোনালী বললো, 'বোন, এপাশ ফিরে ঘুমাও।' রুপালী বললো, 'আমি কখনোই এমনটা করবো না।' জবা বললো, 'রুপালী, কাল তো সোনালী চলে যাবে। তাই আজ তুমি তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাও।' রুপালী বললো, 'না, মা। সে আবার আমাকে দূরে ঠেলে দেবে।' সোনালী বললো, 'আপু, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?' রুপালী বললো, 'না।'

তখন জবা বললো, 'তবে কি তুমি সোনালীর ওপর অভিমান করেছ?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।' সোনালী বললো, 'আমার বোনটা আমার ওপর অভিমান করেছে।' জবা রুপালীকে বললো, 'মনে আছে, তুমি যখন আমার ওপর অভিমান করেছিলে তখন আমি কী বলেছিলাম?' সোনালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তখন তুমি কী বলেছিলে, মা?' রুপালী বললো, 'আমি ততদিন একজনের ওপর অভিমান করতে পারবো, যতদিন সে বেঁচে থাকবে।'

তখন সোনালী বললো, 'আপু, তুমি যে আমার ওপর অভিমান করে আছো, আমি মরে গেলে সেটা কিভাবে করবে?' রুপালী বললো, 'এমনটা কখনোই হবে না। তুমি এত তাড়াতাড়ি মরবে না, আর আমিও তোমার ওপর অভিমান করেই যাবো।' তখন সোনালী বললো, 'তুমি আমার ওপর অভিমান করবে তো? বেশ। তাহলে কাল আমি ফিরে গিয়ে বলে দেব যে আমি খুব তাড়াতাড়ি মরতে চাই। তারপর

তোমরাও খুব তাড়াতাড়ি জানবে যে আমি মরে গেছি। তখন আমাকে দেখে কষ্ট পাবে না, কেমন?'

এ কথা শুনে রুপালী ভীষণ কষ্ট পেল। সে এপাশ ফিরে সোনালীকে বুকে নিয়ে বললো, 'চুপ!' তারপর রুপালী সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি মরে গেলে আমি কী নিয়ে বাঁচবো?' সোনালী বললো, 'তাহলে কথা দাও, আর কখনো এমনটা করবে না।' রুপালী বললো, 'কথা দিলাম, আর কখনো এমনটা করবো না।' তারপর সে আরো বেশি করে কাঁদতে লাগলো। জবা বললো, 'রুপালী যখন মরতে বসেছিলো, তখন আমি তার মাথায় হাত রেখে কথা দিয়েছিলাম যে আমি তার সব কথা শুনে চলবো।'

এ কথা শুনে সোনালী বললো, 'তারপর সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে, তাই তো?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, মা।' রুপালী বললো, 'আপু, আমি কি তোমার মাথায় হাত রেখে কথা দেব যে আমি আর কখনো তোমার ওপর অভিমান করবো না?' সোনালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই, আপু। তুমি যে আমাকে তোমার নরম, তুলতুলে বুকে টেনে নিয়েছ, তাতেই আমি খুশি।' জবা বললো, 'বাহ্। খুব ভালো।'

রুপালী বললো, 'আমার বুকে মাথা রেখে কী মনে হচ্ছে?' সোনালী বললো, 'মনে হচ্ছে যেন আমি সাদা মেঘের তৈরি বিছানায় শুয়ে আছি।' রুপালী সোনালীকে চুমু দিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। কমল বললো, 'এবার তোমরা ঘুমাও।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, বাবা।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে রুপালী দেখল, গাঢ় নীল জামা পরা মেয়েটি মন খারাপ করে বসে আছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি বললো, 'মা আমাকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে কোলে নিয়েছিলো।' তখন রুপালী মেয়েটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, মা-মণি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।' সোনালী বললো, 'তোমার মা-মণি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো, আর তখন তুমি সেখানে ছিলে না। তাই এমনটা হয়েছে।'

তখন মেয়েটি রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'মা, তোমার কী হয়েছিলো?' রুপালী বললো, 'আমি জীবনে এত দামী আংটি দেখিনি। তাই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।' মেয়েটি রুপালীর হাতের আংটি দেখে বললো, 'সত্যিই এটা খুব দামী।' সোনালী বললো, 'এবার বুঝেছ তাহলে।' মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। সে বললো, 'আপু, তুমি ওপাশ ফিরে ঘুমাও।' সোনালী বললো, 'হঠাৎ এ কথা বলছো কেন?' রুপালী বললো, 'আমি চাঁদনীকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো। সে খুব কষ্ট পেয়েছে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর দুজনই ওপাশ ফিরে নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা করে নিলো। তারপর সোনালী বললো, 'এবার আমাকে যেতে হবে। তোমরা ভালো থেকো, কেমন?' তখন রুপালীর মন খারাপ হয়ে গেল। সে বললো, 'আরেকটা দিন থেকে যাও, আপু।' সোনালী বললো, 'না, বোন। এমনটা করলে সোহানের মা রাগ করবে।' রুপালী বললো, 'একটা দিনের ব্যাপার তো। থেকে যাও।' সোনালী বললো, 'আমি তোমার বিয়ের আগের দিন

আসবো এবং তোমার বিয়ের পর তোমাকে সাথে নিয়ে ওই বাড়িতে যাবো। তাই বলছি, আজ ছেড়ে দাও।'

তখন রুপালীর চোখ ছলছল করতে লাগলো। জবা বললো, 'ছেড়ে দাও, মা। সোনালীকে যেতে দাও। কিছুদিন পর সে আবার ফিরে আসবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' সোনালী বললো, 'একদম মন খারাপ করবে না।' তারপর সোনালী তৈরি হতে গেল। তখন হঠাৎ করেই সোহান-রুম্মানের মা সোনালীকে ফোন করলো। সোনালী বললো, 'মা, আমি এখনই আসছি।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'একদম না। তোমাকে কম করে হলেও তিন দিন সেখানে থাকতে হবে।' সোনালী বললো, 'এখানে সব ঠিক আছে।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমি জানি, এখনো সব ঠিক হয়নি।' সোনালী বললো, 'কিন্তু...' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমি কিছু শুনতে চাই না। তুমি আজ আসবে না।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা। আজ আমি এখানেই থেকে যাচ্ছি। তবে কাল আমাকে ফিরে যেতেই হবে। তখন দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে, বৌমা। তবে সব ঠিক হলে তবেই আসবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোনালী জবার কাছে ফিরে এলো। রুপালী বললো, 'আপু, তুমি কি ফিরে যাবে না?' সোনালী দুষ্টুমির ছলে বললো, 'ওই বাড়ি থেকে ফোন করে আমাকে যেতে বলা হয়েছিলো। কিন্তু আমি বলেছি যে আমার ছোট্ট বোনটার মন খারাপ, তাই আমি যেতে চাইছি না।'

তখন জবা বললো, 'আর তাতে তারা রাজি হয়ে গেল, তাই তো?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' জবা বললো, 'এরপর যদি সোনালীর কিছু হয়, তবে সেটার জন্য রুপালী দায়ী থাকবে।' রুপালী বললো, 'না, মা। আমি কিছুই করিনি।' জবা বললো, 'তোমার কারণেই সোনালী থেকে যাচ্ছে। তারপর যদি তাকে কোনো কথা শুনতে হয়?' সোনালী হেসে বললো, 'না, মা। কিছুই হবে না।'

তখন জবা বললো, 'কেন হবে না?' সোনালী বললো, 'আসলে, আমিই সেখানে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে এখানে থাকতে বলা হয়েছে।' এ কথা শুনে রুপালী এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তখন সোনালী বললো, 'একদম কাঁদবে না, বোন।' জবা বললো, 'সেটাই। এখন তো সোনালী থেকেই যাচ্ছে। তাহলে কান্না কিসের?' রুপালী সোনালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'লক্ষ্মী বোন আমার।' তারপর রুপালী সোনালীকে চুমু দিলো।

তখন কমল বললো, 'তোমরা একে অপরকে যেভাবে আদর করছো, তাতে মনে হয় একজনকে ছাড়া আরেকজন থাকতে পারবে না।' রুপালী বললো, 'তবে কি আপু আমার বিয়ের আগ পর্যন্ত এখানেই থাকবে?' সোনালী হেসে বললো, 'না, আপু। আমরা তো আর আলাদা বাড়ির বউ হচ্ছি না। তাহলে এত চিন্তা কিসের?' জবা বললো, 'সেটাই।' রুপালী বললো, 'বেশ।'

তারপর কমল বললো, 'এবার আমরা গল্প করি, কেমন?' জবা বললো, 'এতে আমার মেয়েদের মন ভালো থাকবে।' সোনালী বললো, 'কোলবালিশগুলো আমাদের সঙ্গী হলে খুব ভালো হয়।' জবা বললো, 'বেশ। তাহলে কোলবালিশগুলো নিয়ে আসি।' তারপর বেডরুম থেকে সবাই নিজ নিজ

কোলবালিশ নিয়ে এসে সেগুলোকে কোলে নিয়ে গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল, আর সবার মন ভালো হয়ে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার একটু ঘুমিয়ে নিই।' সোনালী বললো, 'আজ আমি আমার বোনকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো।' রুপালী বললো, 'বেশ।'

তারপর সবাই জবা ও কমলের বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সঙ্গে নিজ নিজ কোলবালিশ নিতেও ভুল করলো না তারা। তারপর রুপালী সোনালীর বুকে মাথা রাখতেই সোনালী রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর সোনালী বললো, 'ঘুমাও, বোন। আমার বুকের নরম, তুলতুলে বিছানায় মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে পড়লো। তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আরেকটু গল্প করে নিই। তাহলে সবার মন ভালো থাকবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল, আর সবার মন ভালো হয়ে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও

রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আজ কি সোনালী ও রুপালী আলাদা থাকবে, না সবাই একসাথে থাকবে?' সোনালী বললো, 'কাল তো আমি চলেই যাবো। তখন যদি আমার বোনটার মন খারাপ হয়ে যায় তখন সে তোমাদের কাছেই থাকবে। তাই আজ-ও সবাই একসাথেই থাকবো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সবাই জবা ও কমলের বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর সোনালী রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর সোনালী বললো, 'আমি কাল ওই বাড়িতে ফিরে যাবো। তুমি একদম মন খারাপ করবে না, কেমন?' রুপালী বললো, 'আমি তোমাকে খুব মিস করবো।' সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।'

জবা বললো, 'রুপালী, মন খারাপ করবে না। আর কিছুদিন পর তুমিও ওই বাড়ির বউ হবে। তারপর তোমরা দুই বোন একসাথে থাকবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক তাই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। আমি কিছুদিন নিজেকে মানিয়ে নেব।' সোনালী বললো, 'এই না হলে আমার বোন!' কমল বললো, 'এবার তোমরা ঘুমাও।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন ভোরে রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। সোনালী চলে যাবে, এটা ভেবে রুপালী কষ্ট পাচ্ছিলো। সে কাঁদছিলো, কিন্তু অন্যরা ঘুমিয়ে ছিলো বলে তারা কিছুই দেখেনি। এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সবাই উঠে পড়লো। তখন সোনালী খেয়াল করলো, রুপালীর চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে গেছে। সে বললো, 'কী

হয়েছে, আপু? মন খারাপ?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, আপু। তুমি চলে যাবে ভেবেই আমার কষ্ট হচ্ছে।'

তখন জবা বললো, 'আর অল্প কিছুদিন পর তোমরা আবার এক হবে।' সোনালী বললো, 'আপু, তুমি বললে আজ থেকে যেতে পারি, কিন্তু কাল আমাকে যেতেই হবে।' রুপালী বললো, 'আজ হোক বা কাল, তোমাকে যেতেই হবে।' জবা বললো, 'তাহলে আজ সোনালীকে যেতে দাও।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' কমল বললো, 'মন খারাপ করার মতো কিছু হয়নি।'

তখন জবা বললো, 'এবার আমরা হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর সোনালী বললো, 'এবার আমি তৈরি হয়ে নিই।' ঠিক তখনই সোহান-রুম্মানের মা সোনালীকে ফোন করলো। সোনালী বললো, 'মা, আমি এখনই আসছি।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'না, বৌমা। আজ নয়, তুমি কাল আসবে।' সোনালী বললো, 'কিন্তু...'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমি বলেছিলাম তিন দিন পর ফিরে আসতে। এখনো এক দিন বাকি আছে।' সোনালী বললো, 'মা, গতকাল আমি বলেছিলাম যে আমি আজ আসবো। দয়া করে না করবেন না।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তুমি কাল ফিরে এলে কি তোমার বোন আরো বেশি কষ্ট পাবে?' সোনালী বললো, 'সেটা না, কিন্তু...' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমি কিছুই শুনতে চাই না। তুমি কাল আসবে।'

তখন সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সে রুপালীকে বললো, 'আমি আজও তোমাদের সাথে থেকে যাচ্ছি। এবার খুশি তো?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, আপু।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। এসো, গল্প করি।' রুপালী বললো, 'আজ আপু আমার কাঁধে মাথা রেখে গল্প করবে।' সোনালী বললো, 'আপু, মাঝে মাঝে তোমার কী হয় যে তুমি এমনটা করো?' রুপালী বললো, 'তুমি আমার খুব আপন। তাই এমনটা করছি।' তারপর সোনালী রুপালীর কাঁধে মাথা রাখতেই রুপালী সোনালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তখন জবা বললো, 'তোমরা সারা জীবন একসাথে থেকো। পৃথিবীর কোনো শক্তি তোমাদের আলাদা করতে পারবে না।' তখন রুপালী সোনালীকে চুমু দিলো। তারপর রুপালী বললো, 'সেটাই যেন হয়।' সোনালী বললো, 'আমিও সেটাই চাই।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। গল্পের এক পর্যায়ে জবা বললো, 'আমি যখন সোনালীর বিয়ে ঠিক করলাম, তখন থেকেই রুপালী সবার ওপর অভিমান করেছিলো।' রুপালী বললো, 'তখন মনে হয়েছিলো, পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কিছুই নেই, এমনকি আমার কোলবালিশটাও না।'

তখন সোনালী বললো, 'আমার অভিমানী বোনটা।' তারপর সোনালী রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। জবা বললো, 'আমার মেয়েটা তো মরেই যাচ্ছিলো।' রুপালী বললো, 'পরে আমাকে অনেক বুঝিয়ে সব স্বাভাবিক করা হয়।' সোনালী বললো, 'এখন যদি তোমাকে আবার বলা হয় যে রুন্মানের সাথে তোমার বিয়ে দেয়া হবে না, তবে কি তুমি খুব কষ্ট পাবে?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন জবা বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। তোমার বিয়ে তোমার মনের মানুষের সাথেই হবে।' সোনালী বললো, 'তাহলে তুমি আর মন খারাপ করে থেকো না, আপু।' রুপালী বললো, 'এখন আমার মন ভালো হয়েছে।' জবা বললো, 'খুব ভালো।' তারপর তারা আবার গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল, আর সবার মন ভালো হয়ে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এসো, আমরা আবার গল্প করি।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সবাই আবার গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আজও সবাই একসাথেই থাকবে, তাই না?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ।' তারপর সবাই জবা ও কমলের বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

তারপর সোনালী বললো, 'আমার বুকে এসো, বোন। আজ তুমি আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, বোন।' তারপর রুপালী সোনালীর

বুকে মাথা রাখতেই সোনালী রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'ঘুমাও, সোনা।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা করে নিলো। তারপর সোনালী বললো, 'এবার আমি তৈরি হয়ে নিই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, বোন।' তারপর সোনালী তৈরি হয়ে নিলো। তখন সোহান-রুস্মানের মা সোনালীকে ফোন করতেই সোনালী বললো, 'আমি এখনই আসছি, মা।' সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'তোমার মাকে দাও।' সোনালী বললো, 'দিচ্ছি, মা।'

তখন জবা বললো, 'আপু আমার সাথে কথা বলতে চায়, তাই তো?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ।' তারপর জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তখন সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'তাহলে কবে আপনার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন?' জবা বললো, 'দুই সপ্তাহের মধ্যে।' সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'বেশ।' জবা বললো, 'তাহলে সোনালীকে আপনাদের ঘরে পাঠিয়ে দিই, কেমন?' সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'যদি আপনাদের সমস্যা না থাকে তবেই পাঠাবেন।'

তখন জবা বললো, 'এদিকে সব ঠিক আছে। রুপালীর মনটাও ভালো আছে।' সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে বৌমাকে পাঠিয়ে দিন।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তখন সোনালী বললো, 'তাহলে আমি যাই, বোন। তুমি একদম মন খারাপ করবে না।' রুপালী বললো, 'ঠিক বলেছ।' তারপর সোনালী সোহানদের ঘরের উদ্দেশ্যে জবা ও কমলের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

প্রায় এক ঘণ্টা পর সোনালী সোহানদের ঘরে প্রবেশ করলো। তখন সোহান-রুম্মানের মা জিজ্ঞেস করলো, 'সব ঠিক আছে তো?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা। সব ঠিক আছে।' রুম্মান বললো, 'আমার আর তর সইছে না। কবে যে প্রিয়ার মুখ দেখতে পারবো!' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবে।' তারপর থেকেই রুম্মান নিজের বিয়ের প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

(অবশেষে রুম্মানের সঙ্গে রুপালীর বিয়ে ঠিক হলো। এরপর দেখবেন রুম্মান ও রুপালীর বিয়েতে কী হয়।)

অধ্যায় সাত

রুপালীর বিয়ে

(সোনালীর পর জবার ছোট মেয়ে হিসেবে এবার রুপালীর বিয়ের পালা। এবার দেখবেন, রুপালীর বিয়েতে ঠিক কী হয়।)

সোনালীর বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকেই রুপালীর মন খারাপ ছিলো। সে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতো না, এমনকি ঠিকমতো ঘুমাতো না সে। তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিলো। তবে এক পর্যায়ে সে মরতে বসলে জবা ঠিক করলো, রুম্মানের সঙ্গেই রুপালীর বিয়ে দেয়া হবে।

সেদিন রুপালীর অবস্থা এতটাই খারাপ ছিলো যে জবা রুপালীর দিকে তাকাতে পারছিলো না। তখন জবা বললো, 'একবার খেয়ে নাও। তুমি যা বলবে সেটাই করবো।' রুপালী বললো, 'মা, তুমি তো বরাবরই আমাকে নিজের নকল মেয়ে ভেবে এসেছ। তাই তুমি আমাকে আমার মনের মানুষের সাথে বিয়ে দেবে না বলে ঠিক করেছ। তাই আমিও ঠিক করেছি, আমি যখন আমার মনের মানুষকে বিয়ে করতে পারবো না তখন আমি মরেই যাবো।'

এ কথা শুনে জবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে বললো, 'মা, তুমি খেয়ে নাও। আমি এখনই রুম্মানকে ফোন করছি।' তারপর জবা রুম্মানকে বেশ কয়েকবার ফোন করলেও রুম্মান ফোন ধরেনি। তখন রুপালী বললো, 'আমি জানি, রুম্মান ফোন ধরবে না। সে আমাকে বিয়ে করবে না বলে ঠিক করেছে।'

তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি সোনালীর সাথে কথা বলবো।' তারপর জবা সোনালীকে ফোন করতেই সোনালী বললো যে রুম্মান না খেয়ে মরে যেতে বসেছে। তখন জবা বললো, 'আমার রুপালীটারও একই অবস্থা। সে বলছে যে সে যখন রুম্মানকে বিয়ে করতে পারবে না তখন সে মরে গেলেই ভালো হয়। সে মরে গেলে আমি নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারবো না।' তখন সোনালী বললো, 'আমি আমার বোনকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।'

তখন সোহান সোনালীকে বললো, 'তোমার বোনের কিছুই হবে না।' তারপর সোহান গিয়ে রুম্মানকে বলে দিলো যে রুপালী রুম্মানকেই বিয়ে করতে চায়। কিন্তু রুম্মান সেটা বিশ্বাস করলো না। সে বললো, 'আমি জানি, এমনটা কখনোই হবে না। তোমরা এমনটা করছো যেন আমি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করি, তাই তো?' তখন সোনালী বললো, 'একদম না।'

তখন রুম্মান বললো, 'আমি জানি, তোমরা সত্যি কথা বলছো না।' সোনালী বললো, 'মা নিজে আমাকে এ কথা বলেছে।' তখন রুম্মান বললো, 'তাহলে আমিও তার সাথে কথা বলবো।' সোনালী বললো, 'সে তো তোমার সাথে কথা বলার অনেক চেষ্টা করেছে।' রুম্মান বললো, 'আমি জানি, কিন্তু আমি কথা বলতে চাইনি।' সোনালী বললো, 'তাহলে এবার কথা বলে নাও।' তবে ততক্ষণে রুপালী ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারপর রুস্মান জবাকে ফোন করতেই জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কী হয়েছিলো যে তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাইছিলে না?' রুস্মান বললো, 'আমি মনে করেছিলাম আমার সাথে রুপালীর বিয়ে হবে না, তাই আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাইনি।' তখন জবা বললো, 'এদিকে আমার মেয়েটা তো না খেয়ে মরে যাচ্ছে। সে বলছে সে তোমাকে ছাড়া বাঁচবে না। তাই আমি ঠিক করেছি, আমি তোমার সাথেই রুপালীর বিয়ে দেব।'

এ কথা শুনে রুস্মান অবাক হয়ে গেল। সে বললো, 'আপনি কি মন থেকে চাইছেন যে আমার সঙ্গে রুপালীর বিয়ে হোক?' জবা বললো, 'আমার মেয়ে আমার জীবনের চেয়েও দামী। আমি তাকে হারাতে চাই না। আমি তার সব ইচ্ছে পূরণ করবো।' রুস্মান বললো, 'ঠিক আছে। আমি আপনার মেয়েকেই বিয়ে করবো। তবে তার আগে আমি কি একবার তার সাথে কথা বলতে পারি?'

তখন জবা রুপালীকে এক নজর দেখে বললো, 'রুপালী এখন ঘুমাচ্ছে। সে ঘুম থেকে উঠলে বলে দেব।' রুস্মান বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা রুস্মানের সাথে কথা শেষ করে ঘুমন্ত রুপালীকে চুমু দিলো। ওদিকে সোনালী নিজ হাতে রুস্মানকে খাওয়ালো। যখন রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল তখন রুস্মানের খাওয়া শেষ।

তখন জবা বললো, 'এবার হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।' রুপালী বললো, 'না, মা।' জবা বললো, 'এমন করতে নেই, মা।' রুপালী বললো, 'আমি তো রুস্মানকে আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে পাবো না। তাহলে আমার বেঁচে থেকে কী লাভ?' তখন জবা বললো, 'আমি রুস্মানের সাথে কথা বলেছি। সে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি

হয়েছে।' রুপালী বললো, 'তুমি এমনটা বলছো যেন আমি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করি। তারপর আমি ঠিক হয়ে গেলে তুমি সব ভুলে যাবে। তখন তুমি রুম্মানের সাথে আমার বিয়ে দেবে না।'

তখন জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর জবা রুপালীর মাথায় হাত রেখে বললো, 'আমি তোমার মাথায় হাত রেখে কথা দিলাম, আমি রুম্মানের সাথেই তোমার বিয়ে দেব।' তখন রুপালী ভাবলো, সে যখন তার মাথায় মায়ের হাতের ছোঁয়া পেয়েছে তখন সে ঠিক শুনেছে। তখন রুপালী বললো, 'তুমি কি সত্যিই রুম্মানের সাথে কথা বলেছ?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, মা-মণি।' রুপালী বললো, 'তাহলে আমিও একবার তার সাথে কথা বলবো।' জবা বললো, 'এই নাও।'

তারপর জবা রুম্মানকে ফোন করে বললো, 'রুপালী জেগে উঠেছে। তার সাথে কথা বলে নাও।' রুম্মান রুপালীকে বললো, 'আমি তোমাকেই বিয়ে করতে চাই। তুমি রাজি তো?' রুপালী বললো, 'তোমাদের পরিবার রাজি থাকলে আমিও রাজি।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে এবার খেয়ে নাও।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি খেয়েছ?' রুম্মান বললো, 'হ্যাঁ, খেয়েছি। তা-ও বিশেষ একজনের হাতে।'

তখন রুপালী বললো, 'তোমার মা তোমাকে খাইয়ে দিয়েছে, তাই তো?' রুম্মান হেসে বললো, 'না।' তখন রুপালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে সে কে?' রুম্মান বললো, 'বললাম তো, সে বিশেষ একজন।' তখন রুপালী বললো, 'বুঝেছি। সে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো, কিন্তু তুমি তাকে বলেছ যে তুমি

আমাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে না, তাই তো?' রুম্মান বললো, 'তা হবে কেন?'

তখন রুপালী কিছুটা রেগে গেল। সে ভাবলো, যদি কোনো মেয়ের সাথে রুম্মানের বিয়ে ঠিক না হয়, তবে কে রুম্মানের সেই 'বিশেষ একজন'? তখন সে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে কে ছিলো সে?' রুম্মান বললো, 'বললাম তো, বিশেষ একজন।' এই 'বিশেষ একজন' কে বুঝতে না পেরে রুপালী আরো রেগে গেল। তখন সে বললো, 'তাহলে তুমি বলেবে না, তাই তো? ঠিক আছে। তাহলে আমিও খাবো না।'

তখন রুম্মান বুঝলো, এবার রুপালীকে সবটা বলে দেয়া উচিত। তখন সে বললো, 'রাগ করে না, লক্ষ্মীসোনা।' তখন রুপালী বললো, 'তাহলে বলে দাও, কে তোমাকে খাইয়ে দিয়েছে।' রুম্মান বললো, 'তোমার বোন।' এ কথা শুনে রুপালী এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, 'আপু কবে এতটা লক্ষ্মী হয়ে গেল?' রুম্মান বললো, 'তুমি এখানে থাকলে সব বুঝতে পারতে।'

তখন রুপালী বললো, 'আমার আর তর সইছে না। কবে যে তোমাদের বাড়ি যেতে পারবো!' রুম্মান বললো, 'আগে খেয়ে নাও। না হলে সুস্থ হবে কিভাবে?' রুপালী বললো, 'বেশ। খেয়ে নিচ্ছি।' তারপর রুপালী রুম্মানের সাথে কথা শেষ করতেই জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?' রুপালী বললো, 'আমার বোন যে নিজ হাতে অন্যদের খাওয়াবে, এটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।' জবা বললো, 'তাহলে

তুমিও এবার খেয়ে নাও। না হলে ভবিষ্যতে তুমি সেই ঘটনার সাক্ষী হবে কিভাবে?' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, মা।'

তখন জবা বললো, 'বেশ। তাহলে এবার হাঁ করো।' রুপালী মুখ খুলতেই জবা রুপালীকে খাওয়ানো শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর জবা রুপালীকে খাওয়ানো শেষ করে বললো, 'সোনালী যেভাবে রুম্মানকে খাইয়ে দিয়েছে, তুমিও তেমনটাই করবে, কেমন?' রুপালী বললো, 'অবশ্যই করবো, মা।' তখন রুপালীর মধ্যে এক অসম্ভব ভালো লাগা কাজ করছিলো। সে এতটাই খুশি হয়েছিলো যে বলে বোঝানো সম্ভব না।

তারপর জবা বললো, 'তুমি কি এতদিন আমার ওপর রাগ করেছিলে?' রুপালী বললো, 'না, মা।' কমল বললো, 'তবে তুমি ঠিকমতো খাচ্ছিলে না কেন?' রুপালী বললো, 'আমি তোমাদের ওপর অভিমান করেছিলাম।' তখন জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার অভিমানী মেয়ে।' রুপালী বললো, 'আমি অভিমানী ছিলাম, কিন্তু এখন আর নেই।' জবা বললো, 'নিশ্চয়ই রুম্মানের জন্য মন আনচান করছে, তাই না?'

রুপালী বললো, 'তা ছাড়াও আরেকজন আছে, যার জন্য মন আনচান করছে।' কমল বললো, 'সোনালীর জন্য, তাই না?' রুপালী হেসে বললো, 'হ্যাঁ।' জবা বললো, 'আমি তো ভেবেছিলাম আমার মেয়েটা হাসতে ভুলেই গেছে। কিন্তু এখন দেখছি আমার মেয়েটার মুখে নতুন করে হাসি ফুটে উঠেছে।' রুপালী জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি আমার অনেক বড় উপকার করেছ। তারপর কি আর মন খারাপ করে থাকতে পারি?'

তখন জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'এখন থেকে সব সময় হাসিখুশি থাকবে, কেমন?' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, মা।' তারপর সে এক হাত দিয়ে জবাকে এবং অপর হাত দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তোমরাই আমার সবকিছু।' তখন জবা রুপালীর এক গালে এবং কমল রুপালীর অপর গালে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমিই আমাদের সবকিছু।'

তারপর থেকে আস্তে আস্তে সব স্বাভাবিক হতে লাগলো। প্রায় দুই মাস পর রুপালী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল। তারপর একদিন জবা বললো, 'চলো, তোমাকে নতুন উপহার কিনে দিই।' রুপালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী সেই উপহার?' জবা বললো, 'নতুন শাড়ি।' রুপালী বললো, 'বেশ।' তারপর জবা ও কমল রুপালীকে একটি লালচে গোলাপি শাড়ি কিনে দিয়ে বললো, 'তুমি এটা পরেই রুম্মানের সাথে দেখা করবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

কিছুদিন পর জবা সোহান-রুম্মানের মাকে জানিয়ে দিলো যে তারা রুম্মানের সাথে রুপালীর বিয়ে ঠিক করতে যাচ্ছে। তখন সোহান-রুম্মানের মা রুম্মানকে নিয়ে রুপালীর জন্য একটি সুন্দর আংটি কিনে নিলো। তবে সেই আংটি ছিলো সেই পরিবারের সবচেয়ে দামী আংটি, কারণ সেটি প্লাটিনামের আংটি ছিলো। রুম্মান বললো, 'আমি আমার প্রিয়তমাকে সেরা আংটি উপহার দেব।'

তার কিছুদিন পর জবা রুপালীকে বললো, 'মা, আজ আমরা তোমাকে নিয়ে তোমার মনের মানুষের ঘরে যাবো। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।' রুপালী জামা পাল্টে শাড়িটা পরে নিতেই জবা বললো, 'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। তোমাকে

দেখার পর রুস্মান তোমাকে ছাড়তেই চাইবে না।' রুপালী লজ্জায় হেসে বললো, 'না, মা। এমনটা হবে না।' তখন জবা বললো, 'মা-মণি, তুমি তো লজ্জায় লাল হয়ে গেছ।'

কমল বললো, 'এখন আমরা চলি।' জবা বললো, 'চলো।' তারপর জবা ও কমল রুপালীকে নিয়ে সোহানদের ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা সোহানদের ঘরে প্রবেশ করলো। তখন সোনালী রুপালীকে দেখে বললো, 'এ আমি কাকে দেখছি!' সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'কী হয়েছে?' সোনালী বললো, 'মা, দেখে যান। ঘরে এক পরী এসেছে।'

তখন সোহান-রুস্মানের মা রুপালীকে দেখে বললো, 'ভেতরে এসো, মা।' তারপর সে জবাকে বললো, 'আপনারাও ভেতরে আসুন।' তারপর সবাইকে নির্ধারিত জায়গায় বসতে বলা হলো। রুপালীকে রুস্মানের পাশে বসতে বলা হলো। কিন্তু রুপালী সেখানে বসতে রাজি হলো না। সে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিলো। তখন জবা বললো, 'মা, তুমি তোমার প্রিয় মানুষটার পাশে গিয়ে বসো।' রুপালী বললো, 'আমার ভীষণ লজ্জা করছে।'

তখন জবা বললো, 'এখন লজ্জা পেলে কি চলবে? তোমার মনের মানুষ বলে কথা।' সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'আমার ছেলেটা তো সব সময় তোমার কথাই ভেবে যায়।' জবা বললো, 'আমার মেয়েটাও আপনার ছেলের কথা ভেবে সময় কাটিয়ে দেয়।' তখন সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'তাহলে একসাথে বসতে সমস্যা কোথায়?' রুপালী বললো, 'আমি রুস্মানের পাশে বসতে পারবো না।'

তখন সোনালী বললো, 'আমার বোনটা কবে এত লাজুক হলো?' রুপালী বললো, 'জানি না।' তারপর সোনালী বললো, 'আমার সাথে এসো।' তারপর সোনালী রুপালীকে রুম্মানের পাশে বসিয়ে দিলো। রুপালী বললো, 'আমি এখানে বসতে পারবো না।' সোনালী বললো, 'তাহলে তুমি আমার কথা শুনবে না, তাই তো?' রুপালী বললো, 'সেটা না, কিন্তু...' সোনালী বললো, 'চুপচাপ এখানে বসে থাকবে, না হলে আমি খুব কান্নাকাটি করবো।'

তখন রুপালী বললো, 'লক্ষ্মী বোন আমার। এমনটা করতে নেই।' জবা বললো, 'তাহলে তুমি ওখানেই বসে থাকবে, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তখন রুম্মান রুপালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'প্রিয়াকে খুব সুন্দর লাগছে।' রুপালী লজ্জায় হেসে বললো, 'মোটেও না।' সোহান-রুম্মানের মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তা বললে কি আর চলে?' সোহান বললো, 'ঠিক তাই।'

তারপর সোনালী রুম্মানকে বললো, 'এবার তোমার প্রিয়াকে আংটি পরিয়ে দাও।' জবা বললো, 'হ্যা, বাবা। এবার আমার মেয়েটাকে আংটি পরিয়ে দাও।' তখন রুম্মান রুপালীকে আংটি পরিয়ে দিয়ে বললো, 'খুব তাড়াতাড়ি তুমি আমার হবে।' রুপালী রুম্মানকে বললো, 'আমি যেন সারা জীবন তোমার সাথে কাটাতে পারি।' জবা বললো, 'অবশ্যই, মা।'

তারপর রুপালী এক নজর নিজের হাতের আংটিটা দেখল। সে ভাবলো, হয়তো এটা রুপার আংটি। তারপর সে ভাবলো, রুম্মান এমনটা করতে পারে না। তবে এটা প্লাটিনামের আংটি নয় তো! এটা ভেবেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। তারপর

সবাই রুপালীকে তুলে রুম্মানের বেডরুমে নিয়ে গেল। তারপর রুপালীকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। সবাই সেখানেই ছিলো।

তখন জবা রুম্মানকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ছিলো ঐ আংটিতে যে আমার মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেল?' রুম্মান বললো, 'আমি রুপালীকে প্লাটিনামের আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম। হয়তো সে কারণেই সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।' এ কথা শুনে সোনালী খুব খুশি হলো। সে রুম্মানকে বললো, 'তুমি আমার বোনকে এতটা ভালোবাসো!'

তখন রুম্মান বললো, 'রুপালী আমার কলিজা। সে-ই আমার সবকিছু।' এ কথা শুনে জবা নিজের ভুল বুঝতে পারলো। সে বললো, 'সবাই বলেছিলো তোমার সাথে রুপালীর বিয়ে দিতে, কিন্তু আমি দিতে চাইনি। আমি আমার মেয়েটাকে কত কষ্ট দিয়েছি!' কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই জবা সব খুলে বললো। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

তখন সোনালী বুঝতে পারলো, সে জন্যই রুপালী খাওয়া, ঘুম সব বন্ধ করে দিয়েছিলো। সে রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আহা রে। সোনাটা ভীষণ কষ্ট পেয়েছে।' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার মেয়েটা তো প্রায় মরেই গিয়েছিলো।' রুম্মান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তাকে ঠিক করলেন কিভাবে?'

তখন জবা বললো, 'আমার মেয়ে আমার কলিজা। আমি তো তাকে মরতে দিতে পারি না।' কমল বললো, 'তারপর থেকে আমরা দুজনই রুপালীকে সঙ্গ দিয়েছি।' জবা বললো, 'আমি প্রতি রাতে রুপালীকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছি।' তখন রুম্মান

বুঝলো, রুপালী মরতে বসলেও বাবা-মায়ের আদর-ভালোবাসা রুপালীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

তখন রুম্মান বললো, 'তাহলে এই ব্যাপার।' জবা বললো, 'হ্যাঁ। আর সে জন্যই আমরা বারবার তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমি ভেবেছিলাম আমার ছেলের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে হবে না।' রুম্মান বললো, 'তাই আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করিনি।' সোহান বললো, 'তাহলে খাওয়া বন্ধ করেছিলে কেন?' রুম্মান বললো, 'আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছিলো যে আমি রুপালীকে বিয়ে করতে পারবো না।' জবা বললো, 'এখন সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে, তাই না?' রুম্মান বললো, 'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ পর রুপালী উঠে পড়লো। জবা বললো, 'হাত-মুখ ধুয়ে নাও, মা।' রুপালী হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। জবা বললো, 'এবার পানি খেয়ে নাও।' রুপালী পানি খেয়ে নিলো। তারপর জবা রুপালীকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কী এমন হয়েছিলো যে তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে?' রুপালী সব খুলে বললো। সেই সঙ্গে ক্ষমাও চেয়ে নিলো সে। তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তার কোনো দরকার নেই। আমরা সব বুঝতে পেরেছি।'

তখন রুম্মান বললো, 'বিয়ের আগ পর্যন্ত নিজের খেয়াল রেখো, প্রিয়তমা।' রুপালী বুঝলো, বিয়ের পর রুম্মান তার সব দায়িত্ব নেবে। তবুও সে দুষ্টুমির ছলে জিজ্ঞেস করলো, 'আর বিয়ের পর?' রুম্মান বললো, 'বিয়ের পর তার সব দায়িত্ব আমার।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। এবার আমরা যাই, কেমন?' সোনালী বললো,

'ঠিক আছে, মা।' কিন্তু রুপালী সোনালীকে ছাড়া ঘরে ফিরবে না। তাই বাধ্য হয়েই সোনালীকে রুপালীর সাথে যেতে হলো।

সোনালী রুপালীর সাথে দুই দিন থেকে সোহানদের ঘরে ফিরে গেল। তারপর থেকেই রুম্মানের বিয়ের কেনাকাটা শুরু হলো। তবে রুপালীর বিয়ের কেনাকাটা-ই বা কেন বাদ থাকবে? তাই রুপালীর বিয়ের কেনাকাটা-ও শুরু করা হলো। কিছুদিনের মধ্যেই রুপালী ও রুম্মানের বিয়ের কেনাকাটা সম্পন্ন হলো। রুপালী বললো, 'আমার আর তর সইছে না। কবে যে আমি রুম্মানের সাথে থাকতে পারবো!' জবা বললো, 'খুব তাড়াতাড়ি পারবে।'

এভাবেই কিছুদিন যাওয়ার পর সোনালী জবা ও কমলের ঘরে ফিরে এলো। রুপালী সোনালীকে দেখে ভীষণ খুশি হলো। সে বললো, 'তুমি ফিরে এসেছ দেখে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।' সোনালী বললো, 'আমি তোমার বিয়ে না দিয়ে এখান থেকে যাচ্ছি না।' রুপালী বললো, 'বেশ।' তখন জবা সেখানে এসে বললো, 'মা, তুমি এসেছ!' সোনালী বললো, 'আমার বোনের বিয়ে, আর আমি আসবো না?'

জবা বললো, 'বেশ।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো।

তারপর রুপালী বললো, 'আপু, আমি তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে চাই।' জবা বললো, 'বিয়ের পর-ও কি তুমি এমনটাই করবে?' রুপালী বললো, 'বিয়ের পর পারবো না বলেই তো এখন বলছি।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, সোনা।' তারপর সবাই জবা ও কমলের বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

রুপালী সোনালীর বুকে মাথা রেখে বললো, 'কত দিন পর আবার তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে পারবো!' সোনালী রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঘুমাও, সোনা। আমার বুকের নরম, তুলতুলে বিছানায় মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে পড়লো। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'বোনের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে খুশি তো?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তারপর সে সোনালীকে চুমু দিলো। তখন সোনালী বললো, 'আজ রাতে আমি তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবো।' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, বোন।' তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার রুপালী সোনালীকে বুকে নিয়ে ঘুমাবে, তাই তো?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তারপর সবাই জবা ও কমলের বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

তারপর সোনালী রুপালীর বুকে মাথা রাখতেই রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'আমার কোমল বুকে মাথা রেখে কেমন লাগছে?' সোনালী বললো, 'খুব ভালো লাগছে, বোন।' তখন রুপালী সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঘুমাও, আপু। ভালো করে ঘুমাও।' তারপর রুপালী সোনালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আশা করি আমার মা-মণিদের মন ভালো আছে।' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' রুপালী বললো, 'এক বোন আরেক বোনের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে, এটাই অনেক।' কমল বললো, 'বেশ।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এসো, গল্প করি।' রুপালী বললো, 'তা না হয় করবো। কিন্তু কোলবালিশ ছাড়া কি আর গল্প জমে ওঠে?'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'ঠিক তো। কোলবালিশগুলো তো এখন এই পরিবারের অংশ। তাদের ছাড়া কি আর গল্প জমে ওঠে?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমরা কোলবালিশগুলো নিয়ে আসছি।' কমল বললো, 'তার কোনো দরকার নেই। আমরা বেডরুমে গিয়ে গল্প করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সবাই জবা ও কমলের বেডরুমে গেল। তারপর সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ কোলে নিয়ে গল্প করতে লাগলো, আর গল্পের ফাঁকে ছিলো মন ভালো করা গান। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল, আর সবার মন ভালো হয়ে গেল। জবা বললো, 'আশা করি সবার মন ভালো হয়েছে।' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।'

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি এক রাত জবা আপুর সাথে থাকতে পারি?'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'অবশ্যই পারবে। তবে তোমরা দুই বোন অবশ্যই সেটাকে দুই দিক থেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটা সোনালী ও রুপালীকে দিয়ে বললো, 'এবার তোমরা এটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাও।' তারপর সোনালী ও রুপালী অপর বেডরুমে গিয়ে কোলবালিশটাকে মাঝখানে রেখে দিলো। তারপর সোনালী এক পাশ থেকে এবং রুপালী অপর পাশ থেকে কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সোনালী দেখল, লাল জামা পরা মেয়েটি এক হাত দিয়ে তাকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে আদর করছে। সোনালী বললো, 'আপু, আমরা

তোমাকে খুব মিস করবো।' মেয়েটি বললো, 'কোনো ব্যাপার না। তোমরা তোমাদের মনের মানুষের সাথে থাকবে। তখন আর আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না।'

তখন রুপালী বললো, 'অন্য সবাইকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের না।' তখন মেয়েটি বললো, 'বুঝেছি, সোনা। আমি তোমাদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছি, তাই তো?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, আপু।' তখন মেয়েটি রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমি তোমাদের প্রতিটি স্বপ্নে আসবো। এবার খুশি তো?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, আপু।'

রুপালী নিজেও সেই স্বপ্ন দেখছিলো, তাই হঠাৎ করেই তার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সে কোলবালিশটাকে চুমু দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে রুপালী সোনালীর হাতে চুমু দিলে সোনালীর ঘুম ভেঙে গেল। তখন সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, বোন?' রুপালী বললো, 'বিয়ের পর আমি এটাকে খুব মিস করবো।' সোনালী বললো, 'আহা রে। এটার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'কিন্তু কিছুই করার নেই। আমাদের নিজেদের কোলবালিশ নিয়েই থাকতে হবে।' তারপর তারা আবার ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা করে নিলো। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'আমার প্রিয় কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাতে কেমন লেগেছিলো?' সোনালী বললো, 'ভালো লেগেছে। অনেক দিন পর তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে পেরেছি।'

কিন্তু রুপালী চুপচাপ মন খারাপ করে বসে ছিলো। জবা বললো, 'কী হয়েছে, মা? মন খারাপ কেন?' সোনালী বললো, 'বিয়ের পর সে জবা আপুকে খুব মিস করবে।' তখন জবা বললো, 'সে ক্ষেত্রে আমি সেটাকে কেটে দুই টুকরো করে দেব।' রুপালী বললো, 'না, মা। এমনটা করলে সে মরেই যাবে।' তখন জবা বললো, 'বেশ। তাহলে আমি সে রকম দেখতে আরেকটি কোলবালিশ বানিয়ে দেব। তখন তোমরা দুজন একই রকম দেখতে দুটো কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবে।'

তখন সোনালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই। আমরা নিজেদের কোলবালিশ নিয়েই খুশি আছি।' রুপালী বললো, 'তুমি যদি আমাকে তোমার কোলবালিশ দিয়ে দাও, তবে কি সে কষ্ট পাবে না? সে এখনো নিজেকে তোমার মেয়ে মনে করে।' জবা বললো, 'বেশ। সে ক্ষেত্রে আমি দুটো নতুন কোলবালিশ তৈরি করে দেব। সোনালীর নতুন কোলবালিশ হবে লালচে কমলা রঙের, এবং রুপালীর নতুন কোলবালিশ হবে লালচে গোলাপি রঙের।'

এ কথা শুনে সোনালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' জবা বললো, 'তোমরা তোমাদের কোলবালিশ নিয়ে খুশি থাকলে আমি আর কোনো নতুন কোলবালিশ তৈরি করবো না, আর সেটা না হলে আমাকে নতুন কোলবালিশ তৈরি করতে হবে, কারণ আমি কোনোভাবেই তোমাদের কষ্ট দিতে চাই না।' রুপালী বললো, 'না, মা। আমাদের কোনো কষ্ট হবে না।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক

আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো।

তারপর জবা বললো, 'কাল তো রুপালীর বিয়ে। তার আগে কি সে আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' সোনালী বললো, 'এখন আমি মা-মণির বুকে মাথা রেখে ঘুমাই, রাতে তুমি মা-মণির বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, বোন।' জবা বললো, 'বেশ। চলো তাহলে।' তারপর তারা জবা ও কমলের বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সঙ্গে জবার কোলবালিশটাও নিতে ভুল করলো না তারা।

তারপর সোনালী রুপালী ও জবার মাঝখানে শুয়ে পড়লো। জবা সোনালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'ঘুমাও, মা। আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' সোনালী বললো, 'রুপালী, একদম মন খারাপ করবে না।' রুপালী বললো, 'তুমি থাকতে আমার মন খারাপ হবে না।' জবা বললো, 'এই না হলে আমার মেয়ে!' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে পড়লো। রুপালী বললো, 'আপু, আশা করি মা-মণির বুকে ঘুমিয়ে তোমার ভালো লেগেছে।' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, বোন।' জবা বললো, 'এবার আমরা হাত-মুখ ধুয়ে নিই।' তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এসো, গল্প করি।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার রুপালী আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক তাই।'

তারপর সবাই জবা ও কমলের বেডরুমে গেল। তারপর রুপালী সোনালী ও জবার মাঝখানে শুয়ে পড়লো। জবা রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর জবা বললো, 'ঘুমাও, মা।' কিন্তু রুপালী ঘুমাতে পারলো না। সে বললো, 'মা, আমার ঘুম আসছে না।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, মা? কী হয়েছে?' রুপালী বললো, 'মা, কাল আমি তোমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যাবো, এটা ভেবেই কষ্ট হচ্ছে।'

তখন জবা বললো, 'বিয়ের পর তুমি এক নতুন পরিবার পাবে।' রুপালী বললো, 'তা হয়তো পাবো, তবে তোমাদের মতো কাউকে পাবো না।' সোনালী বললো, 'মা তো তোমাকে ছোটবেলায় অনেক মেরেছে।' রুপালী বললো, 'আমি অন্যায় করলে মা আমাকে শাস্তি দিয়েছে, কিন্তু মা তো মা-ই হয়, তাই না?' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। সে কী কান্না! তখন সোনালী বললো, 'থাক, আপু। তোমাকে কষ্ট করে বিয়ে করতে হবে না।'

তখন রুপালী বললো, 'তা বললে কি আর হয়?' জবা বললো, 'তাহলে তোমাকে হাসিখুশি থাকতে হবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' সোনালী বললো, 'এই তো। আমার বোন লক্ষ্মী হয়ে গেছে।' জবা রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'এবার ঘুমাও, সোনা।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন রুপালীর বিয়ে। সেদিন সকালে সবাই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'রুপালী, তাড়াতাড়ি গোসল করে নাও।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর রুপালী গোসল করে নিলো। সোনালী বললো, 'এসো, তোমাকে সাজিয়ে দিই।' জবা বললো, 'আমিও আসছি।' তারপর জবা ও সোনালী রুপালীকে সাজিয়ে দিলো।

ওদিকে সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'রুম্মান, তাড়াতাড়ি গোসল করে তৈরি হয়ে নাও।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সে গোসল করে তৈরি হয়ে নিলো। অন্যরাও তৈরি হয়ে নিলো। তারপর রুম্মান তার পরিবারকে নিয়ে জবা ও কমলের ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা জবা ও কমলের ঘরে প্রবেশ করলো।

সোনালীর বিয়েতে জবা ও কমলের ঘর যেভাবে সাজানো হয়েছিলো, রুপালীর বিয়েতেও সে ঘর সেভাবেই সাজানো হলো। জবা বললো, 'আপনারা ভেতরে আসুন।' রুম্মান তার পরিবারকে নিয়ে ভেতরে গেল। তারপর সবাইকে নির্ধারিত জায়গায় বসতে বলা হলো। সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়লো।

তখন রুম্মান বললো, 'আমার প্রিয়া কোথায়? তাকে এক নজর দেখতে চাই।' জবা বললো, 'এত তাড়া কিসের? তুমি সময় মতো তাকে দেখতে পাবে।' রুম্মান বললো, 'কিন্তু আমার আর তর সইছে না।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আর একটু অপেক্ষা করো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে চলে আসবে।'

কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার আপনারা খেয়ে নিন।' কিন্তু রুম্মান রুপালীকে ছাড়া খাবে না। তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমরাও খেয়ে নিচ্ছি।' তারপর জবা বললো, 'রুপালী, রুম্মান তোমাকে ছাড়া খাবে না। তাই তুমি এখানে এসো।' রুপালী বললো, 'আসছি, মা।' তারপর সোনালী ও রুপালী একসাথে নিজ বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো।

তারপর রুম্মান বললো, 'এ আমি কাকে দেখছি!' লাল শাড়ি পরা রুপালীকে দেখে রুম্মান সত্যিই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলো। তখন রুপালী বললো, 'তুমি তোমার প্রিয়াকেই দেখছ।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বসে পড়ো, বৌমা।' তারপর রুপালী রুম্মানের পাশে বসে পড়লো।

তখন রুম্মান বললো, 'আগে আমি তোমাকে খাওয়াবো।' রুপালী বললো, 'না, আগে আমি তোমাকে খাওয়াবো।' সোনালী বললো, 'এখানে একজন আরেকজনকে না খাওয়ানো ভালো। যদি করতেই হয়, তবে রুম্মান নিজ ঘরে এটা করতে পারবে।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সোনালী বললো, 'এবার তোমরা বিবাহ সনদে স্বাক্ষর করে নাও।' রুম্মান ও রুপালী সেই সনদে স্বাক্ষর করে নিলো। যখন রুপালীর চোখ ছলছল করছিলো। এটা দেখে সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, বোন? এভাবে কাঁদছ কেন?'

তখন রুপালী বললো, 'আমাকে এই পরিবার ছেড়ে যেতে হবে, এটা ভেবে খুব কষ্ট হচ্ছে।' জবা বললো, 'এটাই নিয়ম। মেয়েরা তাদের নিজের ঘর ছেড়ে তার প্রিয়

মানুষের ঘরে গিয়ে থাকবে।' তখন রুপালী জবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। সে বললো, 'আমি কিভাবে তোমাকে ছাড়া থাকবো?' জবা বললো, 'এটাই নিয়ম। তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে।'

তখন রুপালী বললো, 'যে আমাকে নয় মাস পেটে ধরেছে, যে আমাকে প্রথম খাবার মুখে তুলে দিয়েছে, যার হাত ধরে আমি প্রথমবার হাঁটতে শিখেছি, তাকে কি করে ভুলে যাই, বলো তো?' তখন রুম্মান বললো, 'এটা কিন্তু একদম ঠিক কথা।' জবা বললো, 'মা-মণি, এটা ঠিক যে আমি তোমার জন্য অনেক কিছু করেছি। এবার যা করার, রুম্মান করবে।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'মা তো মা-ই হয়। তার যায়গা কি অন্য কেউ দখল করতে পারবে?' রুম্মান বললো, 'বিয়ের পর ছেলেরা নিজ ঘরেই থাকে, কিন্তু মেয়েরা নিজ ঘর, এমনকি নিজ পরিবার ছেড়ে যায়। তখন কি তাদের কষ্ট হয় না?' সোহান বললো, 'আমরা ছেলে বলেই হয়তো আমরা মেয়েদের এই কষ্ট বুঝতে পারি না।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'যদি রুপালী যেতে না চায় তবে তাকে জোর করা ঠিক হবে না।' সোহান বললো, 'সে ক্ষেত্রে রুম্মান নতুন বউকে নিয়ে এখানে থাকুক, আমরা চলে যাই।' সোনালী বললো, 'চলো।' কিন্তু রুপালী সেটা হতে দেবে না। সে বললো, 'আমি এখানে থাকবো আর তুমি চলে যাবে, এটা হতে পারে না।'

তখন সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'তোমরা দুই বোন এখানেই থাকবে, কেমন?' সোনালী বললো, 'না, মা। আমি এমনটা করতে পারবো না।' রুপালী বললো, 'আমার বোন হয়ে তুমি এমনটা করবে!' সোনালী বললো, 'চাইলে তুমিও আমার সাথে আসতে পারো, বোন। আমরা একসাথেই সোহানদের ঘরে যাবো।'

কিন্তু রুপালী তার পরিবারের সবাইকে একসাথে দেখতে চায়। তখন সোনালী বললো, 'ঠিক আছে। আমরা থেকে যাচ্ছি। তখন অন্যরা রুস্মান এবং রুপালীকে নতুন জীবনের শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিতে শুরু করলো। কিন্তু সোনালী ও সোহান তখনো বের হয়নি।

কিছুক্ষণ পর জবা বললো, 'এবার শাড়িটা খুলে একটি জামা পরে নাও, মা।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সে শাড়ি পাল্টে জামা পরে নিলো। তখন সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আজ আমরা তোমাদের সাথেই থাকবো।'

তারপর জবা বললো, 'এসো, গল্প করি। এতে তোমাদের মন ভালো হবে।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল, আর সবার মন ভালো হয়ে গেল। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা

বললো, 'আজ রুপালী রুম্মানের সাথে ঘুমাবে।' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, মা। আমি আমার মনের মানুষের সাথেই ঘুমাবো।'

তারপর রুপালী রুম্মানকে নিয়ে নিজ বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। রুম্মান রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর রুম্মান বললো, 'প্রিয়তমা, তুমি কি সারা জীবন আমার পাশে থাকবে?' রুপালী বললো, 'আমি থাকবো, আর তুমি?' তখন রুম্মান গেয়ে উঠলো:

'ছায়া হয়ে থাকবো পাশে সারা জীবন,
আমার বুকে মাথা রেখে হোক তোমার মরণ।'

তখন রুপালী রুম্মানকে চুমু দিলো। তারপর সে নিজেও গাইতে লাগলো:

'তোমার মনে আমি যদি একটু জায়গা পাই,
সারা জনম ধরে তোমায় ভালোবাসতে চাই।'

তখন সোনালী সেখানে এসে বললো, 'এমনটা যদি আমার সাথেও হতো!' সোহান বললো, 'অবশ্যই হবে।' রুপালী বললো, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়।' সোনালী বললো, 'ঠিক বলেছ, বোন।' রুপালী বললো, 'তোমরাও আমাদের সাথে ঘুমাও।' সোনালী বললো, 'না, বোন। আমরা অন্য কোনো রুমে গিয়ে ঘুমাবো।'

তখন রুপালীর চোখ ছলছল করতে লাগলো। সে বললো, 'তুমি কি তোমার বোনের কথা শুনবে না?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, বোন। কান্না থামাও।' তারপর সে রুপালীর পাশে গিয়ে বসলো। তারপর সোনালী বললো, 'এই তো। আমি তোমার কাছেই আছি।' তারপর সোনালী রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে রুপালী ঘুমিয়ে পড়লো।

তখন সোনালী বললো, 'এবার আমরা ফিরে যাই।' সোহান বললো, 'এমনটা করলে তোমার বোন কষ্ট পাবে।' সোনালী বললো, 'কিছুই করার নেই। এমনটা করতেই হবে।' সোহান বললো, 'ঠিক আছে। চলো তাহলে।' তারপর সোনালী জবা ও কমলের বেডরুমে গেল। তারপর সে বললো, 'মা, এবার আমরা চলি।'

তখন জবা বললো, 'এমনটা করলে রুপালী কষ্ট পাবে।' সোনালী বললো, 'না, মা। আমি রুপালীকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।' জবা বললো, 'কিন্তু ঘুম থেকে উঠে সে তোমাকে না দেখলে কষ্ট পাবে।' সোনালী বললো, 'কিন্তু সে তো কাল সেখানেই যাবে, যেখানে আমরা এখন যাবো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে যাও।'

তারপর সোনালী সোহানকে বললো, 'চলো। এবার আমরা ফিরে যাই।' সোহান বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সোনালী সোহানকে নিয়ে জবা ও কমলের ঘর ত্যাগ করলো। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা নিজ ঘরে প্রবেশ করলো। তবে রুপালী তখন রুম্মানকে নিয়ে জবা ও কমলের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো।

(রুপালী রুম্মানকে বিয়ে করেও এক রাত জবা ও কমলের ঘরে থেকে গেল, তবে সোনালী ও সোহান নিজ ঘরে ফিরে গেল। পরদিন রুপালী রুম্মানকে নিয়ে সেখানে যাবে, এবং সেখানেই সোনালী ও রুপালীর পুনর্মিলন হবে।)

অধ্যায় আট

সোনালী ও রুপালীর পুনর্মিলন

(রুপালীর বিয়ের পর সোনালী তাকে ছেড়ে সোহানদের ঘরে চলে এসেছিলো। এবার দেখুন, সোনালী ও রুপালীর পুনর্মিলন কিভাবে হয়।)

সোনালী সোহানকে নিয়ে ঘরে যেতেই সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তোমরা চলে এলে, আর রুম্মান ও রুপালী কি সেখানেই থেকে গেল?' সোহান বললো, 'হ্যাঁ, মা। আমরা আজ চলে এসেছি, তারা কাল চলে আসবে।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে। এবার তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো।'

তখন সোহান বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোহান সোনালীকে নিয়ে নিজ বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সোহান সোনালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর সোহান বললো, 'আমি সারা জীবন তোমার পাশে ছায়া হয়ে থাকবো। তুমি সারা জীবন আমার পাশে থাকবে তো?'

তখন সোনালী সোহানকে চুমু দিয়ে বললো, 'থাকবো, সোনা।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সবাই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো।তবে ওদিকে সব ঠিক থাকলেও এদিকে যেন কিছুই ঠিক নেই। সোহান ও তার পরিবার নাশতা করে নিলেও রুপালীর ক্ষেত্রে তখনো এমনটা হয়নি।

তখন রুম্মান জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, প্রিয়া?' রুপালী বললো, 'আমি আমার বোনকে ছাড়া খাবো না।' জবা বললো, 'কিন্তু সে তো সোহানের সাথে তার

ঘরে চলে গেছে।' এ কথা শুনে রুপালী ভীষণ কষ্ট পেল। সে বললো, 'আপু আমার সাথে এমনটা করতে পারলো!' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

তখন জবা বললো, 'আগে খেয়ে নাও। তারপর না হয় সোনালীর সাথে ফোনে কথা বলবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' রুম্মান বললো, 'আমি তোমাকে খাওয়াবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। আমি তোমার হাতেই খাবো।' তারপর রুম্মান রুপালীকে নিজ হাতে খাওয়ালো।

তারপর জবা সোনালীকে ফোন করতেই সোনালী বললো, 'মা, আমার বোনটা হয়তো তার প্রিয় মানুষকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছে।' জবা বললো, 'মোটেও না। সে মন খারাপ করে বসে আছে।' তখন সোনালী বললো, 'ঠিক আছে। আমি তার সাথে কথা বললেই তার মন ভালো হয়ে যাবে।'

তখন রুপালী সোনালীকে বললো, 'তুমি ভীষণ খারাপ। তুমি কেন আমাকে রেখে চলে গেলে?' সোনালী বললো, 'চলে এসেছি তো কী হয়েছে? কিছুক্ষণ পর তোমরাও এখানেই চলে আসবে।' রুপালী বললো, 'তা হয়তো আসবো, তবে আমি তোমার সাথে কোনো কথা বলবো না।'

তখন সোনালী বললো, 'এমনটা করতে নেই। আমার বোনটা যদি আমার ওপর রাগ করে থাকে, তাহলে আমি কার জন্য এখানে এসেছি?' রুপালী বললো, 'থাক। আর বলতে হবে না।' সোনালী বললো, 'আমার আর তর সইছে না। কখন যে তোমাদের দেখা পাবো!'

তখন জবা বললো, 'আর কিছুক্ষণ পরই পাবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' রুপালী বললো, 'আমরা তৈরি হয়ে নিই।' রুম্মান বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর রুপালী ও রুম্মান তৈরি হয়ে নিলো। তারা নিজ নিজ ব্যাগ গুছিয়ে নিলো। তারপর রুপালী বললো, 'এবার আমরা চলি, কেমন?'

তখন জবা বললো, 'বেশ। যাও।' কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কোলবালিশটাও কি সাথে নিয়েছ?' রুপালী বললো, 'আমি তো চাঁদনীকে নিতে ভুলে গেছি।' জবা বললো, 'তোমাকে না পেলে তোমার মেয়েটা খুব কষ্ট পাবে।' রুপালী বললো, 'আমি এখনই তাকে নিয়ে আসছি।'

তারপর রুপালী নিজের বেডরুমে গিয়ে নিজ কোলবালিশটাকে কোলে নিলো। তারপর সে কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'মা-মণি, আজ থেকে তুমি আমার সাথে নতুন ঘরে থাকবে।' তারপর সে কোলবালিশটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

তখন জবা রুপালীকে বললো, 'তোমার মেয়েটা হয়তো কষ্ট পাচ্ছে।' রুপালী কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি তাকে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম বলেই হয়তো সে কষ্ট পেয়েছে।' তারপর রুপালী কোলবালিশটাকে আরেকবার চুমু দিয়ে বললো, 'এ জন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করে দাও, মা।'

তখন রুম্মান বললো, 'এবার আমরা চলি।' রুপালী বললো, 'একটু দাঁড়াও।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, মা?' রুপালী বললো, 'আমি একবার জবা আপুকে আদর

করতে চাই।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা। আমি তাকে নিয়ে আসছি।' তারপর জবা নিজ বেডরুমে গেল।

তারপর জবা নিজ কোলবালিশটাকে কোলে নিয়ে বললো, 'মা-মণি, তোমার বোন চলে যাচ্ছে। তার সাথে একবার দেখা করে নাও।' তারপর জবা কোলবালিশটাকে নিয়ে রুপালীর কাছে গেল। যখন রুপালী সেই কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আপু, আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তবে তুমি একদম মন খারাপ করবে না।'

তখন জবা বললো, 'তোমরা এটাকেও তোমাদের সাথে নিয়ে যাও।' রুস্মান বললো, 'ঠিক আছে।' তবে রুপালী এটা হতে দেবে না। সে বললো, 'মা, এটা তোমার মা তোমাকে উপহার হিসেবে দিয়ে গেছে। এটার ওপর শুধু তোমার অধিকার আছে, মা। সে শুধুই তোমার, এবং সে সারা জীবন তোমার হয়েই থাকবে।'

তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমি এটাকে আমার কাছেই রাখবো।' রুস্মান বললো, 'তোমার মতো মানুষ হয় না, প্রিয়তমা। তুমি নিজের মাকে এতটা ভালোবাসো!' রুপালী বললো, 'আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি, মা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমাতো, এবং মা সেই কোলবালিশটাকে খুব আদর করতো। সেই কোলবালিশটা যেন মা-মণির খুব আপন।'

তখন রুস্মান বললো, 'ঠিক বলেছ, প্রিয়তমা।' রুপালী জবার কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'যাই তাহলে।' তারপর রুস্মান রুপালীকে নিয়ে বেরিয়ে

পড়লো, এবং প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা নিজ ঘরে প্রবেশ করলো। তখন সোনালী রুপালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এই তো, আমার বোন চলে এসেছে।'

তখন রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, বোন। আমি চলে এসেছি।' সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'আশা করি এবার তোমরা খুশি হয়েছ।' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা। আমরা ভীষণ খুশি হয়েছি।' সোনালী বললো, 'তাহলে এবার তোমরা নিজেদের ব্যাগ রেখে এসো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর রুপালী ও রুস্মান নিজ ঘরে গিয়ে ব্যাগ রেখে সোনালীর কাছে ফিরে এলো।

তখন সোনালী বললো, 'তুমি অবশ্যই নিজের কোলবালিশ সাথে করে নিয়ে এসেছ, তাই না?' রুপালী বললো, 'প্রথমে তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপর মা বলতেই আমি কোলবালিশটা সাথে করে নিয়ে আসি।' সোনালী বললো, 'তুমি যদি কোলবালিশটা ফেলে রেখে চলে আসতে তখন কী হতো?'

তখন রুপালী মন খারাপ করে বললো, 'এমনটা করলে আমার মেয়েটা মরেই যেত।' সোনালী বললো, 'ঠিক বলেছ। সে তোমাকে ছাড়া বাঁচবে না।' রুপালী বললো, 'সেটাই।' রুস্মান বললো, 'তবে আজ থেকে আমার প্রিয়ার কোলবালিশ একটি নতুন পরিবেশে থাকবে।' সোনালী বললো, 'এটা ঠিক।'

তখন সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'এবার আমরা গোসল করে নিই।' রুস্মান বললো, 'আগে আমরা করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই। আমরা দূর থেকে এসেছি, তাই আমরা আগে গোসল করবো।' সোহান বললো, 'ঠিক আছে। তোমরাই আগে গোসল করে এসো।' তারপর একে একে সবাই গোসল করলো।

তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোহান-রুম্মানের মা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে সোহান-রুম্মানের মাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই মজা করে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো।

তারপর সোনালী বললো, 'এবার আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই।' রুপালী বললো, 'আমারও ঘুম পাচ্ছে।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে। আমরা কিছুটা সময় ঘুমিয়ে নিই।' তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে পড়লো।

তারপর রুপালী নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে বললো, 'মা-মণি, আজ থেকে আমরা এখানেই থাকবো, কেমন?' তারপর রুপালী কোলবালিশটাকে চুমু দিলো। তারপর সে কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

ওদিকে সোনালী নিজেও তার প্রিয় কোলবালিশটাকে বুকে টেনে নিলো। তারপর সে বললো, 'এই তো, মা-মণি। আমার বুকে এসো।' তারপর সে কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঘুমাও, মা। আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর সে কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে পড়লো। তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমরা হাত-মুখ ধুয়ে নিই।' তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এক পর্যায়ে সোহান বললো, 'আমি আমার প্রিয়তমাকে একটি গান শুনিয়ে দিতে চাই।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বেশ।'

তখন সোনালী বললো, 'আমি শুরু করছি।' তারপর সে গাইতে লাগলো:

'চলতে চলতে হঠাৎ করে সেদিনের সেই প্রথম দেখায়,
মনটা যেন হারিয়ে গেল, খুজেঁ পাওয়া ছিল দায়'

তখন সোহান নিজেও গাইতে লাগলো:

'আজকে তবে একটা কথা বলছি সরাসরি:
তুমিই আমার খুব আদরের ডানা কাটা পরী।'

তখন রুম্মান বললো, 'তাহলে আমরাই বা বাদ পড়ছি কেন? আমরাও শুরু করি।' তারপর সে গাইতে লাগলো:

'চোখ দুটো যে মায়ায় ভরা, হাসিটা এ হৃদয় কাড়ে,
একটা মানুষ এত সুন্দর কেমন করে হতে পারে?'

তখন রুপালী নিজেও গাইতে লাগলো:

'এই হৃদয়ে ছিল যত আশার ছড়াছড়ি,
আজকে যে তা পূরণ হলো, সেই খুশিতে মরি।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'চমৎকার হয়েছে।' সোহান-রুম্মানের বাবা বললো, 'তোমাদের বন্ধনগুলোও যেন এমন থাকে।' রুপালী বললো, 'তা থাকবে,

বাবা।' তারপর তারা আবার গল্প করতে লাগলো। এতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল।

তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোহান-রুম্মানের মা রাতের খাবার তৈরি করলো, এবং সোনালী ও রুপালী এ কাজে সোহান-রুম্মানের মাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো।

তারপর রুম্মান বললো, 'আজ আমি ঘুমাবো না।' সোনালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?' রুম্মান বললো, 'আজ আমি সারা রাত জেগে দু'চোখ ভরে আমার প্রিয়তমাকে দেখব।' রুপালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই। আমি সারা রাত তোমার সাথেই থাকবো। কখনো তোমার চোখের আড়াল হবো না।'

তখন সোনালী রুম্মানকে বললো, 'এমন বউ পেয়ে তুমি সত্যিই খুব সৌভাগ্যবান হয়েছ।' রুপালী বললো, 'কার বউ, দেখতে হবে না?' রুম্মান বললো, 'একদম ঠিক।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। রুম্মান বললো, 'আমার বুকে এসো, প্রিয়া।' রুপালী রুম্মানের বুকে মাথা রাখতেই রুম্মান রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। রুপালী বললো, 'আমি এভাবেই সারা রাত তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে চাই।'

তখন রুম্মান বললো, 'আমি তোমাকে একটা গান শুনিয়ে দিই, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর রুম্মান গাইতে লাগলো:

'তোমায় দেখে হয়েছে মনে প্রেমের হাতখড়ি,
তুমিই আমার খুব আদরের ডানা কাটা পরী।'

তখন রুপালী গাইতে লাগলো:

'যে স্বপ্ন এঁকেঁছি চোখে আমি বরাবরই,
আজকে যে তা পূরণ হল, সেই খুশিতে মরি।'

তারপর রুম্মান রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'এবার ঘুমাও, সোনা।' তারপর রুম্মান রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে রুপালী ঘুমিয়ে পড়লো। রুম্মান ভেবেছিলো, সে সারা রাত রুপালীর সেবা করবে, কিন্তু সে পারলো না। সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন ভোরে রুপালী উঠে পড়লো। তবে রুম্মান তখনো ঘুমাচ্ছে। রুপালী ভাবলো সে এখনই কাজে লেগে পড়বে। তবে সে বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বৌমা, এখন উঠে কী লাভ? সবাই তো ঘুমাচ্ছে।' রুপালী বললো, 'মা, আমি আপনাকে কাজে সাহায্য করতে চাই।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আজ এমনটা করতে হবে না। তুমি রুম্মানকে আরো কিছুটা সময় দাও।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর রুপালী রুম্মানের কাছে ফিরে গেল। তবে রুম্মান তার আগেই উঠে পড়েছে, আর সে রুপালীকে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'তুমি আমাকে রেখে কোথায় চলে গেলে, প্রিয়তমা?'

তখন রুপালী রুম্মানকে বুকে টেনে নিয়ে বললো, 'এই তো, সোনা। আমি চলে এসেছি।' তারপর রুপালী রুম্মানকে চুমু দিয়ে বললো, 'কান্না থামাও, সোনা।' কিন্তু রুম্মানের কান্না থামছিলো না। সে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' রুপালী বললো, 'আমি এখন থেকেই কাজে লেগে পড়তে চেয়েছিলাম।'

তখন রুম্মান বললো, 'তুমি আরো কিছুটা সময় আমার কাছে থেকে যাও।' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, সোনা।' তারপর রুপালী রুম্মানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু তাতেও রুম্মানের মন ভালো হলো না। তখন রুপালী রুম্মানকে একটি মন ভালো করা গান শুনিয়ে দিলো। তবেই রুম্মানের মন ভালো হলো।

কিছুক্ষণ পর রুপালী বললো, 'এবার উঠে পড়ুন, স্যার।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে, ম্যাডাম। আপনার কথা কি আমি ফেলতে পারি?' রুপালী লজ্জায় হেসে ফেললো। তারপর সে রুম্মানকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঠিক বলেছ, সোনা।' তারপর তারা উঠে পড়লো।

তারপর সোনালী বললো, 'তাহলে তোমাদের ঘুম ভেঙেছে।' সোহান বললো, 'এটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে।' রুপালী বললো, 'মোটেও না।' সোনালী বললো, 'আমি তো বিয়ের পরের দিন সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলাম।' এ কথা শুনে রুপালী ভীষণ অবাক হয়ে গেল। সে বললো, 'তোমরা এতটা দেরি করে উঠেছ!'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বিয়ের পর প্রথম দিন তো, তাই দেরিতে উঠলেও সমস্যা নেই।' রুপালী বললো, 'বুঝেছি।' তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর সোহান বললো, 'এবার আমি অফিসে যাই, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সোহান অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। রুপালী বললো, 'এসো, গল্প করি।' রুম্মান বললো, 'এটা বেশ ভালো।' সোনালী বললো, 'তা ঠিক আছে, কিন্তু...' সোহান-রুম্মানের মা জিজ্ঞেস করলো, 'কী?' রুপালী বললো, 'কোলবালিশ ছাড়া কি আর গল্প জমে ওঠে?'

তখন রুম্মান বললো, 'ঠিক বলেছ।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'সত্যিই তো। কোলবালিশগুলো তো এই পরিবারের অংশ। তাদের ছাড়া কি আর গল্প জমে ওঠে?' সোনালী বললো, 'আমি কোলবালিশগুলো নিয়ে আসছি।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ নিয়ে আসবে।'

তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গেল এবং সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ নিয়ে ফিরে এলো। তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো, আর গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ছিলো মন ভালো করা গান। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল, আর সবার মন ভালো হয়ে গেল।

তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোহান-রুম্মানের মা দুপুরের খাবার

তৈরি করলো, আর সোনালী ও রুপালী এ কাজে সোহান-রুম্মানের মাকে সাহায্য করলো।

তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'চলো, আরেকটু গল্প করে নিই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর সোহান ঘরে ফিরে এলো। তখন সোনালী সোহানকে বললো, 'এসো।'

সোহান ভেতরে যেতেই সোনালী বললো, 'তুমি গোসল করে এসো। আমি খেতে দিচ্ছি।' সোহান বললো, 'আমি অফিসেই খেয়ে নিয়েছি।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমি আগেই সোহানের জন্য খাবার তৈরি করে রেখে দিয়েছিলাম।' সোনালী বললো, 'খুব ভালো হয়েছে, মা।'

তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। সোহান নিজেও এতে যোগ দিলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোহান-রুম্মানের মা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর এ কাজে সোনালী ও রুপালী সোহান-রুম্মানের মাকে সাহায্য করলো।

তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর রুম্মান রুপালীকে বললো, 'চলো, প্রিয়া। এবার ঘুমিয়ে পড়ি।' সোহান সোনালীকে বললো, 'তুমিও এসো, প্রিয়তমা।' সোনালী বললো, 'চলো।' তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

তারপর সোহান সোনালীকে এবং রুম্মান রুপালীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো। এক পর্যায়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সবাই উঠে পড়লো। তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে পড়লো।

তারপর থেকে একসাথে ঘুরতে যাওয়া, একসাথে খাবার খাওয়া, একসাথে গল্প করা, একসাথে কেনাকাটা করা, এমনকি একসাথে ঘুমানো-সব ছিলো সেই পরিবারের দম্পতিদের মধ্যে। যদি কেউ অন্যায় করতো, তবে সে সেটা স্বীকার করে নিতো, তা না হলে অপরজনের রাগ ভাঙতো না।

এমনই একদিন রুম্মান রুপালীর সাথে অন্যায় করেছিলো, কিন্তু সে নিজের অপরাধ স্বীকার করেনি। তখন রুপালী বললো, 'তুমি নিজের অপরাধ স্বীকার না করলে আমি তোমার কোলবালিশটার ওপর মাথা রেখে ঘুমাবো।' রুম্মান বললো, 'এমনটা করতে যেও না, প্রিয়া। এমনটা করলে সে মরে যাবে।'

তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে নিজের ভুল স্বীকার করে নাও।' কিন্তু রুম্মান নিজের ভুল স্বীকার করলো না। তখন রুপালী বললো, 'বেশ। আজ আমি তোমার কোলবালিশের ওপর মাথা রেখে ঘুমাবো।' তখন রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে, সোনা। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করে দাও। কথা দিচ্ছি, আর কখনো এমনটা হবে না।'

তখন রুপালী রেগে গিয়ে বললো, 'আমি জানি, হবে।' রুম্মান বললো, 'বললাম তো, হবে না।' রুপালী বললো, 'তাহলে ভুল স্বীকার করতে এতটা দেরি হলো কেন?' রুম্মান বললো, 'আমি তোমার সাথে একটু মজা করছিলাম।'

তখন রুপালী বললো, 'অন্যায় যখন করেছ, শাস্তিটাও পেতে হবে।' তারপর রুপালী রুম্মানের কোলবালিশের ওপর মাথা রাখবে, এমন সময় রুম্মান কোলবালিশটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটাকে চুমু দিলো। তারপর সে কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি তোমার কিছুই হতে দেব না, সোনা।'

তখন রুপালী বললো, 'তুমি কোলবালিশটাকে নিয়ে গেলে কেন?' রুম্মান বললো, 'যদি শাস্তি দিতেই হয় তবে আমাকে দাও, কিন্তু আমার মেয়েটাকে ছেড়ে দাও।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন রুপালী হেসে বললো, 'তোমার মেয়েটাকে আমার কোলে তুলে দাও।' কিন্তু রুম্মান এমনটা করবে না।

তখন রুপালী বললো, 'বেশ। কোলবালিশের অর্ধেকটা তোমার কোলে থাকবে, আর বাকি অর্ধেকটা আমার কোলে থাকবে।' রুম্মান বললো, 'আমার ভয় করছে।' রুপালী রুম্মানকে চুমু দিয়ে বললো, 'কেন, সোনা?' রুম্মান বললো, 'তুমি যদি আমার মেয়েটার কোনো ক্ষতি করে দাও, তাই।'

তখন রুপালী বললো, 'আমি তোমার মেয়ের কোনো ক্ষতি করবো না।' তারপর রুম্মান তার কোলবালিশটা রুপালীকে দিতেই রুপালী সেটাকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর রুপালী কোলবালিশটাকে দোল খাওয়াতে লাগলো আর বললো, 'কী হয়েছে, মা-মণি? মন খারাপ? মা কষ্ট দিয়েছে?'

তখন রুন্মান বললো, 'তুমি আমার মেয়েকে অনেক কষ্ট দিয়েছ।' রুপালী কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো আর বললো, 'ভুল হয়ে গেছে, সোনা। আর কখনো এমনটা হবে না। এবার আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও, সোনা।' তারপর রুপালী কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো।

তখন রুন্মান নিজেও শুয়ে পড়লো, কিন্তু সে ঘুমাতে পারছিলো না। এটা দেখে রুপালী বললো, 'ঘুম আসছে না বুঝি?' রুন্মান বললো, 'না।' তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। আমি গান শুনিয়ে দিচ্ছি।' তারপর রুপালী একটি মন ভালো করা গান শুনিয়ে দিলো, আর এতে রুন্মানের মন ভালো হয়ে গেল।

তারপর রুন্মান বললো, 'এবার আমি ভালোভাবে ঘুমাতে পারবো।' রুপালী বললো, 'তাহলে ঘুমিয়ে পড়ো।' রুন্মান বললো, 'তুমি তো আমার কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছো। তাহলে কি আমি তোমার কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে পারি?' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, সোনা।'

তখন রুন্মান বললো, 'সে তো কখনোই আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমায়নি। সে কিছু মনে করবে না তো?' রুপালী বললো, 'আমার মেয়ে কি তোমার মেয়ে হতে পারে না?' রুন্মান বললো, 'অবশ্যই পারে।' রুপালী বললো, 'তাহলে তুমি তাকে বুকে নিয়ে ঘুমাও।'

তারপর রুন্মান রুপালীর কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'মা-মণি, আজ তুমি আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর সে

কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারপর রুন্মান রুপালীর গাঢ় নীল রঙের এবং রুপালী রুন্মানের হালকা সবুজ রঙের কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে রুপালী দেখল, হালকা সবুজ জামা পরা মেয়েটি কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি বললো, 'তুমি কেন আমার ওপর মাথা রাখতে চেয়েছিলে? এমনটা করলে আমি মরেই যেতাম।' তখন রুপালী মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো।

তারপর রুপালী বললো, 'কোনো মা কি পারে তার নিজের মেয়েকে মেরে ফেলতে?' তারপর সে নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'কান্নার কিছুই হয়নি। সব ঠিক আছে।' তখন হালকা সবুজ রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'আমার কিছু হবে না তো?' সোনালী বললো, 'না, মা।'

ততক্ষণে রুপালীর ঘুম ভেঙে গেছে। সে কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমি তোমার কিছুই হতে দেব না, সোনা।' তারপর সে কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তখন রুন্মান বললো, 'কী হয়েছে, প্রিয়া? কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ?'

তখন রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।' রুন্মান বললো, 'আমি পানি নিয়ে আসছি।' তারপর রুন্মান এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে বললো, 'এবার পানি খেয়ে নাও, সোনা।'

রুপালী পানি খেয়ে নিলো। তারপর রুম্মান বললো, 'এবার তুমি বলো, তোমার সাথে ঠিক কী হয়েছিলো।'

তখন রুপালী রুম্মানকে সব বলে দিলো। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। তখন রুম্মান রুপালীকে বুকে নিয়ে বললো, 'আহা রে। আমার প্রিয়তমা ভীষণ কষ্ট পেয়েছে।' তারপর রুম্মান রুপালীকে চুমু দিলো। তারপর রুম্মান রুপালীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

এক পর্যায়ে রুপালী ঘুমিয়ে পড়লো। তখন রুম্মান তার কোলবালিশটা রুপালীর কাছে নিয়ে এলো। তারপর রুম্মান কোলবালিশটাকে রুপালীর দুই হাতের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিলো। রুপালী কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরলো। রুম্মান রুপালীর কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর থেকে সবাই স্বাভাবিকভাবেই কাজ করতো। যদি কেউ অপরাধ করতো তবে সে সেটা স্বীকার করে নিতো। সেই পরিবারে খুব বেশি তর্ক হতো না। আদর-সোহাগ সব সময় তাদের সঙ্গী হয়ে থাকতো। খুব সুখেই কাটছিলো তাদের জীবন।

(সোনালী ও রুপালী তো সংসার শুরু করলো। পরবর্তীতে তাদের মা হয়ে ওঠা দেখবেন।)

অধ্যায় নয়

সোনালী ও রুপালীর মা হয়ে ওঠা

(সোনালী ও রুপালী পরম সুখেই সংসার করছিলো। এবার তাদের মা হয়ে ওঠা দেখবেন।)

সোনালী ও রুপালী পরম সুখেই সংসার করছিলো। সেই পরিবারের কারো মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছিলো না। ছিলো রাগ-অভিমান, তবে সামান্য। মূলত ছিলো অনেক আদর-যত্ন, সেই সঙ্গে হাসি-কান্না। তবে একজন কষ্টে থাকলে অপরজন সেই কষ্ট দূর করে দিতো।

এভাবেই চলছিলো বেশ কিছুদিন। তারপর হঠাৎ একদিন সোনালী অসুস্থ বোধ করলো। সোহান জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, প্রিয়তমা?' সোনালী বললো, 'জানি না, কী হয়েছে। তবে খুব খারাপ লাগছে।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'একবার ডাক্তারের কাছে যাও।'

তখন সোহান বললো, 'একবার শুনে আসি, ডাক্তার কী বলে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে। চলো।' তারপর সোহান সোনালীকে নিয়ে হাসপাতালে গেল। সেখানে কিছু পরীক্ষার পর সোহানকে বলা হলো যে সোনালী মা হতে চলেছে।

তখন সোনালীর খুশি আর দেখে কে! সে তাড়াতাড়ি এ বিষয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলো। জবা নিজেও এটা জেনে গেল। তখন জবা বললো, 'তাহলে সোনালী আমার কাছে থাকুক।' কিন্তু সোহান এটা হতে দেবে না। সে বললো, 'না, মা। সোনালী আমাদের সাথেই থাকবে।'

তখন সোনালী বললো, 'আমি আমার মাকে কষ্ট দিতে পারবো না।' জবা মনে মনে কষ্ট পেলেও সেটা প্রকাশ করতে চাইলো না। সে বললো, 'না, মা। আমি কষ্ট পাইনি।' তখন সোনালী বললো, 'বিয়ের পর আমি খুব কমই তোমার কাছে থেকেছি, এবং এখন আমার বিশেষ যত্নের প্রয়োজন বলে আবার তোমাদের কাছেই থাকতে চাইছি।'

তখন জবা বললো, 'আমার মনে হয় না তার কোনো দরকার আছে। তোমার যত্ন নেয়ার মতো মানুষের অভাব নেই।' তখন সোনালীর চোখ ছলছল করতে লাগলো। সে বললো, 'যখন তোমাকে আমার পাশে থাকতে হবে, তখন তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ?'

তখন জবা বললো, 'বুকে এসো, মা।' তারপর সে সোনালীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। সোহান বললো, 'প্রিয়তমা, তুমি চাইলে তোমার বাবা-মায়ের সাথে তাদের ঘরে থাকতে পারো।' জবা বললো, 'তাহলে রুপালীর কী হবে?'

তখন সোনালী বললো, 'এটা তো আমি ভেবে দেখিনি।' জবা বললো, 'তাহলে তোমরা তার কাছে ফিরে যাও। কিছুদিন পর আমাদের কাছে ফিরে এসো, কেমন?'

সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোহান সোনালীকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে এলো। সবাই সোনালীর বিশেষ যত্ন নিতে শুরু করলো।

ওদিকে জবা ঠিক করলো, সে সোনালী ও রুপালী-দুজনের জন্যই বড় আকৃতির কোলবালিশ তৈরি করবে। তারপর সে কাজে লেগে পড়লো। এতে বেশ কিছুদিন লেগে গেল। তারপর জবা সোনালীকে ফোন করে বললো, 'তুমি যদি চাও তবে আমার সাথে থাকতে পারবে।'

তখন সোনালী বললো, 'আমি যদি তোমার কাছে থাকি তবে রুপালীর কী হবে?' জবা বললো, 'বেশ। তাহলে রুপালীকেও সাথে নিয়ে এসো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোনালী বললো, 'রুপালী, আমরা চাইলে এখন মা-মণির সাথে থাকতে পারবো।'

তবে রুপালী রাজি হলো না। সে বললো, 'আপু, তোমার তো বিশেষ যত্নের প্রয়োজন, তাই তুমি যেতে পারো। তবে আমি এখনই যেতে চাই না।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তবে তার মন খারাপ হয়ে গেল। তখন রুপালী বললো, 'বেশ। তুমি যদি চাও তাহলে আমরা সারাদিন তোমার সাথে থেকে ফিরে আসবো, কেমন?'

তখন সোনালী বললো, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়।' সোহান বললো, 'তাহলে আমরা তৈরি হয়ে নিই।' সোনালী বললো, 'আজ যাবো না, অন্য একদিন যাবো।' সোহান বললো, 'ঠিক আছে।' রুপালী বললো, 'আমার ওপর মন খারাপ করে থাকবে না। না হলে আমি ভীষণ কষ্ট পাবো।'

তখন সোনালী বললো, 'আমি মন খারাপ করে নেই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে। তোমরা গল্প করতে থাকো, আমি দুপুরের খাবার তৈরি করছি।' সোনালী বললো, 'আমরাও আপনাকে সাহায্য করবো।'

তখন রুপালী বললো, 'না, আপু। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করার, আমিই করবো।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বেশ।' তারপর সোহান-রুম্মানের মা দুপুরের খাবার তৈরি করলো আর রুপালী এ কাজে সোহান-রুম্মানের মাকে সাহায্য করলো।

তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সোনালী বললো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, আপু। তুমি ঘুমিয়ে নাও।' রুম্মান বললো, 'তুমি ঘুমাবে না, প্রিয়া?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ। আমারও ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।' তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

তখন সোনালী খেয়াল করলো, তার কোলবালিশের অনেক জায়গায় ক্ষত তৈরি হয়েছে। রুপালীর কোলবালিশের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তখন তারা ঠিক করলো, তারা সোহান-রুম্মানের মাকে এ বিষয়টা জানিয়ে দেবে। তারপর সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে পড়লো। তারপর সোনালী সোহানকে বললো যে তার কোলবালিশটা হয়তো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তখন সোহান বললো,

'ঠিক আছে। আমি মাকে জানিয়ে দিচ্ছি।' তারপর সোহান তার মাকে এ বিষয়টা জানিয়ে দিলো।

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে। আমি ছেঁড়া জায়গাগুলো সেলাই করে দিচ্ছি।' তারপর সে ছেঁড়া জায়গাগুলো সেলাই করে দিলো। রুপালীর কোলবালিশের ক্ষেত্রেও এমনটাই করা হলো। এতে সোনালী ও রুপালী ভীষণ খুশি হলো। সোহান-রুম্মানের মাকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুল করলো না তারা।

তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোহান-রুম্মানের মা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর রুপালী এ কাজে সোহান-রুম্মানের মাকে সাহায্য করলো।

তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ কোলবালিশ নিয়ে নিজ নিজ বেডরুমে গেল। তারপর সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। তবে সোনালী ও রুপালীর কোলবালিশের সেলাইগুলো খুলে গেল, এবং সেগুলোর গায়ে নতুন নতুন ক্ষত তৈরি হলো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সোনালী দেখল, হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি বললো যে তার শরীরে অনেক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তখন সোনালী মেয়েটির ক্ষতস্থানগুলো জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করে সেখানে ড্রেসিং করে দিলো।

ততক্ষণে সোনালীর ঘুম ভেঙে গেছে। সে বিছানা থেকে নেমে মেডিকেল টেপ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো। সে দেখল, রুপালী নিজেও কিছু একটা খুঁজছে। সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী খুঁজছ, আপু?' রুপালী বললো, 'আমি মেডিকেল টেপ খুঁজতে এসেছি।'

তখন সোনালী বুঝলো, রুপালী নিজেও হয়তো একই স্বপ্ন দেখেছে। সে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি স্বপ্নে কী দেখেছ?' রুপালী সবটা বলতেই সোনালী বললো, 'আমিও এমন স্বপ্ন দেখেছি। শুধু তুমি স্বপ্নে গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়ে দেখেছ আর আমি হালকা জামা পরা মেয়ে দেখেছি।'

তখন তাদের কথা শুনে অন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। তখন সোহান-রুম্মানের মা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?' রুপালী বললো, 'কোলবালিশটা ড্রেসিং করতে হবে, সেলাই করলে হবে না।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বেশ। আমি মেডিকেল টেপ এনে দিচ্ছি।'

তারপর সোহান-রুম্মানের মা মেডিকেল টেপ নিয়ে এসে বললো, 'এবার তোমরা তোমাদের কোলবালিশগুলো নিয়ে এসো।' সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ কোলবালিশ নিয়ে এলো। তারপর সোহান-রুম্মানের মা প্রথমে সোনালীর এবং তারপর রুপালীর কোলবালিশটা ড্রেসিং করে দিলো।

তখন রুপালী বললো, 'ধন্যবাদ, মা।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' সোনালী বললো, 'কেন, মা?' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এ তো

সামান্য ব্যাপার। এর জন্য ধন্যবাদ জানানোর দরকার নেই।' রুপালী বললো, 'এটা আপনার কাছে সামান্য হতে পারে, তবে আমার কাছে এটা অনেক।'

তখন সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে। এবার ঘুমিয়ে পড়ো।' তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সবাই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে পড়লো। এভাবেই চললো বেশ কিছুদিন।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই সোনালী ও রুপালীর কোলবালিশগুলো এতটাই ছিঁড়ে গেল যে সেগুলো থেকে তুলা বের করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। তখন সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'এবার আমি এগুলো থেকে তুলা বের করে ফেলছি।'

তারপর সোহান-রুস্মানের মা কোলবালিশগুলো থেকে তুলা বের করে আলাদা দুটো ব্যাগে রেখে দিলো। এতে সোনালী ও রুপালী ভীষণ কষ্ট পেল। তখন সোহান বললো, 'বুঝেছি। তোমরা কোলবালিশ ছাড়া থাকতে পারবে না।' রুপালী বললো, 'আমার নিজের কোলবালিশ চাই।'

তখন সোহান-রুস্মানের মা বললো, 'এটা তো সম্ভব না।' সোনালী বললো, 'আমি নিজ কোলবালিশ না পেলে এখানে থাকবো না।' তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। ঠিক তখনই জবা সোনালীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কবে আসবে?'

তখন সোনালী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, 'এখনই আসছি, মা।' জবা বললো, 'মায়ের জন্য মন খারাপ করছে বুঝি?' সোনালী বললো, 'না, মা।' তখন জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে কাঁদছ কেন?' সোনালী বললো, 'আমার মেয়ের জন্য।'

তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে তোমার মেয়ের?' সোনালী বললো, 'সে মরে গেছে।' এ কথা শুনে জবা ভয় পেয়ে গেল। সে বললো, 'তোমার পেটে যে ছিলো, সে মরে গেছে!' তখন সোহান বললো, 'না, মা। তেমন কিছুই হয়নি।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে কী হয়েছে?'

তখন সোহান বললো, 'আপনার মেয়ের প্রিয় কোলবালিশটা ছিঁড়ে গেছে।' জবা বললো, 'ভালো তো। তুমি আমার মেয়েকে এখানে নিয়ে এসো।' সোনালী বললো, 'আমার মেয়ে মরে গেছে বলে কি তুমি খুশি হয়েছ?' জবা বললো, 'একদম না।'

তখন সোনালী বললো, 'তাহলে তুমি ওভাবে কথা বললে কেন?' জবা বললো, 'তোমরা এখানে এলেই বুঝতে পারবে।' রুপালী বললো, 'তুমি কী বলতে চাইছো?' জবা বললো, 'তোমাদের জন্য নতুন চমক আছে।' সোনালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী চমক?'

তখন জবা বললো, 'সেটা বললে কি আর সেটা চমক হিসেবে থেকে যাবে?' রুপালী বললো, 'তুমি কী দিয়ে আমাদের চমকে দিতে চাইছো? না বললে আমরা

আসবো না।' রুম্মান বললো, 'হয়তো তোমাদের মা তোমাদের জন্য নতুন কোলবালিশ বানিয়েছে।'

তখন যেন সোনালী ও রুপালীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'মা, তুমি কি সত্যিই আমাদের জন্য নতুন কোলবালিশ তৈরি করে রেখেছ?' জবা বললো, 'তোমাদের মেয়েরা কি কখনোই বড় হবে না?' সোনালী হেসে বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন জবা বললো, 'সে জন্যই আমি তোমাদের জন্য দুটো বড় কোলবালিশ তৈরি করে রেখেছি।' রুপালী বললো, 'ধন্যবাদ, মা। সত্যিই, তোমার মতো মানুষ হয় না।' তারপর সে ফোন রেখে দিলো। সোহান বললো, 'এবার আমরা তৈরি হয়ে নিই।' সোনালী বললো, 'অবশ্যই।'

তারপর সোনালী ও সোহান তৈরি হয়ে নিলো। তখন রুপালী বললো, 'আমার আর তর সইছে না। আমিও যেতে চাই।' রুম্মান বললো, 'অবশ্যই, সোনা। চলো, আমরাও তৈরি হয়ে নিই।' তারপর রুপালী ও রুম্মান তৈরি হয়ে নিলো। তারপর সোহান বললো, 'ম্যাডাম, এবার চলুন।' সোনালী বললো, 'চলুন, স্যার।'

তখন রুপালী বললো, 'চলি তাহলে।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমরা কি তোমাদের সাথে যাবো?' রুম্মান বললো, 'তার কোনো দরকার নেই। আমি আজই রুপালীকে নিয়ে ফিরে আসবো।' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা। আমরা সেখানে থাকবো না।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বেশ। যাও তাহলে।' তারপর সোনালী ও সোহান জবা ও কমলের ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। তাদের সঙ্গ দেয়ার জন্য রুম্মান রুপালীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা জবা ও কমলের ঘরে প্রবেশ করলো। সঙ্গে তুলা নিতেও ভুল করলো না তারা।

তখন জবা এক হাত দিয়ে সোনালীকে এবং অপর হাত দিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সোনালী জবার এক গালে এবং রুপালী জবার অপর গালে চুমু দিলো। তারপর সোনালী বললো, 'তুমি সত্যিই খুব ভালো, মা।' রুপালী বললো, 'তুমি আমাদের স্বপ্নের কোলবালিশ তৈরি করে দিয়েছ। সত্যিই তোমার কোনো তুলনা হয় না।'

তখন জবা প্রথমে সোনালীকে এবং তারপর রুপালীকে চুমু দিলো। সোনালী বললো, 'আমি কি কোলবালিশগুলো এক নজর দেখতে পারি?' জবা বললো, 'অবশ্যই পারবে।' রুপালী বললো, 'বেশ। তাহলে আমরা কোলবালিশগুলো এক নজর দেখে নিই।'

তারপর সোনালী ও রুপালী নিজ বেডরুমে গেল। অনাবৃত কোলবালিশগুলো সেখানেই রাখা ছিলো। সোনালী বললো, 'এগুলো তো একদম আমাদের মনের মতো।' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।' জবা বললো, 'ঠিক বলেছ। এগুলো তোমাদের মনের মতো করেই তৈরি করা হয়েছে।'

তখন সোনালী বললো, 'আমি কি আমার কোলবালিশটা বুকে নিতে পারি?' জবা বললো, 'এখন না। আগে আমি কোলবালিশগুলোর ভেতর তুলা ভরে দেব,

তারপর।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' রুম্মান বললো, 'আমি তুলা নিয়ে আসছি।'

তারপর রুম্মান তুলার ব্যাগগুলো নিয়ে এলো। একটি ব্যাগ ছিলো হলদে এবং অপরটি সাদা রঙের। জবা বললো, 'আমি প্রথমে সোনালীর কোলবালিশের ভেতর তুলা ভরে দেব।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা সোনালীর কোলবালিশের সেলাই কেটে দিলো।

তারপর জবা ফাঁকা জায়গাটা তুলা দিয়ে ভরে সেলাই করে দিলো। তখন সোনালী বললো, 'আমার মেয়েটা খুব কষ্ট পেয়েছে।' জবা বললো, 'এটা সামান্য কষ্ট। তুমি এটাকে আদর করলে সে সব কষ্ট ভুলে যাবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।'

তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রুপালীর কোলবালিশের ভেতর তুলা ভরে দেব।' সোনালী বললো, 'এবার রুপালী তার মেয়ের কষ্টটা বুঝবে।' রুপালী বললো, 'কোনো ব্যাপার না।' তারপর জবা রুপালীর কোলবালিশের সেলাই কেটে দিলো।

তারপর জবা ফাঁকা জায়গাটা তুলা দিয়ে ভরে সেলাই করে দিলো। তখন রুপালী বললো, 'আমার মেয়েটা কষ্ট পেয়েছে ঠিকই, তবে আমি তার কষ্ট দূর করে দেব।' জবা বললো, 'আগে কোলবালিশগুলো সমান করে দিই, তারপর।' তারপর জবা কোলবালিশগুলোকে পিটিয়ে সমান করলো।

এটা দেখে সোনালী ও রুপালী ভীষণ কষ্ট পেল। তারা বললো, 'আমাদের মেয়েরা হয়তো মরেই গেছে।' তারপর তারা কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা বললো, 'তোমাদের মেয়েরা বড় হয়ে গেছে। তারা এই সামান্য ব্যথা সহ্য করতে পারবে।'

তখন সোনালী বললো, 'আমার মেয়েটা খুব ব্যথা পেয়েছে। আমি তাকে আদর করবো।' জবা বললো, 'আগে আমি কোলবালিশগুলোর কভার লাগিয়ে দিই, তারপর।' তারপর জবা কোলবালিশগুলো কভার দিয়ে আবৃত করে দিলো। এবার যেন কোলবালিশগুলো আদর গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত।

তখন সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ কোলবালিশ কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর তারা নিজ নিজ কোলবালিশের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি বুঝতে পারিনি, আমার মা তোমার সাথে এমনটা করবে। তুমি একদম মন খারাপ করবে না। আমরা তোমাদের কষ্ট দূর করেই ছাড়বো।'

এ কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। সোহান বললো, 'তোমার মেয়ের কিছুই হবে না। সে চির অক্ষত থাকবে।' সোনালী বললো, 'এমনটা হলে খুব ভালো হয়।' রুম্মান বললো, 'এমনটা যেন আমার প্রিয়ার সাথেও হয়।' রুপালী বললো, 'সেটাই।'

তারপর জবা বললো, 'তোমরা গল্প করতে থাকো, আমি দুপুরের খাবার তৈরি করছি।' রুপালী বললো, 'আমিও আসছি, মা।' জবা বললো, 'তুমি তোমার মেয়েকে রেখে আসবে, সে কষ্ট পাবে না?' রুপালী বললো, 'তা পাবে, তবে আমিও তোমাকে কাজে সাহায্য করবো।'

তখন জবা বললো, 'আজ করতে হবে না। তুমি তোমার মেয়েকে সময় দাও।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোনালী ও রুপালী নিজ নিজ কোলবালিশ কোলে নিয়ে গল্প করতে লাগলো। ওদিকে জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো।

তারপর জবা বললো, 'এবার তোমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নাও।' রুপালী বললো, 'আসছি, মা।' তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আজ তোমরা এখানে থেকে যাবে।' রুপালী বললো, 'আপু থেকে যেতে পারে, তবে আমি এখনই থাকছি না।'

তখন সোনালী জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, বোন?' রুপালী বললো, 'আমি কিছুদিন পর আবার আসবো। তখন তুমি যতদিন বলবে, আমি ততদিন থেকে যাবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' জবা বললো, 'বেশ। তাহলে আরো কিছুটা সময় থেকে যাও।'

রুপালী বললো, 'অবশ্যই, মা। আমরা এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছি না।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তবে গল্পের মাঝখানেই রুপালী ও রুম্মান উঠে পড়লো। রুপালী বললো, 'এবার আমরা চলি।'

তখন জবা বললো, 'আজ থেকে গেলে ভালো হতো।' রুপালী বললো, 'কিছুদিন পর এমনিতেও চলে আসবো। তখন অনেকদিন থেকে যাবো।' সোনালী বললো,

'ঠিক আছে।' রুপালী বললো, 'আপু, তুমি এক পাশে রোদেলা এবং অপর পাশে চাঁদনীকে নিয়ে ঘুমাবে।'

তখন জবা বললো, 'তুমি কি নিজের কোলবালিশ নিয়ে যাবে না?' রুপালী বললো, 'না, মা। একবার নিয়ে যাবো, আবার নিয়ে আসবো, এমনটা করতে চাই না।' সোনালী বললো, 'বেশ। আমি দুটো কোলবালিশকেই পরম যত্নে রেখে দেব।'

তখন রুপালী সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'চলি তাহলে।' তারপর রুম্মান রুপালীকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেল। সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বৌমা, তুমি যে নিজের বোনকে ফেলে রেখে চলে এলে, সেটা ঠিক হয়নি।' তখন সোহান-রুম্মানের বাবা বললো, 'কেন? সোহান তো সেখানেই আছে।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তাতে কী হয়েছে? রুম্মান তার স্ত্রীকে নিয়ে সেখানেই থাকতো।' রুপালী বললো, 'না, মা। সেই রুমটা অনেক ছোট।' রুম্মান বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে। কোনো ব্যাপার না।'

তারপর তারা গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সোহান-রুম্মানের মা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর রুপালী এ কাজে সোহান-রুম্মানের মাকে সাহায্য করলো।

তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তবে রুপালীর ঘুম আসছিলো না। রুম্মান জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, সোনা?' রুপালী মন খারাপ করে বললো, 'তোমার ভাই যেই কোলবালিশ নিয়ে ঘুমিয়ে থাকতো, সেটা তো এখন নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে।'

তখন রুম্মান বললো, 'এই ব্যাপার?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।' রুম্মান বললো, 'আমি এখনই সেটাকে নিয়ে আসছি।' তারপর রুম্মান সোহানের বেডরুম থেকে সোহানের কোলবালিশটা নিয়ে ফিরে এলো। রুপালী বললো, 'এবার এটাকে আমার বুকে তুলে দাও।'

রুম্মান সোহানের খয়েরি রঙের কোলবালিশটা রুপালীকে দিতেই রুপালী সেটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর রুপালী বললো, 'ঘুমাও, মা-মণি। আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর সে কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে রুপালী দেখল, হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটা মরে গেছে। পাশে গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটাও মরে পড়ে আছে। দুজনেরই বুকের মাঝখানে লম্বা কাটা দাগ। তখন রুপালী কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'কী হয়েছে, মা-মণিরা? কে তোমাদের এই অবস্থা করেছে?'

কিন্তু তাদের কোনো নড়চড় নেই। তখন রুপালী প্রথমে হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটিকে এবং তারপর গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'একবার চোখ খোল, সোনামণিরা।' কিন্তু তাদের কোনো সাড়া নেই।

তারপর তারা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন রুপালী বললো, 'এটা হতে পারে না।' তখন খয়েরি রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'এসব তোমার জন্যই হয়েছে।' হালকা সবুজ জামা পরা মেয়েটি বললো, 'ঠিক তাই।' রুপালী বললো, 'না, মা। এমনটা হতে পারে না।' কিন্তু ছোট্ট মেয়েরা সেটা শুনবে না।

তখন রুপালী চিৎকার করে বললো, 'না!' এতে সবার ঘুম ভেঙে গেল। সবাই ছুটে রুম্মান ও রুপালীর বেডরুমে গেল। সোহান-রুম্মানের মা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?' রুম্মান বললো, 'রুপালী হয়তো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছে।' রুপালী বললো, 'তা-ই হবে হয়তো।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমি পানি নিয়ে আসছি।' রুম্মান বললো, 'না, মা। তোমাকে যেতে হবে না। আমি পানি নিয়ে আসছি।' তারপর রুম্মান এক গ্লাস পানি নিয়ে এলো। সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তুমি পানি খেয়ে নাও, বৌমা।'

রুপালী পানি খেয়ে নিতেই রুম্মান রুপালীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে? এভাবে চিৎকার করলে কেন?' রুপালী সব খুলে বলতেই সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তুমি দুঃস্বপ্ন দেখছিলে।' রুম্মান বললো, 'এবার তুমি আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ো, প্রিয়তমা।'

তারপর রুপালী রুম্মানের বুকে মাথা রাখতেই রুম্মান রুপালীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। অন্যরা নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। রুপালী সোহানের কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে রুম্মানের বুকে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়লো।

এদিকে সোনালী নিজেও একই স্বপ্ন দেখেছিলো, শুধু ছোট্ট মেয়েরা সেখানে উপস্থিত ছিলো না। পানি খেয়ে সোনালী সোহানের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারপর সোনালী স্বপ্নে দেখল, হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বড় হয়ে গেছে। গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটাও বড় হয়ে গেছে।

তারপর হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'কী হয়েছে, মা? কাঁদছ কেন?' সোনালী মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'কোথায় ছিলে, মা-মণি?' মেয়েটি বললো, 'আমরা এখানেই ছিলাম।' সোনালী বললো, 'তাহলে আমি তোমাদের দেখতে পেলাম না কেন?'

তখন গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'কারণ আমরা ছোট থেকে বড় হয়ে গেছি।' এ কথা শুনে সোনালী খুব খুশি হলো। সে বললো, 'বেশ। তাহলে তোমরা আমার সাথেই থাকবে।' হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'অবশ্যই, মা।'

এভাবেই কাটলো একটি রাত। পরদিন সকালে সোনালী সব খুলে বলতেই জবা খুশি হয়ে গেল। সে বললো, 'এখন থেকে তুমি তোমার বড় মেয়ের সাথেই থাকবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তবে সোনালী হাসিখুশি থাকলেও রুপালী দুঃস্বপ্ন দেখেই যাচ্ছিলো।

এদিকে সোনালী নিজেও ছোট্ট মেয়েদের না দেখতে পেয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলো। তখন জবা রুপালীকে ফোন করতেই রুপালী বললো যে দুঃস্বপ্ন তার পিছু ছাড়ছে না। তখন জবা বললো, 'তাহলে তুমি কোলবালিশগুলো নিয়ে এখানে চলে এসো। সোনালী সেগুলোকে খুব মিস করছে।'

তখন রুপালী বললো, 'আমি এখনই আসছি, মা।' তারপর রুপালী ফোন রেখে বললো, 'আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তোমার মা নিশ্চয়ই তোমার জন্য খুব চিন্তা করছে।' রুপালী বললো, 'সেটা ঠিক না।' রুম্মান জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে?'

তখন রুপালী বললো, 'আমার বোনটাও দুঃস্বপ্ন দেখেছে।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'তাহলে তোমরা তাকে সঙ্গ দাও।' রুম্মান বললো, 'সেটাই করতে হবে।' রুপালী বললো, 'তাহলে আমরা তৈরি হয়ে নিই, কেমন?' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বেশ।'

তারপর রুপালী ও রুম্মান তৈরি হয়ে নিলো। রুপালী বললো, 'কোলবালিশগুলো সাথে নিতে হবে।' রুম্মান বললো, 'তাহলে সেগুলো তুলে নিই।' তারপর তারা কোলবালিশগুলো ব্যাগে ভরে নিলো। তারপর রুপালী বললো, 'এবার আমরা যাওয়ার জন্য তৈরি।'

তখন রুম্মান বললো, 'ম্যাডাম, তাহলে কি এবার আমরা যেতে পারি?' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, স্যার।' তারপর রুম্মান রুপালীকে নিয়ে নিজ ঘর ত্যাগ

করলো। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা জবা ও কমলের ঘরে প্রবেশ করলো। তখন জবা বললো, 'ভেতরে এসো, মা।'

তখন রুপালী জবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। জবা রুপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'কিছুই হয়নি, মা। এখন তুমি চলে এসেছ। দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।' রুস্মান বললো, ঠিক তাই।' রুপালী বললো, 'আমি একবার আপুর সাথে দেখা করতে চাই।'

তখন জবা বললো, 'এসো আমার সাথে।' তারপর জবা রুপালী ও রুস্মানকে সোনালীর বেডরুমে নিয়ে গেল। তখন রুপালী সোনালীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। সোনালী নিজেও কাঁদতে লাগলো। সোহান বললো, 'এখন আর কাঁদতে হবে না। তোমাদের দুঃস্বপ্নের সময় শেষ হয়ে এসেছে।'

তখন সোনালী বললো, 'ঠিক বলেছ।' তারপর রুপালী ব্যাগ থেকে সোহানের কোলবালিশটা বের করে দিয়ে বললো, 'এই নাও, আপু।' সোনালী সেই কোলবালিশটাকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর সোনালী সেই কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'এই তো, মা-মণি। আজ থেকে তুমি আমাদের সাথেই থাকবে।'

তখন রুপালী বললো, 'তাহলে আমরা কোথায় থাকবো?' জবা বললো, 'আমাদের নতুন ঘরে।' সোনালী বললো, 'সেটাই ভালো হবে।' তখন সোহান বললো, 'তাহলে আমরাও তৈরি হয়ে নিই।' জবা বললো, 'এখন না।' কমল বললো, 'আমরা দুপুরে খেয়ে সেখানে যাবো।'

তখন সোনালী বললো, 'বেশ। সেটাই হবে।' তারপর জবা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো।

তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা তৈরি হয়ে নিই।' সোনালী বললো, 'আমরাও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তবে রুপালী ও রুস্মান তৈরি হয়েই ছিলো, তাই তাদের আর কিছু করতে হলো না।

তারপর সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ নিজ নিজ ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলো। তারপর সবাই জবা ও কমলের নতুন ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা সেই ঘরে প্রবেশ করলো। অনেক দিন পর সবাই নতুন ঘরে ঢুকে খুব খুশি হলো।

তারপর সোনালী ও সোহানকে এক বেডরুমে এবং রুপালী ও রুস্মানকে আরেক বেডরুমে যেতে বলা হলো। জবা কমলকে নিয়ে আরেকটি বেডরুমে গেল। এতে তিনটি বেডরুমই পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারপর সবাই ব্যাগ থেকে নিজ নিজ কোলবালিশ বের করে নিজ নিজ বিছানায় রেখে দিলো।

তারপর জবা নিজ বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর সে বললো, 'আমরা বেশ কিছুদিন এখানেই থাকবো।' রুপালী বললো, 'আমি মা হবো, তারপর যদি

এই ঘর ছেড়ে যেতে হয় তবেই যাবো।' সোনালী বললো, 'সেটাই।' জবা বললো, 'বেশ। সেটাই হবে।'

তখন সোহান বললো, 'এবার আমরা গল্প করে নিই।' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ। এমনটা করলে আমাদের মন ভালো হয়ে যাবে।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এক পর্যায়ে জবা বললো, 'আমরা অনেক দিন এখানে ছিলাম।' রুপালী বললো, 'বাবা অনেক দিন আমাদের ছাড়া থেকেছে।'

তখন জবা বললো, 'আসলে আমিই তাকে ভুল বুঝে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।' সোনালী বললো, 'এমনটা করা ঠিক হয়নি।' কমল বললো, 'এসব কথা বাদ দাও।' জবা বললো, 'কেন, সোনা?' সোনালী বললো, 'সবার জানা দরকার, তোমার সাথে ঠিক কী হয়েছিলো।'

তখন রুপালী বললো, 'বাবা অনেক দিন দেশের বাইরে ছিলো।' জবা বললো, 'আর আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো মরে গেছে।' সোহান বললো, 'আসলে, তার মতো দেখতে আরেকজন মরে গেছে, তাই তো?' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।'

তখন রুম্মান বললো, 'ভবিষ্যতে যেন এমনটা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।' জবা বললো, 'রাখবো। কখনো তাকে চোখের আড়াল করবো না।' তারপর জবা কমলকে জড়িয়ে ধরলো। তখন রুম্মান রুপালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমাদের ভালোবাসাটাও যেন এমন হয়।'

তখন রুপালী বললো, 'হবে।' সোহান বললো, 'যদি তুমি তোমার প্রিয়তমাকে আদর-যত্নে রাখতে পারো, তবেই এটা সম্ভব।' রুম্মান বললো, 'আমি আমার প্রিয়াকে পরম যত্নে রেখে দেব।' রুপালী বললো, 'তাহলে আমি আর কিছু চাই না।'

তখন সোহান বললো, 'আমি আমার প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে একটা গান গাইতে চাই।' জবা বললো, 'পুরোটা নয়, একটা অংশ গাইতে হবে।' সোহান বললো, 'ঠিক আছে।' সোনালী বললো, 'আমি শুরু করবো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।'

তখন সোনালী গাইতে লাগলো:

'মনেরই অগোচরে তোমায় ভালোবেসেছি,

স্বপ্নময় পৃথিবীতে তোমায় সাজিয়েছি।'

তখন সোহান গেয়ে উঠলো:

'কোন সুখের টানে, জানি না আমি, হারিয়েছি তোমাতে!'

তারপর সোনালী ও সোহান একসাথে গাইতে লাগলো:

'আহা এ কি ছোঁয়ায়, এ কি মায়ায়, হারাবো দুজন দুজনায়!'

তখন রুম্মান বললো, 'তাহলে আমরাই বা বাদ পড়ছি কেন?' জবা বললো, 'একদম ঠিক।' রুপালী বললো, 'এবার আমি শুরু করছি।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে।' জবা বললো, 'তখন সোনালী শুরু করেছিলো বলেই হয়তো এবার রুপালী শুরু করতে চাইছে।'

তখন রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর সে গাইতে লাগলো:

'আমার এ হৃদয়েতে তোমারই আঙিনা,

তুমি এলে জীবনে, আর তো কিছুই চাই না।'

তখন রুম্মান গেয়ে উঠলো:

'তুমিহীনা ছন্নছাড়া আমার এই জীবন।'

তারপর রুপালী ও রুম্মান একসাথে গাইতে লাগলো:

'আহা এ কি ছোঁয়ায়, এ কি মায়ায়, হারাবো দুজন দুজনায়!'

তখন জবা বললো, 'খুব সুন্দর হয়েছে।' কমল বললো, 'একদম ঠিক।' সোনালী বললো, 'মনটা ভালো হয়ে গেছে।' সোহান বললো, 'তা কি আর বলতে?' জবা হেসে বললো, 'তা ঠিক বলেছ।' রুপালী বললো, 'সত্যিই, নিজেকে একদম ফুরফুরে লাগছে।'

তারপর সবাই আবার গল্প করতে লাগলো। এতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' রুপালী বললো, 'অনেক দিন পর আমরা এখানে ফিরে এসেছি।' জবা বললো, 'একদম ঠিক।'

তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর রুপালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। সোনালী বললো, 'অনেক দিন পর এই ঘরে খাবার খাচ্ছি।' রুপালী বললো, 'সেটাই।' জবা বললো, 'ঠিক বলেছ।'

কিছুক্ষণ পর সোনালী বললো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়বো।' তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে রুপালী দেখল, ছোট্ট মেয়েরা কেঁদেই যাচ্ছে। রুপালী বললো, 'শান্ত হও, মা-মণিরা। সব ঠিক হয়ে যাবে।' খয়েরি জামা পরা মেয়েটি বললো, 'কিছুই ঠিক হবে না।' ঠিক তখনই পেছন থেকে একজন বললো, 'এভাবে বলতে নেই।'

তখন মেয়েটি পেছনে তাকাতেই দেখল, সেখানে হালকা নীল রঙের জামা পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে সে আর ছোট নেই। সে বড় হয়ে গেছে। খয়েরি রঙের জামা পরা মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'আপু, তুমি কবে এত বড় হয়ে গেলে?'

তখন রুপালী নিজেও পেছনে তাকিয়ে দেখল, হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি সত্যিই বড় হয়ে গেছে। তখন খয়েরি রঙের জামা পড়া মেয়েটি বললো, 'আপু, আমি তোমার কোলে চড়তে চাই।' হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি খয়েরি রঙের জামা পরা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো।

তারপর হালকা নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'আমি কি সবসময় ছোট্টটিই থাকবো?' খয়েরি জামা পরা মেয়েটি বললো, 'একদম না।' তখন হালকা সবুজ রঙের জামা পরা মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে আমি কার কোলে চড়ে বসবো?'

তখন আরেকজন বললো, 'আমার কোলে।' হালকা সবুজ রঙের মেয়েটির বুঝতে বাকি রইলো না, সে গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটির কোলে উঠতে যাচ্ছে। তারপর গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি এগিয়ে এসে বললো, 'এসো, সোনামণি। আমার কোলে এসো।'

তখন রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। সে নিজ কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার চাঁদনীটা বড় হয়ে গেছে।' এতে রুম্মানের ঘুম ভেঙে গেল। সে বললো, 'তুমি কি আমার কোলবালিশটা নেবে?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, সোনা।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে।'

সোনালী নিজেও একই স্বপ্ন দেখেছিলো। তার ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর সে নিজ কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার রোদেলা এখন আর ছোট নেই। সে অনেক বড় হয়ে গেছে।' তখন সোহানের ঘুম ভেঙে গেল। সে বললো, 'তুমি কি আমার কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে?'

তখন সোনালী বললো, 'হ্যাঁ।' সোহান বললো, 'বেশ। এই নাও।' তারপর সোহান নিজ কোলবালিশটা সোনালীকে দিতেই সোনালী সেই কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'এবার তুমি আমার এবং তোমার আপুর মাঝখানে ঘুমাবে, কেমন?' তারপর সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর সোনালী খয়েরি রঙের কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। একই সময় রুম্মান নিজ কোলবালিশটা রুপালীকে দিতেই রুপালী সেই

কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঘুমাও, সোনা। আমার এবং তোমার আপুর মাঝখানে ঘুমাও।' তারপর সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা করে নিলো। তারপর জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে?' সোনালী বললো, 'একদম না।' রুপালী বললো, 'আমরা আর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখিনি।' জবা বললো, 'তোমাদের দুঃস্বপ্নের দিন শেষ।'

এ কথা শুনে সোনালী ও রুপালী ভীষণ খুশি হলো। আর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখবে না তারা। সেটাই হলো। ঘুমের মধ্যে তারা আর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখত না। প্রতি রাতেই তারা মিষ্টি-মধুর স্বপ্ন দেখত। এভাবেই কাটলো বেশ কিছুদিন। এর মধ্যে সোহান-রুস্মানের মা বেশ কয়েকবার জবা ও কমলের ঘরে এসে ঘুরে গেছে।

অবশেষে একদিন সোনালী পেটের ব্যথায় ছটফট করতে লাগলো। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, 'আমার ভীষণ পেট ব্যথা করছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হয় আমি আর বাঁচবো না।' রুপালী বললো, 'চুপ!' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

তখন জবা বললো, 'তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।' সোহান বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। তারপর সোনালীকে হাসপাতালে নেয়া হলো। রুপালী বললো, 'মা এই হাসপাতালেই কাজ করতো।' জবা বললো, 'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সোনালীকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার বললো, 'আপনারা ভেতরে যাবেন না।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে।' জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমার মেয়েটার কিছু হবে না তো?' কমল বললো, 'কিছুই হবে না তোমার মেয়ের।'

তখন সোহান তার মাকে ফোন করে বললো, 'মা, সোনালীর অবস্থা ভালো না। তোমরা তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে এসো।' তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমরা এখনই আসছি।' তারপর সোহানের বাবা-মা ইসহাককে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা হাসপাতালে পৌঁছে গেল। তারপর সোহান-রুম্মানের মা জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে আপনার মেয়ের?' জবা বললো, 'পেটে প্রচণ্ড ব্যথা করছিলো।' রুপালী কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমার বোনটার কিছু হবে না তো?' রুম্মান বললো, 'একদম না।'

ততদিনে সাথী অনেক বড় হয়ে গেছে। সে ওটিতে সোনালীকে দেখে বললো, 'কেমন আছো, আপু?' সোনালী বললো, 'ভালো আছি। তবে আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। কে আপনি?' সাথী সোনালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি সাথী।'

তখন সোনালী ভুলে গেল, ব্যথা কাকে বলে। সে বললো, 'তুমি সেই সাথী, যাকে মা খুব আদর করতো!' সাথী বললো, 'হ্যাঁ।' সোনালী বললো, 'খুব ভালো।' তারপর গল্প করতে করতেই সোনালী একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তানের জন্ম দিলো।

সাথী মেয়েটিকে দেখে বললো, 'এ আমি কী দেখছি!' সোনালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন? কী হয়েছে?' সাথী বললো, 'সোনার টুকরো মেয়ে।' সোনালী বললো, 'আমি কি একবার আমার মেয়েকে দেখতে পারি?' সাথী বললো, 'অবশ্যই।'

তারপর সাথী মেয়েটিকে সোনালীর বুকে তুলে দিতেই সোনালী মেয়েটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'এই তো আমার রোদেলা।' সাথী বললো, 'বাহ্। খুব সুন্দর নাম। যেমন সোনা রোদের মতোই গায়ের রং, তেমনই নামটাও খুব সুন্দর হয়েছে।'

তারপর সাথী ওটি থেকে বেরিয়ে এলো। ততক্ষণে আঁখি জবার কাছে চলে এসেছে। সাথী আঁখির কাছে আসতেই আঁখি বললো, 'তোমার কোলে এই মেয়েটি কে?' জবা বললো, 'সেটা পরে বললেও চলবে। আগে বলো, আমার মেয়েটার কিছু হয়নি তো?'

তখন সাথী বললো, 'হয়েছে।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে আমার বোনটার?' সাথী হেসে বললো, 'মেয়ে হয়েছে।' আঁখি বললো, 'খুব ভালো হয়েছে, মা।' জবা বললো, 'তুমিই সাথী, তাই না?' সাথী বললো, 'হ্যাঁ।' রুপালী বললো, 'আমি একবার মেয়েটিকে কোলে নিতে চাই।'

তখন সাথী বললো, 'এই নাও, আপু।' তারপর সে মেয়েটিকে রুপালীর কোলে তুলে দিতেই রুপালী বললো, 'এ তো খাঁটি সোনা!' সাথী বললো, 'আমি জীবনে

এত সুন্দর শিশু দেখিনি।' জবা বললো, 'এমন হলদে রঙের শিশুর দেখা পাওয়া ভার।'

আঁখি বললো, 'তাহলে কবে মিষ্টি খাওয়াবে?' জবা বললো, 'এত তাড়া কিসের?' রুপালী বললো, 'আগে আপু সুস্থ হয়ে যাক, তারপর।' সাথী বললো, 'সেটাই।' সোহান বললো, 'মেয়েটা যে সুস্থ আছে, এটাই অনেক।' জবা বললো, 'মা-মেয়ে দুজনেই সুস্থ আছে। আমি আর কিছু চাই না।'

তখন থেকেই সোনালী ও তার মেয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া হলো। তিন দিন পর হাসপাতাল থেকে সোনালীকে ছাড়পত্র দেয়া হলো। তারপর সোনালীকে জবা ও কমলের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো। জবা বললো, 'এসো, মা।' রুপালী বললো, 'আপু, তোমার মেয়েকে আমার কোলে তুলে দাও।'

তখন সোনালী রোদেলাকে রুপালীর কোলে তুলে দিলো। জবা সোনালীকে বললো, 'এবার নিজের বেডরুমে যাও। আমি সাহায্য করছি।' তারপর এক পাশ থেকে সোহান এবং অপর পাশ থেকে জবা সোনালীকে ধরে সোনালীর বেডরুমে নিয়ে গেল।

ততক্ষণে রোদেলা কাঁদতে শুরু করেছে। রুপালী বললো, 'কাঁদে না, সোনা।' রুম্মান বললো, 'হয়তো মেয়েটার খিদে পেয়েছে।' রুপালী বললো, 'ঠিক বলেছ।' তারপর রুপালী রোদেলাকে সোনালীর কোলে তুলে দিয়ে বললো, 'মেয়েটাকে খেতে দাও।'

তখন সোনালী বললো, 'বেশ।' তারপর সে বিছানায় শুয়ে রোদেলাকে খাওয়াতে লাগলো। জবা বললো, 'আমরা এখান থেকে চলে যাই।' রুপালী বললো, 'সেটাই ভালো হবে।' সোহান বললো, 'আমি এখানে থেকে যাচ্ছি।' তারপর বাকিরা বেরিয়ে গেল।

সোনালী পুরোপুরি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত জবা তাকে কোথাও যেতে দেয়নি। সোনালী পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পর সোহান তাকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল। রুপালী ও রুম্মান সোনালী ও সোহানের সাথে গেল। সঙ্গে কোলবালিশ নিতেও ভুল করলো না তারা।

সোহানরা ঘরে যেতেই সোহান-রুম্মানের মা তাদের স্বাগত জানালো। সে বললো, 'তোমরা ভেতরে এসো।' তারপর সবাইকে নিজ নিজ বেডরুমে যেতে বলা হলো। সেইমতো সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে ব্যাগ থেকে নিজ নিজ কোলবালিশ বের করে বিছানায় রেখে দিলো।

কিছুক্ষণ পর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমি দুপুরের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'আমি আসছি আপনাকে সাহায্য করতে।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'একদম না।' রুপালী বললো, 'আর কিছুদিন পর করবে, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সোহান-রুম্মানের মা দুপুরের খাবার তৈরি করলো, আর রুপালী এ কাজে সোহান-রুম্মানের মাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর রুম্মান বললো, 'এসো, গল্প করি।' রুপালী বললো, 'বেশ।'

তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এক পর্যায়ে রুম্মান বললো, 'প্রিয়া, তুমি কবে মা হবে?' রুপালী বললো, 'তুমি ভীষণ দুষ্টু।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'কেন? তুমি কি চাও না যে তোমারও এমন একটি মেয়ে হোক?' রুপালী লজ্জায় মাথা নিচু করে বললো, 'না, মা। এখন না।'

তখন রুম্মান বললো, 'কিন্তু আমি এক রাজকন্যা চাই।' রুপালী বললো, 'কিছুদিন পর নেব।' কিন্তু রুম্মানের তর সইছিলো না। তখন রুপালী বললো, 'কিছুদিনেরই তো ব্যাপার। তারপর না হয় আমি তোমাকে এক রাজকন্যা উপহার দেব।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর তারা আবার গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

তারপর সোহান-রুম্মানের মা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর রুপালী এ কাজে সোহান-রুম্মানের মাকে সাহায্য করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। রুম্মান বললো, 'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।'

তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু রুপালীর ঘুম আসছিলো না। সে বললো, 'আমিও মা হতে চাই।' এতে রুম্মানের ঘুম ভেঙে গেল। সে বললো, 'তুমি এখনো ঘুমাওনি!'

তখন রুপালী বললো, 'না।' রুম্মান বললো, 'কেন? কী হয়েছে?' রুপালী বললো, 'আমি মা হতে চাই।' রুম্মান বললো, 'তুমি তো কিছুদিন অপেক্ষা করতে চেয়েছিলে।' রুপালী বললো, 'কিন্তু আমার আর তর সইছে না।' রুম্মান বললো, 'কিছুদিনেরই তো ব্যাপার।'

তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর রুম্মান রুপালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এবার তুমি ঘুমাও।' তারপর রুপালী রুম্মানের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। রুম্মান নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো। এভাবেই কাটলো একটি রাত।

পরদিন সকালে রুপালী সবাইকে বলে দিলো যে সে মা হতে চায়। এতে সবাই খুশি হলো। সোনালী বললো, 'তুমি ণা হতে চাও, এটা ভালো কথা। তবে তাতে যে কষ্ট পেতে হয়, সেটা সহ্য করতে পারবে তো?' রুপালী বললো, 'অবশ্যই পারবো।'

তখন সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'আমি চাই তুমি একটি ছেলের জন্ম দাও।' রুম্মান বললো, 'না, মা। আমি একটি মেয়ে চাই।' রুপালী বললো, 'আমি ছেলের জন্ম দেব না মেয়ের জন্ম দেব, সেটা আগেই বলা সম্ভব না।' সোনালী বললো, 'তার জন্য কিছুটা সময় লাগবে।'

তবে রুপালীর মা হওয়ার স্বপ্ন শুরু হতে বেশি সময় লাগলো না। এক সপ্তাহের মধ্যেই রুপালী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো, এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার

পর বলা হলো যে সে মা হতে চলেছে। এতে সবাই ভীষণ খুশি হলো। রুপালী বললো, 'এবার আমার স্বপ্ন পূরণ হবে।'

তখন রুম্মান বললো, 'আশা করি তুমি খুশি হয়েছ।' রুপালী বললো, 'তা কি আর বলতে?' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এখন থেকে আমরা তোমার বিশেষ যত্ন নেব।' সোনালী বললো, 'ঠিক বলেছেন, মা।' রুম্মান বললো, 'সেটাই।'

তখন থেকেই রুপালীর বিশেষ যত্ন নেয়া হলো। রুম্মান বললো, 'আমার আর তর সইছে না। কবে যে আমাদের মেয়ের দেখা পাবো!' রুপালী বললো, 'এত তাড়া কিসের? সময়মতো সব দেখতে পারবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক বলেছ, বোন।'

সেই রাতে রুপালী নিজের কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'কিছুদিন পর এই ঘরে নতুন অতিথি আসবে। আশা করি তখন তুমি খুব খুশি হবে।' রুম্মান বললো, 'সেটা ঠিক।' তারপর রুপালী সেই কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে রুপালী দেখল, হালকা সবুজ রঙের মেয়েটি তার পেটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'কী করছো, মা?' মেয়েটি রুপালীর পেটে চুমু দিয়ে বললো, 'তোমার ভেতর যে আছে, তাকে আদর করে দিচ্ছি।'

তখন রুপালী মেয়েটিকে কোলে নিয়ে চুমু দিলো। তবে রুপালী এতটাই খুশি হয়েছিলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তখন মেয়েটি রুপালীর চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো, 'তুমি একদম কাঁদবে না, মা। এখন তোমার খুশি হওয়ার সময়।'

তখন রুপালী মেয়েটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।' তখন গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'আমাকে কে আদর করবে?' রুপালী বললো, 'আমিই করবো।' তারপর রুপালী গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটিকে চুমু দিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তখন হালকা সবুজ রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'মা-মণি, তোমার ভেতর যে আছে, সে যেন সুস্থভাবে জন্ম নেয়।' রুপালী বললো, 'অবশ্যই, সোনা।' গাঢ় নীল রঙের জামা পরা মেয়েটি বললো, 'তুমি যা চাইবে, তাই হবে।' রুপালী বললো, 'ঠিক তাই।'

তখন রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। সে নিজের কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি সত্যিই খুব ভালো, মা-মণি।' তখন রুম্মানের ঘুম ভেঙে গেল। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, প্রিয়া?' রুপালী সব খুলে বলতেই রুম্মান বললো, 'এ তো খুশির খবর।'

তখন রুপালী বললো, 'তা নয় তো কী?' রুম্মান রুপালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'তোমার মেয়ে স্বপ্নে দেখা মেয়েটির মতোই হবে।' রুপালী বললো, 'সেটাই যেন হয়।' তারপর রুপালী রুম্মানের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। রুম্মান নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

বেশ কিছুদিন তাদের খুনসুটি চললো। তারপর একদিন রুপালী বললো, 'আমি আমার বাবা-মায়ের সাথে থাকতে চাই।' সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'বেশ।'

রুস্মান বললো, 'আমরা তৈরি হয়ে নিই।' সোনালী বললো, 'আমরাও যাবো তোমাদের সাথে।'

তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। সোনালী বললো, 'এবার আমরা চলি।' রুপালী বললো, 'অবশ্যই।' তারপর তারা জবা ও কমলের ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে কোলবালিশ নিতেও ভুল করলো না তারা।

প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা জবা ও কমলের নতুন ঘরে পৌঁছে গেল। তবে জবা ও কমল সেখানে ছিলো না। তখন সোনালী জবাকে ফোন করতেই জবা বললো, 'ভালো হয়েছে যে তুমি আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছ। বলো, তোমরা কবে আসতে চাও।'

তখন সোনালী বললো, 'আমরা তো এসে গেছি। তোমরা কোথায়?' জবা বললো, 'আমরা তো আমাদের পুরনো ঘরে ফিরে এসেছি।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে। আমরাও সেখানে আসছি।' তারপর তারা জবা ও কমলের পুরনো ঘরে প্রবেশ করলো।

তখন জবা বললো, 'ভেতরে এসো, সোনামণিরা।' রুপালী জবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এবার আমিও মা হতে চলেছি।' জবা বললো, 'জানি, মা।' সোনালী বললো, 'মা, তুমি স্বপ্নে কেমন মেয়ে দেখেছিলে?' জবা বললো, 'একদম তোমাদের মতো।'

সোনালী বললো, 'তবে কি আমার মেয়েটাও স্বপ্নে দেখা মেয়েটার মতো হবে?' রুপালী বললো, 'সেটাই যেন হয়।' জবা বললো, 'আমি দুপুরের খাবার তৈরি করে নিই, তোমরা গল্প করো।' সোনালী বললো, 'আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

তখন জবা বললো, 'না, সোনা। তুমি তোমার মেয়েকে সামলাও।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো। তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা তৈরি হয়ে নিই।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

তারপর জবা ও কমল তৈরি হয়ে নিলো। তারপর তারা বললো, 'এবার আমরা চলি।' রুপালী বললো, 'চলো।' তারপর সবাই জবা ও কমলের নতুন ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে কোলবালিশ নিতেও ভুল করলো না তারা।

বেশ কিছুক্ষণ পর তারা জবা ও কমলের নতুন ঘরে প্রবেশ করলো। তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে ব্যাগ থেকে নিজ নিজ কোলবালিশ বের করে বিছানায় রেখে দিলো। তারপর জবা বললো, 'এসো, আমরা গল্প করি।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো। তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো।

তারপর রুপালী বললো, 'আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়বো।' তারপর সবাই নিজ নিজ বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর সবাই নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

এভাবেই কাটলো বেশ কিছুদিন। তারপর একদিন হঠাৎ করেই রুপালী পেটের ব্যথায় ছটফট করতে লাগলো। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা? এমন করছো কেন' রুপালী বললো, 'পেটে ভীষণ ব্যথা পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচবো না।'

তখন সোনালী বললো, 'এটাই মা হওয়ার কষ্ট। তখন তো বলেছিলে সহ্য করতে পারবে। এখন কী হলো?' রুপালী বললো, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' জবা বললো, 'আমরা এখনই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো।

তবে ততক্ষণে রুপালী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এটা দেখে সোনালী বললো, 'আপু, তোমার কী হয়েছে?' জবা বললো, 'আমার মেয়েটা হয়তো মরেই গেছে।' সোনালী বললো, 'এটা হতে পারে না।' তারপর সে রুপালীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো আর বললো, 'চোখ খোল, আপু।'

কিন্তু রুপালীর কোনো সাড়া নেই। তখন সোনালী বললো, 'আমি তোমার কিছুই হতে দেব না।' জবা বললো, 'আগে রুপালীকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।' তারপর রুপালীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সাথী সেখানেই উপস্থিত ছিলো।

সাথী রুপালীকে দেখে বললো, 'কী হয়েছে, আপু?' কিন্তু রুপালীর কোনো সাড়া নেই। তখন জবা সবটা বলতেই সাথী বললো, 'কোনো ব্যাপার না। আমি আপুকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা এখানেই থাকবে, কেমন?' জবা বললো, 'ঠিক আছে।'

তখন রুম্মান তার মাকে ফোন করে সবটা বলতেই সোহান-রুম্মানের বাবা-মা ইসহাককে নিয়ে হাসপাতালে চলে এলো। জবা বললো, 'আমার মেয়েটার কিছু হবে না তো?' সোনালী বললো, 'কিছুই হবে না, মা।' জবা বললো, 'যদি হয় তবে তার জন্য তুমি দায়ী থাকবে।'

তখন সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' সোহান-রুম্মানের মা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে আপনার মেয়ের?' জবা সবটা খুলে বলতেই সোহান-রুম্মানের মা বললো, 'এমনটা হতেই পারে।' তবে জবার মন খারাপ ছিলো, তাই সে কাঁদতে লাগলো।

তখন সোনালী বললো, 'আমি বলছি, আপুর কিছুই হবে না।' তারপর সে নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়লো। যখন কমল বললো, 'তোমরা শান্ত হও।' রুম্মান বললো, 'কিছুই হবে না আমার প্রিয়ার।' কিন্তু জবার মন কিছুতেই ভালো হচ্ছিলো না।

কিছুক্ষণ পর সাথী ফিরে এলো। সঙ্গে একটি ফুটফুটে মেয়ে। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কে এই মেয়ে?' সাথী বললো, 'তোমার মেয়ে চাঁদের টুকরো জন্ম দিয়েছে।' সোনালী বললো, 'আমি মেয়েটাকে দেখতে চাই।' সাথী বললো, 'এই নাও।'

ততক্ষণে রুপালীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে তার মেয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছে। সে বললো, 'ঐ যে, আমার মেয়ে কাঁদছে। আমার চাঁদনী কাঁদছে।' তখন একটি সুন্দরী মেয়ে রুপালীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'বাহ্। কী সুন্দর নাম!'

মেয়েটির কোলেই ছিলো রুপালীর ছোট মেয়ে। রুপালী নিজ মেয়েকে দেখে বললো, 'আমি কি তাকে বুকে নিতে পারি?' সুন্দরী মেয়েটি বললো, 'অবশ্যই, আপু।' তারপর সে মেয়েটিকে রুপালীর বুকে তুলে দিতেই রুপালী নিজ মেয়েকে চুমু দিলো।

তখন সুন্দরী মেয়েটি বললো, 'আপু, তুমি জোড়া সন্তানের মা হয়েছ।' রুপালী জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে আমার অপর মেয়ে কোথায়?' মেয়েটি বললো, 'সাথী আপু তাকে নিয়ে গেছে।' রুপালী বললো, 'তাহলে সাথী এখানে ছিলো!' মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন রুপালী বললো, 'আমি তো তাকে দেখতেই পেলাম না।' মেয়েটি রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে। তাই সাথী আপু আর তোমাকে জোর করে ডাকতে যায়নি।' রুপালী বললো, 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। আপনি কে?'

মেয়েটি হেসে বললো, 'ধরে নাও, আমি তোমাদের পরিবারের একজন।' কিন্তু রুপালী সেটা মানতে রাজি হলো না। সে বললো, 'আমি বিশ্বাস করি না। কে আপনি?' মেয়েটি বললো, 'আমার নাম মুনতাহা। আমিই জবা ম্যাডামের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রী।'

তখন রুপালী বললো, 'এবার বুঝেছি। মা তোমাকে নিজ পরিবারের একজন করতে চাইছে, তাই তো?' মুনতাহা বললো, 'ঠিক তাই।' রুপালী বললো, 'বেশ। তাহলে তো সে আমার ছোট মেয়েটাকেও দেখতে চাইবে।' মুনতাহা বললো, 'তোমার মেয়েকে আমার কোলে তুলে দাও।'

তখন রুপালী নিজ মেয়েকে মুনতাহার কোলে তুলে দিয়ে বললো, 'যাও, আপু। আমার ছোট মেয়ে চন্দ্রানীকে নিয়ে যাও। আমার মা হয়তো তাকে দেখতে চাইছে।' মুনতাহা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে চাঁদনী কি তোমার বড় মেয়ে?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ।'

তখন মুনতাহা বললো, 'বেশ।' তারপর সে চন্দ্রানীকে নিয়ে সাথীর কাছে গেল। তখন সাথী বললো, 'এই তো। আরেক সোনামণি চলে এসেছে।' তবে সাথী জবাকে বলেছিলো যে রুপালীর জ্ঞান ফেরেনি, তাই জবা সোনালীকে অনেক কথা শুনিয়েছিলো। তাই সোনালী অনেকটা সময় মন খারাপ করে বসে ছিলো।

মুনতাহা সোনালীকে মন খারাপ করতে দেখে বললো, 'আপু, তোমার মন খারাপ কেন?' সোনালী সবটা বলতেই মুনতাহা বললো, 'আপুর জ্ঞান ফিরেছে।' এ কথা শুনে সোনালী এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তখন জবা সোনালীকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'সব ঠিক হয়ে গেছে, মা।'

তখন মুনতাহা বললো, 'আর আমি বুঝি বাইরের কেউ?' জবা বললো, 'না, মা-মণি। তা কেন হবে?' তারপর জবা মুনতাহাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি তো

আমার আরেক মেয়ে।' সোনালী বললো, 'মা, সে কি তোমার খুব প্রিয়?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।'

সোনালী ও রুপালীর জন্মের পাঁচ বছর পর জবা একটি ফুটফুটে ছেলেসন্তানের জন্ম দিয়েছিলো। সেই ছেলেটি গোলাপ ফুলের মতোই সুন্দর হওয়ায় জবা আদর করে তার নাম রেখেছিলো 'গোলাপ'। জবা গোলাপের সঙ্গেই মুনতাহার বিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে।

এ কথা শুনে সোনালী বললো, 'বেশ। তাহলে আমরা পরিবারে এক নতুন সদস্য পাবো।' জবা বললো, 'একদম ঠিক।' সাথী বললো, 'এবার আমরা মেয়েদের নিয়ে যাবো, কেমন?' সোনালী বললো, 'আপুর (রুপালী) কাছে যাবে, তাই তো?' সাথী বললো, 'হ্যাঁ।'

তারপর চাঁদনী ও চন্দ্রানীকে রুপালীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তবে ততক্ষণে রুপালী ঘুমিয়ে পড়েছে। এটা দেখে মুনতাহা বললো, 'এবার যা করার আমাদের করতে হবে।' তারপর কিছু সময় রুপালীকে ছাড়াই ছোট্ট মেয়েদের যত্ন নেয়া হলো।

কিছু সময় পর হঠাৎ করেই রুপালীর ঘুম ভেঙে গেল। তখন সাথী বললো, 'আপু, তুমি তোমার মেয়েদের কাছে টেনে নাও।' রুপালী বললো, 'এই তো, সাথী আমার কাছে চলে এসেছে।' মুনতাহা বললো, 'তা ঠিক, তবে আগে তুমি নিজ মেয়েদের কাছে টেনে নাও।'

তখন রুপালী বললো, 'বেশ।' তারপর রুপালীর এক পাশে চাঁদনীকে এবং রুপালীর অপর পাশে চন্দ্রানীকে রেখে দেয়া হলো। সাথী রুপালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমরা এখন যাই, কেমন?' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর রুপালী নিজ মেয়েদের চুমু দিয়ে বললো, 'আমার মা-মণিরা।'

তারপর সাথী জবার কাছে গিয়ে বললো, 'আপনারা চাইলে আপুর সাথে কথা বলতে পারবেন।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর তারা রুপালীর কাছে গেল। তবে ততক্ষণে রুপালীকে ওটি থেকে বের করে একটি রুমে রাখা হয়েছে এবং সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

তখন সোনালী বললো, 'আপু তো ঘুমাচ্ছে।' জবা বললো, 'তাকে ঘুমাতে দাও।' রুম্মান বললো, 'আমি থেকে যাচ্ছি। আপনারা ফিরে যান।' জবা বললো, 'একবার আমার মেয়ের সাথে কথা বলে যেতে চাই।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে।'

কিন্তু সোনালী সেখানে থাকতে রাজি হলো না। সে বললো, 'আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি।' তখন জবা সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি কি আমার ওপর রাগ করে এসব বলছো?' সোনালী বললো, 'না, মা।' কমল বললো, 'আমি জানি, তুমি তোমার মা-মণির ওপর রাগ করেছ।'

তখন জবা সোনালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তখন সোনালী বললো, 'আমি তোমার ওপর রেগে নেই, মা।' কিছুক্ষণ পর রুপালী উঠে পড়লো। সে বললো, 'আমি খুব খুশি হয়েছি যে তোমরা এখানে এসেছ।' জবা বললো, 'তুমি সুস্থ আছো, এটাই অনেক।'

তখন সোনালী বললো, 'এবার কি আমরা ঘরে ফিরে যেতে পারি?' রুপালী বললো, 'এত তাড়া কিসের?' জবা বললো, 'মেয়েটা আমার ওপর রাগ করেছে।' রুপালী বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার বোনটাকে অনেক কথা শুনিয়েছ, তাই না?'

তখন সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, আপু। মা আমাকে অনেক বকেছে।' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। জবা বললো, 'আমি মনে করেছিলাম সোনালীর অবহেলার জন্যই তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। তাই আমি তাকে বকেছি।' রুপালী বললো, 'মা, আমার কিছুই হয়নি।'

তখন জবা সোনালীকে বললো, 'বুঝেছি। তোমার আরো আদর লাগবে।' সোনালী বললো, 'লাগবে না।' রুপালী বললো, 'আমার কাছে এসো, আপু। আমি আদর করে দিচ্ছি।' সোনালী বললো, 'আমি কারো আদর চাই না।' জবা বললো, 'এভাবে বলতে নেই, মা।'

তখন রুপালী বললো, 'ছেড়ে দাও, মা। আমার বোন চায় না আমি সুস্থ হয়ে উঠি।' সোনালী বললো, 'না, আপু। এমনটা কেন হবে?' রুপালী বললো, 'তুমি আমার কাছে না এলে আমি কিছুই খাবো না। আমি মরে যাবো।' সোনালী ছুটে গিয়ে রুপালীকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এমনটা করতে যেও না।' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

তখন রুপালী সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'শান্ত হও, সোনা।' কিন্তু সোনালীর কান্না থামছিলো না। তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। আমি ঠিকমতো সবকিছু

খাবো। এবার খুশি তো?' সোনালী বললো, 'কথা দাও, তুমি নিজের কোনো ক্ষতি করবে না।'

তখন রুপালী সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, বোন। আমি নিজের কোনো ক্ষতি করবো না।' জবা বললো, 'এবার আমরা ফিরে যাই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে। তবে তোমরা আমার বোনটাকে সব সময় হাসিখুশি রাখবে।' জবা বললো, 'অবশ্যই।'

তারপর জবা ও কমল সোনালী ও সোহানকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেল। সোহান-রুস্মানের বাবা-মা ইসহাককে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেল। জবা বললো, 'আজ সোনালী আমার সাথে ঘুমাবে।' সোনালী বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।'

তখন সোহান বললো, 'আজ আমি তোমাকে ছাড় দিলাম, প্রিয়তমা। আজ তুমি তোমার বাবা-মায়ের সাথে ঘুমাতে পারবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' সেই রাতে সোনালীর এক পাশে জবা এবং অপর পাশে রোদেলা ছিলো। সঙ্গে নিজ কোলবালিশ নিতেও ভুল করেনি সে।

পরদিন সকালে জবা সোনালীকে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কি তোমার মন ভালো হয়েছে?' সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা। আমার মন ভীষণ ভালো।' জবা বললো, 'তাহলে আজ থেকে তুমি তোমার প্রিয় মানুষটার সাথেই ঘুমাবে।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

সেটাই হলো। রুপালী ও রুম্মানের বেডরুম ফাঁকা রেখে বাকিরা নিজ নিজ বেডরুমেই ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন রুপালীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হলো। তবে রুপালী একা ঘরে ফিরবে না। রুম্মান বললো, 'তুমি কাকে সাথে করে নিয়ে যাবে?'

তখন রুপালী বললো, 'মুনতাহাকে।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে।' কিন্তু মুনতাহা রুপালীর সাথে যেতে চাইলো না। তখন রুপালী মন খারাপ করতেই মুনতাহা বললো, 'ঠিক আছে। আমিও তোমাদের সাথে যাচ্ছি।' এতে রুপালী ভীষণ খুশি হলো।

কিছুক্ষণ পর মুনতাহাকে নিয়ে রুপালী ও রুম্মান জবা ও কমলের ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা জবা ও কমলের ঘরে প্রবেশ করলো। তারপর সে বললো, 'মা, দেখে যাও কে এসেছে।' জবা সেখানে এসে অবাক হয়ে গেল।

তখন রুপালী বললো, 'আমি ঠিক করেছি, তাই না?' জবা বললো, 'একদম ঠিক করেছ।' মুনতাহা বললো, 'মোটেও না।' জবা বললো, 'এতদিন পরে এসে বলছো, কাজটা ঠিক হয়নি। কেন? আমাদের কথা মনে থাকে না বুঝি?' মুনতাহা বললো, 'সেটা ঠিক না, কিন্তু...'

তখন জবা বললো, 'আমি কিছুই শুনতে চাই না। আজ তুমি আমাদের সাথেই সময় কাটাবে।' মুনতাহা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা বললো, 'আমি দুপুরের

খাবার তৈরি করছি, তোমরা গল্প করো।' তারপর জবা দুপুরের খাবার তৈরি করলো।

তারপর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এসো, আমরা গল্প করে নিই।' রুপালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সবাই গল্প করতে লাগলো। এতে অনেকটা সময় কেটে গেল এবং সবার মন ভালো হয়ে গেল।

তারপর মুনতাহা বললো, 'এবার আমি যাই, কেমন?' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর মুনতাহা নিজ ঘরে ফিরে গেল। রুপালী বললো, 'খুব মিষ্টি মেয়ে।' জবা বললো, 'তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, তারপর মুনতাহাকে চিরতরে এই পরিবারের একজন করবো।'

তখন রুপালী বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা বললো, 'এবার আমি রাতের খাবার তৈরি করবো।' সোনালী বললো, 'আমি তোমাকে সাহায্য করছি, মা।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা রাতের খাবার তৈরি করলো, আর সোনালী এ কাজে জবাকে সাহায্য করলো।

তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। রুপালী বললো, 'আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে।' জবা বললো, 'এসো আমার সাথে।' সোনালী বললো, 'আমিও আসছি।' তারপর এক পাশ থেকে জবা এবং অপর পাশ থেকে সোনালী রুপালীকে ধরে রুপালী এবং রুম্মানের বেডরুমে নিয়ে গেল।

তখন রুপালী বললো, 'এবার তোমরা যাও।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' কিন্তু তার চোখ ছলছল করছিলো। তখন রুপালী বললো, 'বুঝেছি। মা তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তাই তো?' সোনালী বললো, 'সেটা ঠিক না।' রুপালী বললো, 'তাহলে কাঁদছ কেন?'

তখন সোনালী বললো, 'তোমাকে এই অবস্থায় দেখতে আমার একদম ভালো লাগছে না।' রুপালী বললো, 'তাহলে আমি যখন পেটের ব্যথায় ছটফট করছিলাম তখন তুমি সেটা নিয়ে মজা করছিলে কেন?' সোনালী বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, আপু। আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

তারপর সোনালী রুপালীকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো। রুপালী বললো, 'কথা দাও, আর কখনো এমন করবে না।' সোনালী বললো, 'করবো না, আপু। কথা দিলাম।' জবা বললো, 'আমি তো সোনালীকে কষ্ট দিইনি।' রুপালী বললো, 'মা, তুমি হাসপাতালেই আপুকে কষ্ট দিয়েছিলে।'

তখন জবা বললো, 'সেই কষ্ট কি এখনো দূর হয়নি?' সোনালী বললো, 'না, মা।' রুপালী সোনালীকে চুমু দিয়ে বললো, 'বেশ। আমরা আজ রাতে একসাথে ঘুমাবো।' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' জবা বললো, 'আমিও কি তোমাদের সাথেই ঘুমাবো?' রুপালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।'

তখন রুম্মান বললো, 'তাহলে আমরা কোথায় ঘুমাবো?' সোনালী বললো, 'তুমি সোহানকে নিয়ে আরেক বেডরুমে গিয়ে ঘুমাও।' রুম্মান বললো, 'ঠিক আছে।'

কমল রুম্মানকে বললো, 'আমিও তোমাদের সাথে থাকবো।' জবা বললো, 'বেশ।'

তারপর মেয়েরা এক বেডরুমে এবং ছেলেরা আরেকে বেডরুমে শুয়ে পড়লো। রুপালীর এক পাশে চাঁদনী এবং অপর পাশে চন্দ্রানীকে রেখে দেয়া হলো। সোনালীর এক পাশে রোদেলা এবং অপর পাশে চাঁদনী ছিলো। সোনালী চাঁদনীকে দেখে বললো, 'আপু, তোমার মেয়ে খুব সুন্দর হয়েছে।'

তখন রুপালী বললো, 'তা তো হবেই।' জবা বললো, 'কার মেয়ে, দেখতে হবে না?' সোনালী চাঁদনীকে চুমু দিয়ে বললো, 'সেটাই।' তারপর চাঁদনীকে জড়িয়ে ধরলো সে। তখন রুপালী বললো, 'তুমি আমার মেয়েকে বুকে নিয়ে ভালো করেছ। তবে তার খিদে পেলে তাকে আমার কাছে দিও। আমিই তাকে খাওয়াবো।'

এ কথা শুনে সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা রোদেলাকে এবং রুপালী চন্দ্রানীকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা করে নিলো। জবা বললো, 'আশা করি এবার সোনালীর মন ভালো হয়েছে।'

তখন সোনালী বললো, 'হ্যাঁ, মা।' রুপালী বললো, 'বেশ। তাহলে আজ থেকে আমরা নিজেদের প্রিয় মানুষের সাথে ঘুমাবো, কেমন?' সোনালী বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর থেকে সবাই নিজ নিজ বেডরুম ব্যবহার করতো। রুপালী সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সবাই জবা ও কমলের ঘরেই ছিলো।

রুপালী সুস্থ হয়ে ওঠার পর রুন্মান রুপালীকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেল। সোনালী ও সোহান রুপালী ও রুন্মানকে সঙ্গ দিলো। শুরু হলো তাদের নতুন জীবন।

(সোনালী ও রুপালী তো মা হয়ে গেল। তবে মেয়ে জন্ম দিয়েই তাদের জীবন থেমে যায়নি। পরবর্তীতে তারা একটি করে ছেলে জন্ম দেয়, এবং তাদের নিয়েই বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়। এভাবেই চলতে থাকে তাদের জীবন।)

প্রথম প্রকাশ: ১৬/০৪/২৫

মূল্য: ৩০০ টাকা

(আমি গোলাপের গল্পটাও লিখবো ভেবেছিলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না। পরবর্তীতে সময় পেলে সেটাও লিখে দেব।)

আশা করছি এই গল্পটা আপনাদের ভালো লাগবে। যদি আপনাদের মনে হয় যে গল্পে কোনো পরিবর্তন করা দরকার তাহলে অবশ্যই জানাবেন। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী সংস্করণে আরো ভালো কিছু থাকবে বলে আশা করছি। ধন্যবাদ।

যোগাযোগ: rezwan.noor@outlook.com

fb/100082849929626